DOWNLOAD THE APP

10 MINUTE SCHOOL

BANGLA 1ST PAPER

YEAR 2017

10 MINUTE SCHOOL

DHAKA BOARD

অভাগীর স্বর্গ

রহিম চৌধুরী কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক হয়েও সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত। কিছুদিন আগে তার বড় মেয়ের বিয়েতে এলাকার সকলকে দাওয়াত দেন। তিনি ধনী-গরিবের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেননি। তার এ আচরণে এলাকার দরিদ্র জনগণ খুবই খুশি। [ঢাকা বোর্ড- '১৭]

ক) ঠাকুরদাস মুখুয্যের স্ত্রী কয়দিনের অসুখে মারা গেলেন?

খ) রসিক দুলে তার পায়ের ধুলো দিতে গিয়ে কেঁদে ফেলল কেন?-

গ) উদ্দীপকের সঙ্গে অভাগীর স্বর্গ গল্পের বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো ।

ঘ) "অভাগীর আশা পূর্ণতা পাওয়ার জন্য রহিম চৌধুরীদের মতো মানুষ প্রয়োজন" বক্তব্যটির যথার্থতা বিচার করো।–

10 MINUTE SCHOOL

উত্তর

ক) ঠাকুরদাস মুখুয্যের স্ত্রী কয়দিনের অসুখে মারা গেলেন?

ঠাকুরদাস মুখুয্যের স্ত্রী সাত দিনের অসুখে মারা গেলেন।

খ) রসিক দুলে তার পায়ের ধুলো দিতে গিয়ে কেঁদে ফেলল কেন?

অভাগীর প্রতি ভক্তির পরিচয় পেয়ে রসিক দুলে তার পায়ের ধুলো দিতে গিয়ে কেঁদে ফেলল।

অভাগী গল্পের অভাগীর স্বামী রসিক বাঘ। রসিক বাঘ অভাগীকে ও তার ছেলেকে ছেড়ে চলে যায় অন্য গ্রামে এবং অন্য বিয়ে করে। স্ত্রীর খোঁজখবর ভালোবাসা ও অশন-বশন কিছুই সে দেয়নি। কিন্তু মৃত্যুশয্যায় শায়িত অভাগী মৃত্যুর সময় স্বামীর পায়ের ধুলো নিতে চায় এবং তা নিয়ে সে স্বর্গে যেতে চায়। স্বামীর প্রতি অসীম ভালোবাসা দেখে রসিক কেঁদে দেয়।

গ) উদ্দীপকের সঙ্গে অভাগীর স্বর্গ গল্পের বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো।

অভাগীর স্বর্গ গল্পে বর্ণিত ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য ও জাতিভেদের পার্থক্যের সাথে উদ্দীপকের চেতনাগত বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

অভাগীর স্বর্গ গল্পের অভাগী দুলে সম্প্রদায় অর্থাৎ নিচু জাতের প্রতিনিধি। ঠাকুরদাস হলো উচ্চবিত্ত বা উঁচু জাতের অধিকারী। জাত ধর্ম বর্ণ বিভেদের কারণে আমাদের সমাজে প্রায় অনেকাংশ নিচু শ্রেণীর মানুষ উচ্চবিত্তের কাছে লাঞ্চিত হয় অত্যাচারিত হয়।অভাগীর স্বর্গ গল্পে অভাগীর ছেলে উচ্চবিত্তের দ্বারে দ্বারে অপমানিত হয়। সে তার মায়ের শেষ ইচ্ছাটা পূরণ করতে পারেনি।

উদ্দীপকের রহিম চৌধুরী অসাম্প্রদায়িক মনোভাব সম্পন্ন সে তার মেয়ের বিয়ের দাওয়াত দিতে গেলে ধনী-গরীব বাচবিচার না করে সকলকেই দেয়। তাই বলা যায় উদ্দীপকের সঙ্গে অভাগীর স্বর্গ গল্পের বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ) "অভাগীর আশা পূর্ণতা পাওয়ার জন্য রহিম চৌধুরীদের মতো মানুষ প্রয়োজন" বক্তব্যটির যথার্থতা বিচার করো।

অভাগীর স্বর্গ গল্পের জমিদারে শ্রেণীর মানসিকতা উদ্দীপকের রহিম চৌধুরীর মতো হলে অভাগীর আশা পূর্ণতা পেতো।

অভাগীর স্বর্গ গল্পে দুই শ্রেণীর মানুষের পরিচয় ফুটে উঠে। দরিদ্র অভাগী নিচু জাতের প্রতিনিধি বলে মৃত্যুর সৎকার কার্য সম্পন্ন করার জন্য তার ছেলে কাঠের যোগান দিতে পারেনি। কেননা তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা তাকে হেয় করে ফলে ছেলে হাতের মুখাগ্নির স্বপ্নটি তার আর পূরণ হয়নি।

উদ্দীপকের রহিম চৌধুরী একজন অসাম্প্রদায়িক মনোভাব সম্পন্ন ব্যক্তি। সে ধনী-গরীব পার্থক্য করে না। সকলকে নিজের আপন মনে করেন। তার মেয়ের বিয়েতে সে সকলকে দাওয়াত করে।

উদ্দীপকের রহিম চৌধুরী ধনিক শ্রেণীর মত অভাগীর স্বর্গ গল্পের জমিদারে মানসিকতা হলে অভাগীর মনের আশা পূরণ হতো। তাই বলা যায় যে অভাগীর মনের আশা পূরনের জন্য রহিম চৌধুরীর মতো মানুষ প্রয়োজন।

শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব

জাহেদ সাহেব একজন লোভী ডাক্তার। অভাব ও দারিদ্র বিমোচন করতে গিয়ে তিনি সব সময় অর্থের পেছনে ছুটতেন। একসময় গাড়ি বাড়ি, ধন-সম্পদ সবকিছুর মালিক হন। তবুও তার চাওয়া পাওয়ার শেষ নেই। অর্থ উপার্জনে তার একমাত্র নেশা। অন্যদিকে তার বন্ধু সগীর সাহেব তার ধন সম্পদ থেকে বিভিন্ন সামাজিক জনকল্যাণমূলক কাজ করেন। তিনি মনে করেন, সুন্দরভাবে জীবন যাপনের জন্য বেশি সম্পদ এর প্রয়োজন নেই। [ঢাকা বোর্ড- '১৭]

ক) শিক্ষার আসল কাজ কী?

খ) লেফাফাদুরস্তি আর শিক্ষা এক কথা নয়- কেন?

গ) উদ্দীপকের সগীর সাহেবের মাঝে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের যে দিকটি প্রকাশিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো।

ঘ) "উদ্দীপকের জাহেদ সাহেবের মাঝে শিক্ষার প্রয়োজনীয় একটি দিক উপস্থিত"- 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের আলোকে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো।

উত্তর

ক) শিক্ষার আসল কাজ কী?

শিক্ষার আসল কাজ মূল্যবোধ সৃষ্টি।

খ) লেফাফাদুরস্তি আর শিক্ষা এক কথা নয়- কেন?

লেফাফাদুরস্তি আর শিক্ষা এক কথা নয়- উক্তিটি দ্বারা শিক্ষা যে মানুষের অন্তরের ব্যাপার তাই বোঝানো হয়েছে।

শিক্ষার দ্বারাই জীবনের উন্নয়ন সম্ভব। শিক্ষা একজন মানুষের অনুভূতির জগতে তার স্বরূপ তুলে ধরে। ফলে একজন ব্যক্তি সচেতন হয়ে ওঠে। মূলত শিক্ষা হচ্ছে এমন জিনিস যা আত্মীকরণ করলে মূলবোধের সৃষ্টি হয়। যে ব্যক্তি ছোট জিনিসের মোহে বড় জিনিস হারাতে দুঃখ বোধ করে না, সে আর যাই হোক শিক্ষিত নয়। শিক্ষার আসল কাজ মানুষের মনের উন্নয়ন, মনুষ্যত্বের উন্মোচন। বাইরে পরিপার্টি হলেই মানুষ শিক্ষিত হয় না বরং যে অন্তরে সমৃদ্ধ সেই শিক্ষিত।

গ) উদ্দীপকের সগীর সাহেবের মাঝে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের যে দিকটি প্রকাশিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো।

উদ্দীপকের সগীর সাহেবের মধ্যে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের মানবসত্তা বা মনুষ্যত্বের দিকটি প্রকাশিত হয়েছে।

মানুষের দুটি সত্তা- একটি তার জীবসত্তা, অপরটি মানবসত্তা বা মনুষ্যত্ব। জীবসত্তা পার্থিব স্বার্থ উদ্ধারে লিপ্ত থাকে। আর মানবসত্তা মানবকল্যাণে নিয়োজিত থেকে জীবনকে সার্থক করে তোলে। 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে মানবসত্তার এ দু'টি দিক উন্মোচিত হয়েছে।

উদ্দীপকের সগীর সাহেব মানবসত্তার চর্চা করেন। নিজ স্বার্থে অর্থবিত্ত উপার্জনই তার জীবনের নেশা নয়। তিনি তার বৈধ পথে উপার্জিত ধনসমূহ বিভিন্ন সামাজিক জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করেন। তার মতে, সুন্দরভাবে জীবনযাপনের জন্য বেশি ধনসম্পদের প্রয়োজন নেই। নিজের ন্যূনতম চাহিদা পূরণ করে বৈধ সম্পদ মানবকল্যাণে নিবেদিত করে সগীর সাহেব মানবসত্তা বা মানবতাবোধের বৈশিষ্ট্যটি তার জীবনে ধারণ করেছেন। এদিক বিবেচনায় সগীর সাহেব মনুষ্যত্ববোধে উত্তীর্ণ একজন আদর্শ মানুষ।

ঘ) "উদ্দীপকের জাহেদ সাহেবের মাঝে শিক্ষার প্রয়োজনীয় একটি দিক উপস্থিত"- 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের আলোকে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো।

শিক্ষার প্রয়োজনীয় দিক অন্নচিন্তা ও অর্থচিন্তার দিকটি উদ্দীপকের জাহেদ সাহেবের মাঝে উপস্থিত।

মানবজীবনে দুইটি সত্তার একটি হচ্ছে জীবনসত্তা। অনেকে স্বার্থপরতার বসে অন্ন চিন্তা ও অর্থ চিন্তায় লিপ্ত থাকে। তাদের কাছে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা থেকে পার্থিব কল্যাণ লাভের দিকটি বড় হয়ে ওঠে।

'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের লেখক জীবন সত্য মানুষ সত্যের সমন্বয় সাধন করেছেন। অর্থ চিন্তার নিগড় থেকে বেরিয়ে এসে মানবতা ও মনুষ্যত্বের চর্চাকে তিনি অগ্রাধিকার দিয়েছেন। শুধু জীবন সত্তার প্রয়োজনে অন্নচিন্তা অর্থ চিন্তায় নিমজ্জিত থাকলে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়।

উদ্দীপকে জাহিদ সাহেব একজন লোভী ডাক্তার। তিনি সবসময় অর্থের পেছনে ছুটেন বাড়ি-গাড়ি ধনসম্পত্তি সবকিছুর মালিক হয়েও তার চাওয়া পাওয়ার শেষ নেই। শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অর্থ উপার্জন, এটাই তার একমাত্র নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষক মনুষ্যত্ব প্রবন্ধের জীবন সত্তার প্রয়োজনে অন্ন চিন্তা থেকে মুক্তির কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এটাকে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য স্থির করা হয়নি। শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ছাড়াও অপ্রয়োজনীয়তা দিয়ে যেমন অনুভূতি ও কল্পনার রস আস্বাদন করে অপরের কল্যাণে আত্মনিবেদিত হয়ে জীবনের প্রকৃত স্বাদ উপলব্ধি করার কথা বলা হয়েছে। উদ্দীপকে কেবল নিজ জীবনের কামনা-বাসনা ও প্রয়োজনীয়তার দিকটি জাহেদ সাহেবের চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। তাই জাহেদ সাহেবের মাঝে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপস্থিত- 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের আলোকে মন্তব্যটি যথার্থ ও সঠিক।

পহেলা বৈশাখ

সকালে ঘুম থেকে উঠেই নিতু ব্যস্ত হয়ে পড়ে বৈশাখী অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য। বছরের এ দিনটি সবার কাছে প্রিয়। এটিই একমাত্র অনুষ্ঠান যেখানে নানা ধর্মের বন্ধুরা সবাই মিলে সমানভাবে আনন্দে মেতে উঠে। এখানে সে সত্যিকারের উপলব্ধি করে বাংলার মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান- আমরা সবাই বাঙালি।

[ঢাকা বোর্ড- '১৭]

ক) কে বাংলা নববর্ষকে এদেশের জনগণের 'নওরোজ' বলে উল্লেখ করেছেন?

খ) বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনা বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ) উদ্দীপকের সঙ্গে 'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধের, যে দিকটির সাদৃশ্য রয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ) উদ্দীপকের দিকটি ছাড়া 'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধে আলোচিত অন্যান্য দিকগুলো বিশ্লেষণ কর।

উত্তর

ক) কে বাংলা নববর্ষকে এদেশের জনগণের 'নওরোজ' বলে উল্লেখ করেছেন?

ঐতিহাসিক আবুল ফজল বাংলা নববর্ষকে এদেশের জনগণের 'নওরোজ' বলে উল্লেখ করেছেন।

খ) বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনা বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

ধর্ম ও সম্প্রদায় নিরপেক্ষ চেতনাকে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা হিসেবে বোঝানো হয়েছে।

বাংলা নববর্ষ উদযাপনের ফলে ব্রিটিশ আমলে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রতিফলন ঘটেছিল অধিকার আদায়ের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রাজত্বের দিনগুলোতে নববর্ষ পালনের মধ্য দিয়ে এদেশের শোষিত ও পরাধীন জনগণের মনে স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রতিফলন ঘটে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা নববর্ষকে অবলম্বন করেই বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকশিত হয়েছিল। অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বাঙালির সাংস্কৃতিক ও স্বাধিকার আন্দোলনই বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা।

গ) উদ্দীপকের সঙ্গে 'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধের, যে দিকটির সাদৃশ্য রয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।

ধর্মমত নির্বিশেষে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় নববর্ষের আনন্দ উপভোগের দিক থেকে উদ্দীপকের সঙ্গে 'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধের সাদৃশ্য রয়েছে। নববর্ষের আনন্দ-উৎসবে সব ধর্মের, সব শ্রেণি-পেশার মানুষ উদার ভ্রাতৃত্বাবোধে মিলিত হয়। এখানে ধর্মীয় বৈষম্য নয়, জাতীয়তাবাদের ঐক্য চেতনাই ফুটে ওঠে।

উদ্দীপকে নিতু ঘুম থেকে উঠেই বৈশাখী অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। এ অনুষ্ঠানে নানা ধর্মের বন্ধুরা সবাই মিলে সমানভাবে আনন্দে মেতে ওঠে বলে এ দিনটি সবার কাছে প্রিয়। কিন্তু এ অনুষ্ঠানে উপলব্ধি করে বাংলার হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান আমরা সবাই বাঙালি। পয়লা বৈশাখ প্রবন্ধেও লেখক অসাম্প্রদায়িক চেতনায় পয়লা-বৈশাখের আনন্দ উপভোগের প্রসঙ্গটি উপস্থাপন করেছেন। লেখকের এ ধর্ম ও সম্প্রদায়ের নিরপেক্ষ চেতনা প্রকাশের দিকটি উদ্দীপকের সঙ্গে সুন্দর সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ) উদ্দীপকের দিকটি ছাড়া 'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধে আলোচিত অন্যান্য দিকগুলো বিশ্লেষণ কর।

উদ্দীপকে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় 'পয়লা বৈশাখ' উদযাপন দিকটি ছাড়াও পয়লা বৈশাখ প্রবন্ধ বাংলা নববর্ষ উদযাপন সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর হীন মনোভাব, বাঙালির স্বদেশ চেতনা, নিরপেক্ষবাদের অপরাজেয় শক্তির মহিমাসহ নানা দিক আলোচিত হয়েছে।

বাংলা নববর্ষ পয়লা বৈশাখ বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক উৎসব। এ উৎসব ধর্মমত নির্বিশেষে সমগ্র বাঙালির। বাঙালির এ সার্বজনীন উৎসবে বাধা সৃষ্টি করে ক্ষীণদৃষ্টি ও ধর্মান্ধ পাকিস্তানি শাসকবর্গ। কিন্তু আপামর বাঙালি ধর্মনিরপেক্ষবাদী চেতনায় এক প্রতিবাদী মনোভাব নিয়ে পরম উৎসাহভরে বাংলা নববর্ষ উদযাপন করে আসছে।

উদ্দীপকে হীন ধর্মান্ধ গোষ্ঠীর সংকীর্ণ আচরণের কোনো প্রতিবাদ নেই। নেই স্বদেশ ও স্বাধিকার চেতনায় জাতীয়তাবাদী আদর্শ প্রতিষ্ঠায় কোনো অঙ্গীকার। আছে শুধু বৈশাখী অনুষ্ঠানের আনন্দ উপভোগ ও সাম্প্রদায়িক চেতনার বহিঃপ্রকাশ। আলোচ্য প্রবন্ধে উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রাজত্বে বাংলা নববর্ষ পালনের মধ্য দিয়ে এদেশের শোষিত ও পরাধীন জনগণের মনে স্বদেশিকতা ও জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রতিফলন ঘটে।

উদ্দীপকে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় 'পয়লা বৈশাখ' উদযাপন দিকটি ছাড়াও পয়লা বৈশাখ প্রবন্ধ বাংলা নববর্ষ উদযাপন সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর হীন মনোভাব, বাঙালির স্বদেশ চেতনা, নিরপেক্ষবাদের অপরাজেয় শক্তির মহিমাসহ নানা দিক আলোচিত হয়েছে।

বাংলা নববর্ষ পয়লা বৈশাখ বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক উৎসব। এ উৎসব ধর্ম, মত নির্বিশেষে সমগ্র বাঙালির। বাঙালির এ সার্বজনীন উৎসবে বাধা সৃষ্টি করে ক্ষীণদৃষ্টি ও ধর্মান্ধ পাকিস্তানি শাসকবর্গ। কিন্তু আপামর বাঙালি ধর্মনিরপেক্ষবাদী চেতনায় এক প্রতিবাদী মনোভাব নিয়ে পরম উৎসাহভরে বাংলা নববর্ষ উদযাপন করে আসছে।

উদ্দীপকে হীন ধর্মান্ধ গোষ্ঠীর সংকীর্ণ আচরণের কোনো প্রতিবাদ নেই। নেই স্বদেশ ও স্বাধিকার চেতনায় জাতীয়তাবাদী আদর্শ প্রতিষ্ঠায় কোনো অঙ্গীকার। আছে শুধু বৈশাখী অনুষ্ঠানের আনন্দ উপভোগ ও সাম্প্রদায়িক চেতনার বহিঃপ্রকাশ। আলোচ্য প্রবন্ধে উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রাজত্বে বাংলা নববর্ষ পালনের মধ্য দিয়ে এদেশের শোষিত ও পরাধীন জনগণের মনে স্বদেশিকতা ও জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রতিফলন ঘটে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা নববর্ষকে অবলম্বন করেই জাতীয়তাবাদ অনুষঙ্গের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চেতনা যুক্ত হয়েছিল। পাকিস্তান শাসকদের সংকীর্ণ ধর্মান্ধতার বিরোধিতা করা হয়েছিল এবং ধর্মনিরপেক্ষবাদী চেতনায় বাঙালির ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পয়লা বৈশাখের এমন বহুমুখী চেতনার বহিঃপ্রকাশ উদ্দীপকে ঘটেনি। পয়লা বৈশাখ প্রবন্ধে নববর্ষ পালনের প্রেক্ষাপট, উদ্দেশ্য, বাঙালি জাতীয়তাবাদের সক্রিয় চেতনাসহ নানা দিক আলোচিত হয়েছে। তাই বাঙালির প্রকৃত চেতনা প্রকাশে "পয়লা বৈশাখ" প্রবন্ধটি সার্থক হয়েছে।

সাহসী জননী বাংলা

"একবার মরে ভুলে গেছে আজ মৃত্যুর ভয় তারা।
শাবাশ বাংলাদেশ এ পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয়,
জ্বলে পুড়ে-মরে ছারখার তবু মাথা নোয়াবার নয়।

[ঢাকা বোর্ড- '১৭]

ক. সাহসী জননী বাংলা কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত?

খ. বাঙালিকে অনার্য জাতি বলা হয় কেন?

গ. উদ্দীপকের সাথে 'সাহসী জননী বাংলা' কবিতার সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "উদ্দীপকের ভাবনা সাহসী জননী বাংলা' কবিতার সামগ্রিক পরিচয় নয়- মূল্যায়ন কর।

উত্তর

ক) সাহসী জননী বাংলা কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত?

সাহসী জননী বাংলা কবিতাটি "ধূলি ও সাগর দৃশ্য" কাবগ্রন্থের অন্তর্গত।

খ) বাঙালিকে অনার্য জাতি বলা হয় কেন?

বাঙালিকে ছোট করে দেখার প্রবণতা প্রকাশে বাঙালিকে অনার্য জাতি হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়েছে।

আর্যগণ ভারতে আসার বহু পূর্ব থেকেই অনেক জাতির লোকেরা এদেশে বসবাস করত। তারা অনার্য হিসেবে পরিচিত। আর্যগণ অনার্যদের ঘৃণার চোখে দেখত, অত্যাচার- নিপীড়ন করত। এ কবিতায় বলা হয়েছে, শত্রুরা বাঙালির ওপর অন্যায় অত্যাচার করেছে। তাই কবি এক্ষেত্রে বাঙালিকে অনার্য জাতি বলেছেন।

গ) উদ্দীপকের সাথে 'সাহসী জননী বাংলা' কবিতার সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর।

শত নির্যাতন, অত্যাচার উপেক্ষা করে বাঙালির স্বাধীনতার লালসুর্য ছিনিয়ে আনার ঘটনায় উদ্দীপকটি কবিতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

শত্রুর আসুরিক আচরণ, বিকট উল্লাস আর নৃশংসতা উপেক্ষা করে বাঙালি জাতি তাদের শৌর্যের মহিমায় জয় করে নেয় স্বাধীনতা। সব বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে এই বীর জাতি বিজয়ের পতাকা উড়িয়ে ফিরে এসেছে দেশমাতৃকার কোলে।

উদ্দীপকে বাংলাদেশ সমস্ত পৃথিবীকে অবাক করে দিয়ে তার স্থান করে নিয়েছে। সে সব বাধা-বিঘ্নকে অতিক্রম ও উপেক্ষা করে, নানা অত্যাচারের কাছে মাথা নত না করে বিশ্বের বুকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। একইভাবে 'সাহসী জননী বাংলা' কবিতায় কবি বাঙালিকে বীরের জাতি হিসেবে উল্লেখ করে বলেছেন, বাঙালিদের ভীতু বললেও বাঙালিরা ভীতু নয়। বরং অসীম সাহসের সাথে জুলুম-নির্যাতন প্রতিরোধ করে, অশুভ শক্তির মোকাবিলা করে স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছে। অন্যায়ের কাছে মাথা নত না করার বিষয়টিও উল্লেখ্য। তাই উদ্দীপক ও কবিতা সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ) "উদ্দীপকের ভাবনা সাহসী জননী বাংলা' কবিতার সামগ্রিক পরিচয় নয়- মূল্যায়ন কর।

উদ্দীপকের ভাবনায় শুধু অকুতোভয় বাঙালির আত্মত্যাগের কথা আছে, বাঙালির অতীত সংগ্রামী ইতিহাস নেই বলে এটি কবিতার সামগ্রিক পরিচয়কে বিধৃত করে না।

বাঙালির বীরত্ব আর শৌর্যের ইতিহাস সুদীর্ঘ। সেই পাল, সেন আমল থেকে বাঙালি তার ঐতিহ্য রক্ষা করেছে। ব্রিটিশদের কবল থেকে দেশমাতৃকার বিজয় ছিনিয়ে এনেছে। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের পথ ধরে দীর্ঘ ন'মাস রক্তক্ষয়ী লড়াই করে অর্জন করেছে প্রিয় স্বাধীনতা।

উদ্দীপকে বাংলাদেশের শত্রুর কাছে মাথা নত না করার প্রবণতা প্রকাশ পেলেও আলোচ্য কবিতার সামগ্রিক বক্তব্য প্রকাশিত হয়নি। উদ্দীপকে বাঙালির মৃত্যুভয়হীনতা ও সাহসী সংগ্রামের কথা দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। এ জীবন উৎসর্গের দৃঢ়তা পুরা পৃথিবী অবাক হয়ে দেখে। তবে বাঙালিকে নিয়ে পাকিস্তানি শত্রুর মিথ্যাচার, আসুরিক আচরণ, বাংলার জনজীবনের বাঁকে বাঁকে ছড়িয়ে থাকা প্রতিরোধ ও সংগ্রামের ঐতিহ্য কবিতায় যেভাবে তুলে ধরা হয়েছে, উদ্দীপকে তা সেভাবে প্রকাশিত হয়নি।

সাহসী জননী বাংলা কবিতায় বাঙালির সুদীর্ঘ সংগ্রামী ঐতিহ্যের ইতিহাস বিধৃত হয়েছে। ভীতু বাঙালির পরিচয় মুছে দিয়ে বাঙালি শৌর্যের স্বাক্ষর রেখে শত্রুকে পরাজিত করে। রাত জাগা দীর্ঘ নির্বাসন শেষে স্বাধীনতার পতাকা উড়িয়ে স্বদেশে ফিরে এসেছে। উদ্দীপকের কবিতায় সংক্ষিপ্তভাবে বাঙালির সাহসিকতা ও মৃত্যুভয়হীনতার কথাটি তুলে ধরা হয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের ভাবনা 'সাহসী জননী বাংলা'কবিতার সামগ্রিক পরিচয় নয়।

10 MINUTE SCHOOL

মানুষ মুহম্মদ (স.)

সমাজে অসামাজিক কার্যকলাপ ও মাদকের ভয়াবহ ব্যবহার দেখে কলেজপড়ুয়া তিন যুবক আরমান, শফিক ও জব্বার যুবসমাজকে এর হাত থেকে বাঁচাতে সামাজিক আন্দোলন চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। কিছু ক্ষেত্রে তারা সফলতা পেলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদেরকে প্রবল বাধার সম্মুখীন হতে হয়। এমনকি শারীরিক নির্যাতনসহ অপমানিতও হতে হয়। তবুও তারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যত বাধাই আসুক এ আন্দোলন তারা চালিয়ে যাবেই। [ঢাকা বোর্ড- '১৭]

ক. তায়েফের অবস্থান কোথায়?

খ. খাদিজা (রা.)-এর হযরত মুহম্মদ (স.)-কে পছন্দ করার কারণ ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের সাথে 'মানুষ মুহাম্মদ (স.)' প্রবন্ধের কোন ঘটনার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত যুবকদের কর্মকাণ্ডে মুহম্মদ (স.) চরিত্রের মানবীয় গুণাবলির সকল দিক চিত্রিত হয়েছে কি?– যৌক্তিক মতামত দাও।

উত্তর

ক. তায়েফের অবস্থান কোথায়?

তায়েফের অবস্থান সৌদি আরবের দক্ষিণাঞ্চলে।

খ. খাদিজা (রা.)-এর হযরত মুহম্মদ (স.)-কে পছন্দ করার কারণ ব্যাখ্যা করো।

মহানবি হযরত মুহম্মদ (স.)-এর বিশ্বস্ততা, সততা, নিষ্ঠা ও চারিত্রিক মাধুর্য দেখে বিবি খাদিজা (রা.) তাঁকে পছন্দ করেছিলেন।

হযরত মুহম্মদ (স.) ছিলেন মহামানব। মানবতার শ্রেষ্ঠ গুণাবলির অধিকারী। তিনি ছিলেন অসাধারণ বিশ্বস্ত, আমানতদার, সদালাপী ও সত্যভাষী। তাঁর দৈহিক সৌন্দর্যও ছিল মানবিক সৌন্দর্যের মতো আকর্ষণীয়। হযরত মুহম্মদ (স.)-এর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, সততা, ন্যায়পরায়ণতা, মহানুভবতা হযরত খাদিজা (রা.)-কে দারুণভাবে আকৃষ্ট করেছিল। তাই তিনি তাঁকে সার্বিকভাবে পছন্দ করেন।

গ. উদ্দীপকের সাথে 'মানুষ মুহাম্মদ (স.)' প্রবন্ধের কোন ঘটনার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

উদ্দীপকের সাথে 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধের তায়েফের ঘটনার সাদৃশ্য রয়েছে।

অসত্য, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সততা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে গেলে অসৎপন্থিরা বাধার পাহাড় গড়ে তোলে। তারপরও ন্যায়পন্থিরা মানবতার কল্যাণে সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অব্যাহত রাখে। উদ্দীপক ও আলোচ্য প্রবন্ধে সত্য প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের চিত্র ভেসে ওঠে।

উদ্দীপকে তিনজন শিক্ষিত সত্যাশ্রয়ী যুবক যুবসমাজকে অসামাজিক কার্যকলাপ ও মাদকের করাল গ্রাস থেকে মুক্ত রাখার জন্য সামাজিক আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার এক পর্যায়ে প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়। এমনকি তারা শারীরিক নির্যাতনসহ নানা অপমানের শিকার হয়। তবুও তারা আন্দোলন চালিয়ে যেতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধেও হযরত মুহম্মদ (স.) পথহারা, বিভ্রান্ত তায়েফবাসীকে সত্য ও
মুক্তির আহ্বান জানাতে গেলে তারা নির্মমভাবে তাঁর ওপর নির্যাতন চালায়।

পাথরের আঘাতে আঘাতে তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। তারপরও তিনি তায়েফবাসীকে অভিশাপ না দিয়ে আল্লাহর কাছে তাদের সার্বিক কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করেন। তিনি সত্যের দাওয়াত দ্বিগুণভাবে দেওয়ার শপথ নেন। এভাবে সত্যের জন্য আত্মত্যাগ ও সত্যপ্রতিষ্ঠায় দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করার দিক থেকে উদ্দীপকের ঘটনা ও প্রবন্ধ বর্ণিত তায়েফের ঘটনার সুন্দর সাদৃশ্য ফুটে ওঠে।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত যুবকদের কর্মকাণ্ডে মুহম্মদ (স.) চরিত্রের মানবীয় গুণাবলির সকল দিক চিত্রিত হয়েছে কি?– যৌক্তিক মতামত দাও।

উদ্দীপকে উল্লিখিত যুবকদের কর্মকাণ্ডে সত্যাশ্রয়ী ও ধৈর্য অবলম্বনকারী গুণাবলি ছাড়া মুহম্মদ (স.) চরিত্রের মানবীয় গুণাবলির সকল দিক চিত্রিত হয়নি।

হযরত মুহম্মদ (স.) আল্লাহর প্রিয় রাসুল। তাঁর মধ্যে মানব চরিত্রের সামগ্রিক গুণের সমাবেশ ঘটেছিল। মানবতার কল্যাণে তিনি সীমাহীন নির্যাতন সহ্য করেছেন। তারপরও মক্কা বিজয়ের পর প্রাণের শত্রুদের হাতের কাছে পেয়েও নিঃশর্তে ক্ষমা করে দিয়েছেন। হযরতের অনুসারীদের মধ্যে তাঁর অসাধারণ চারিত্রিক গুণাবলির কিছু কিছু পরিলক্ষিত হয়। যা উদ্দীপকে উল্লিখিত হয়েছে।

উদ্দীপকে তিনজন শিক্ষিত যুবক মানবতার কল্যাণে উদ্বুদ্ধ হয়ে সামাজিক অনাচার থেকে যুবকদের রক্ষা করার জন্য সামাজিক আন্দোলন চালাতে গিয়ে প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়। এমনকি শারীরিক নির্যাতনসহ অপমানিত হয়। তবুও তারা ন্যায়প্রতিষ্ঠায় আন্দোলন চালিয়ে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। তাদের চরিত্রে মানবতার কল্যাণ কামনায় আত্মত্যাগের মানসিকতা ফুটে ওঠে।

'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধে হযরত মুহম্মদ (স.)-এর অসংখ্য মানবীয় গুণের ইঙ্গিত রয়েছে। তিনি দরিদ্রের মতো জীবনযাপন করতেন। তিনি ছিলেন একাধারে বিশ্বস্ত আমানতদার, মহানুভব, উদার, ক্ষমাশীল, অসম সাহসী, অনুপম চরিত্র-মাধুর্যের অধিকারী, সত্যবাদী, আদর্শ রাষ্ট্রনায়ক, দক্ষ সেনাপতি, ধৈর্যশীল, মানবতার মহাকল্যাণকামী, অসাধারণ দৈহিক সৌন্দর্যের অধিকারীসহ সীমাহীন গুণের আধার। তাই উদ্দীপকের যুবকদের মধ্যে হযরতের দু'একটি গুণ পরিচালিত হলেও সামগ্রিক গুণাবলির সমাবেশ নেই।

আমার পরিচয়

হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিষ্টান
অবান্তর আজ এ প্রশ্ন
আমরা সবাই বাঙালি
বংলা মায়ের সন্তান
এ কথাই অগ্রগণ্য।
আমাদের পরিচয় ধর্মে নয়
কর্মে পরিচয় পাই-
আমরা সবাই মানুষ
এটাই আমাদের শেষ পরিচয়

[ঢাকা বোর্ড- '১৭]

ক. তায়েফের অবস্থান কোথায়?

খ. খাদিজা (রা.)-এর হযরত মুহম্মদ (স.)-কে পছন্দ করার কারণ ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের সাথে 'মানুষ মুহাম্মদ (স.)' প্রবন্ধের কোন ঘটনার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত যুবকদের কর্মকাণ্ডে মুহম্মদ (স.) চরিত্রের মানবীয় গুণাবলির সকল দিক চিত্রিত হয়েছে কি?– যৌক্তিক মতামত দাও।

উত্তর

ক) বাংলাদেশে শিল্পকলা আন্দোলনের পথিকৃৎ কে?

বাংলাদেশে শিল্পকলা আন্দোলনের পথিকৃৎ শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন।

খ) 'আমি যে এসেছি জয়বাংলার বজ্রকণ্ঠ থেকে' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

প্রশ্নোক্ত চরণটির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে- জয়বাংলার বজ্রকণ্ঠের সঙ্গে বাঙালি জাতিসত্তা অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। বাংলার অবিসংবাদী নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতি স্বাধীনতার দিকনির্দেশনা পায়। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়েই এদেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করে। এসময় তাঁর উচ্চারিত 'জয় বাংলা' ধ্বনি আপামর জনমনে দেশাত্মাবোধের এক অনন্য প্রেরণা সঞ্চার করে। বাঙালি জাতির আত্মপরিচয়ের সূত্র ধরে কবি তাই ঐতিহাসিক 'জয় বাংলা' ধ্বনিকে উপজীব্য করেছেন। প্রশ্নোক্ত উক্তিটি দ্বারা এ কথাই বোঝানো হয়েছে।

গ) উদ্দীপকটি 'আমার পরিচয়' কবিতার কোন দিকটির সাথে সম্পর্কযুক্ত? ব্যাখ্যা করো।

উদ্দীপকটি 'আমার পরিচয়' কবিতায় প্রকাশিত সাম্যবাদী চেতনার সাথে সর্ম্পকযুক্ত।
বাঙালি জাতি চিরকাল অসাম্প্রাদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী। তাই বিভিন্ন ধর্ম- বর্ণে সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ব এখানে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক রচিত 'আমার পরিচয়' কবিতায় ফুটে ওঠা এ বক্তব্যটিই আলোচ্য উদ্দীপকের কবিতাংশে বাণীরূপ লাভ করেছে।

উদ্দীপকের কবিতাংশে অসাম্প্রদায়িক চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়, যেখানে হিন্দু- মুসলিম পরিচয়ের ঊর্ধ্বে বাঙালি হিসেবে অভিন্ন জাতিগত পরিচয়ের নিরিখে সকলকে মূল্যায়ন করেছেন কবি। তিনি মনে করেন, হিন্দু বা মুসলিম নয়, আমরা মানুষ।
আলোচ্য 'আমার পরিচয়' কবিতায়ও বাঙালি হিসেবে কবির এমন উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে। সেখানে তিনি জাতির হাজার বছরের ইতিহাস ও ঐতিহ্যিক নানা অনুষঙ্গ তুলে ধরে বাঙালি জাতির মূলমন্ত্র হিসেবে অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও মানবিক মূল্যবোধকে স্থান দিয়েছেন। আলোচ্য কবিতার এ দিকটির সাথেই উদ্দীপকটি সম্পর্কিত।

ঘ) "আমরা সবাই মানুয় এটাই আমাদের শেষ পরিচয়" – পঙ্‌ক্তিটি 'আমার পরিচয়' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ করো।

'আমরা সবাই মানুষ এটিই আমাদের শেষ পরিচয়'- পঙ্‌ক্তিটি 'আমার পরিচয়' কবিতার আলোকে যথার্থ।
আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন জাতিসত্তা ও স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে বাঙালিদের রয়েছে সমৃদ্ধ ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সাংস্কৃতিক পটভূমি। বহুকাল ধরে বাংলায় বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষ মিলেমিশে রয়েছে, গড়ে তুলেছে এক অভিন্ন জাতিসত্তা। উচ্চ মানবিকবোধের কারণেই এমনটি সম্ভব হয়েছে, যা উদ্দীপকের কবিতাংশেও পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকের কবিতাংশে সাম্প্রদায়িক পরিচয়ের ঊর্ধ্বে মানবিক মূল্যবোধকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কবিতাংশের কবি মনে করেন হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ- খ্রিষ্টান প্রভৃতি জাতিগত পরিচয় আজ তুচ্ছ। কেননা আমরা সবাই এদেশের অন্ন- জলে লালিত হয়েছি, সবাই বাঙালি। সকল ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে আমরা সবাই মানুষ। আলোচ্য 'আমার পরিচয়' কবিতায়ও বাঙালি হিসেবে কবির এমন উদার মনোভাবের পরিচয় মেলে।

'আমার পরিচয়' কবিতায় কবি বাঙালি জাতির আত্মপরিচয়ের সূত্র ধরে আমাদের হাজার বছরের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরেছেন। সুদীর্ঘ এ পথপরিক্রমায় বাঙালির অনুপ্রেরণা ছিল অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও মানবিক মূল্যবোধ। বহুকাল ধরে এই ভূখন্ডে সব ধর্ম ও বর্ণের মানুষ মিলেমিশে বসবাস করেছে। ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্মবোধ ও বিশ্বাসে পারস্পরিক সমঝোতা ও শ্রদ্ধাবোধের মাধ্যমে এ জাতি এক অনুসরণযোগ্য আদর্শ স্থাপন করেছে। কবির বিশ্বাস, এখানে সাম্য বজায় থাকবে চিরকাল।

প্রশ্নোক্ত উদ্দীপকের পঙ্‌ক্তিতেও এমন দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে। সে বিবেচনায় পঙ্‌ক্তিটিতে উদ্ধৃত বক্তব্য 'আমার পরিচয়' কবিতার আলোকে যথাযথ।

বহিপীর

মাতৃহারা ঝিনু চাচার বাড়িতে বড়ো হয়। চাচী ঝিনুকে বোঝা মনে করে। ভাবে কোনরকমে পাত্রস্থ করতে পারলেই হয়। অবশেষে চাচী সতিনের সংসারে এক বৃদ্ধের সাথে বিয়ে দেয় ঝিনুকে। জীবনসচেতন ঝিনু এ বিয়ে মেনে না নিয়ে একদিন বাড়ি ছেড়ে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমায়।

[ঢাকা বোর্ড- '১৭]

ক. ' বহিপীর ' নাটকটির রচনাকাল কত ?

খ. হকিকুল্লাহ পুলিশ ডাকতে গিয়ে ফিরে এসেছিল কেন ?

গ. উদ্দীপকে ' বহিপীর ' নাটকের যে দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে, তা ব্যাখ্যা করো।

ঘ. " উদ্দীপকটি ' বহিপীর ' নাটকের সমগ্রভাব তুলে ধরেনি "। - উক্তিটির সত্যতা নিরূপণ করো।

উত্তর

ক. ' বহিপীর ' নাটকটির রচনাকাল কত ?

' বহিপীর ' নাটকটির রচনাকাল ১৯৬০ সাল।

খ. হকিকুল্লাহ পুলিশ ডাকতে গিয়ে ফিরে এসেছিল কেন ?

পরিস্থিতি বিবেচনা করে বহিপীরের বিপদের আশঙ্কায় হকিকুল্লাহ পুলিশ ডাকতে গিয়ে ফিরে এসেছিলেন।

বহিপীর তাহেরার মা-বাবার সাহায্যে তার অমত থাকা সত্ত্বেও তাকে বিয়ে করেন। পরবর্তীতে হাতেম আলির বজরায় পলাতক তাহেরার উপস্থিতি টের পেয়ে তাকে কব্জা করার জন্য তিনি হকিকুল্লাহকে পুলিশ ডাকতে বলেন। কিন্তু তাহেরার অমতে বিয়ে করায় বিপদ হতে পারে ভেবে হকিকুল্লাহ পুলিশ ডাকতে গিয়ে ফিরে এসেছিলেন।

গ. উদ্দীপকে ‘ বহিপীর ’ নাটকের যে দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে, তা ব্যাখ্যা করো।

উদ্দীপকে ‘ বহিপীর ’ নাটকে বর্ণিত পাত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে অসম বিয়ের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

‘ বহিপীর ’ নাটকের একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র কিশোরী তাহেরা। বাবা ও সৎ মা বহিপীরের সাথে তাহেরার অমতে বিয়ে দেন। জীবনসচেতন তাই পালিয়ে দিয়ে আত্মরক্ষার পথ বেছে নেয়।

উদ্দীপকে মাতৃহারা ঝিনু চাচার বাড়িতে বড়ো হয়। তার চাচী ঝিনুকে বোঝা ভেবে সতিনের সংসারের এক বৃদ্ধের সাথে বিয়ে দেয়। ঝিনু এ বিয়ে মানতে না পেরে একদিন বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। অতএব দেখা যায়- নাটকের তাহেরা ও উদ্দীপকের ঝিনু দুজনেই জীবনসচেতন। তারা জীবন ও জগত সম্পর্কে অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি লালন করে এবং সে আলোকে তারা পথের পথিক হয়েছে। নাটকে বর্ণিত তাহেরার এ জীবনচেতনা ও কর্মপন্থার প্রতিফলনই ঘটেছে উদ্দীপকে।

ঘ. “ উদ্দীপকটি ‘ বহিপীর ’ নাটকের সমগ্রভাব তুলে ধরেনি ”। - উক্তিটির সত্যতা নিরূপণ কর

“ উদ্দীপকটি ‘ বহিপীর ’ নাটকের সমগ্রভাব তুলে ধরেনি ” - উক্তিটি সঠিক।

‘ বহিপীর ’ নাটকে কিশোরী তাহেরাকে তার সৎমা ও বাবা মিলে বহিপীরের সাথে বিয়ে দেয়। কেননা তাদের ধারনা পীরের সাথে মেয়ে বিয়ে দিলে তাদের পুণ্য হবে। কিন্তু প্রতিবাদী তাহেরা বিয়েতে অসম্মতি প্রকাশ করে এবং প্রতিবাদস্বরূপ বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়।

উদ্দীপকের ঝিনু মাতৃহারা, চাচার সংসারে সে বড়ো হয়। চাচী তাকে বোঝা মনে করে এক বৃদ্ধের সাথে বিয়ে দেয়। জীবনসচেতন ঝিনু বিয়েতে প্রতিবাদ করতে না পারলেও পরবর্তীতে বাড়ি ছেড়ে অজানার পথে পাড়ি জমায়। নাটকের ঘটনার সাথে উদ্দীপকের মিল এটুকুই।

‘ বহিপীর ’ নাটকে লেখক সমাজে নারীদের নাজুক অবস্থান এবং তাহেরা চরিত্রটির মাধ্যমে উক্ত ব্যাবস্থার বিপরীতে নারী জাগরনের ইঙ্গিত প্রদান করেছেন। পাশাপাশি সমাজে জেঁকে বসা ধর্মান্ধতা এবং পীরপ্রথার প্রভাব তুলে ধরেছেন। বহিপীর জমিদার হাতেম আলির বজরায় তাহেরাকে খুঁজে পায়। যখন সে জানতে পারে হাতেম আলির জমিদারি নিলামে উঠেছে তখন অরথের বিনিময়ে তাহেরাকে ফিরিয়ে দিতে বলে। তাহেরাও জমিদারের অসহায়ত্ব দেখে রাজি হয়। কিন্তু হাতেম আলি তাহেরাকে ফিরিয়ে দিতে চায় না। এখানে হাতেম আকি ও তাহেরা উভয়ের মানবিক দিকটি ফুটে উঠেছে। অপরদিকে জমিদারপুত্র হাশেম আলি যুক্তিবাদী ও আধুনিক চিন্তাসম্পন্ন শিক্ষিত যুবক। তাহেরা আত্মহত্যা করতে গেলে সে তাকে রক্ষা করে এবং বিবাহিত জেনেও বিয়ে করতে চায়। ঘটনার ব্যাপ্তি ও পরিনতি বিবেচনায় বলা যায়, উদ্দীপকটি ‘ বহিপীর ’ নাটকের সমগ্রভাব তুলে ধরেনি ।

RAJSHAHI BOARD

অভাগীর স্বর্গ

গফুর লজ্জিত হইয়া বলিল, বাপ বেটিতে দু বেলা দুটো পেটভরে খেতে পর্যন্ত পাইনে। ঘরের পানে চেয়ে দেখ, বৃষ্টি বাদলে মেয়েটিকে নিয়ে কোণে বসে রাত কাটাই, পা ছড়িয়ে শোবার ঠাই মেলে । মহেশকে একটিবার তাকিয়ে দেখ, পাজরা গোনা যাচ্ছে। দাও না ঠাকুর মশাই কাহন-দুই ধার, গরুটাকে দুই দিন পেট ভরে খেতে দিই। বলিতে বলিতেই গফুর ধপ করিয়া ব্রাহ্মণের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল। তর্করত্ন কহিলেন, 'আ মর, ছুয়ে ফেলবি না কি?'

[রাজশাহী বোর্ড-২০১৭]

ক) গ্রামে নাড়ি দেখতে জানত কে?

খ) রসিক হতবুদ্ধির মতো দাঁড়াইয়া রহিল কেন?

গ) উদ্দীপকের গফুর চরিত্রটি কোন দিক দিয়ে 'অভাগীর স্বর্গ গল্পের কাঙালী চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো।

ঘ) উদ্দীপকের তর্করত্ন কি 'অভাগীর স্বর্গ গল্পের অধর রায়ের সার্থক প্রতিনিধি? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

উত্তর

ক) গ্রামে নাড়ি দেখতে জানত কে?

গ্রামে নাড়ি দেখতে জানত ঈশ্বর নাপিত।

খ) "রসিক হতবুদ্ধির মতো দাঁড়াইয়া রহিল।"- কেন?

মৃত্যুপথযাত্রী স্ত্রী অভাগী রসিকের পায়ের ধুলো চাওয়ায় রসিক বিস্ময়ে হতবুদ্ধির মত দাড়িয়ে রইল। অভাগীর স্বর্গ গল্পে অভাগীর স্বামী রসিক বাঘ। সে অভাগীকে ছেড়ে অন্যত্র চলে যায় এবং অন্য বিয়ে করে। অভাগী তার প্রথম পক্ষের স্ত্রী হলেও সে তাকে ভালোবাসে নি, অশন বসন দেয়নি এমনকি কখনো খোঁজখবর নেয়নি। কিন্তু এখন মৃত্যুর পথযাত্রী অভাগীর শেষ ইচ্ছা মৃত্যুর সময় স্বামীর পায়ের ধুলো নিয়ে স্বর্গে যেতে চায়। স্বামীর প্রতি অসীম ভালবাসা ও শ্রদ্ধা দেখে রসিক বাঘ হতবুদ্ধির মত দাড়িয়ে রইল।

গ) উদ্দীপকের গফুর চরিত্রটি কোন দিক দিয়ে 'অভাগীর স্বর্গ গল্পের কাঙালী চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো।

জাত বর্ণভেদের দৃষ্টি ভঙ্গি অনুযায়ী অশূচিতার দিক থেকে উদ্দীপকের গফুরের সাথে অভাগীর স্বর্গ গল্পের কাঙ্গালি চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে।

অভাগী স্বর্গ গল্পের অভাগী নিচু জাতের। অভাগীর ছেলে কাঙ্গালী দুলে সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। অভাগী ভীষণ অসুস্থতায় মৃত্যু বরণ করে। অভাগীর সৎকারের জন্য কাঠের যোগান দিতে রসিক বাঘ উঠানের বেল গাছটি কাটতে গেলে পেয়াদা তাকে চড় মারে। ফলে কাঙ্গালী তার প্রতিবাদ জানাতে জমিদার বাড়ির গোমস্তা অধর রায়ের কাছে যায়। সেখানে সে শোক ও উত্তেজনায় কাছাড়ির উপর উঠে যায় বলে জমিদার বাড়ির গোমস্তা তাকে ধমক দিয়ে নিচে নামতে বলে। অধর রায়ের এমন উক্তির ফলে নিচু শ্রেণির মানুষের প্রতি অবজ্ঞা ও জাতভেদ প্রথা প্রকাশিত হয়।

উদ্দীপকের গফুল তিন বেলা ঠিক মতো খেতে পারে না। বৃষ্টি বাদলের সময় মেয়েকে নিয়ে কোথাও ঠিক মতো স্থির হতে পারে না এবং তাদের গরু মহেষকেও খাওয়াতে পারে না। এমতাবস্থায় ব্রাহ্মনের কাছে সাহায্য চাইলে ব্রাহ্মন তাদের হেয় করে। তিনি বলেন, "আ মর ছুয়ে ফেলবি নাকি?" পাঠ্যবইয়ের কাঙ্গালি ও উদ্দীপকের গফুর উভয়ই জাত বৈষম্যের শিকার হয়েছে।

ঘ) উদ্দীপকের তর্করত্ন কি 'অভাগীর স্বর্গ গল্পের অধর রায়ের সার্থক প্রতিনিধি? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

জাতি ধর্ম কে বড় করে দেখার মানসিকতার দিক থেকে উদ্দীপকের তর্করত্ন অভাগীর স্বর্গ গল্পের অধর রায়ের সার্থক প্রতিনিধি।

পাঠ্যবইয়ের অভাগীর স্বর্গ গল্পে সাম্প্রদায়িকতা ফুটে উঠেছে। জমিদার বাড়ি কাছাড়ির বড়কর্তা হলো অধর রায়। যেহেতু সে অনেক বড় এবং তার মান-সম্মান প্রভাব-প্রতিপত্তি অন্যের তুলনায় অনেক বেশি তাই সে নিচুজাতের লোকদের হেয় করে। তাদের ছোট নজরে দেখে ফলে অভাগীর ছেলে কাঙ্গালি যখন তার কাছে বিচার নিয়ে আসে সে তখন ধমক দিয়ে দূরে সরিয়ে দেয়। অশূচিতার ভয়ে সে পেয়াদাদের দিয়ে তাকে ঘার ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়।

উদ্দীপকের তর্করত্নের চরিত্রের মাঝেও সাম্প্রদায়িকতা লক্ষণীয়। দরিদ্র গফুর তার গরু-মহিষের জন্য ব্রাহ্মণ তর্করত্নের কাছে খাবার চাইতে গেলে তর্করত্ন তাকে দূরে সরিয়ে দেয়। মানবতাকে বড় করে না দেখে তার ধর্মকেই বড় করে দেখেছেন তর্করত্ন।

অভাগীর স্বর্গ গল্পে অধর রায় যেমন জাত ধর্ম বর্ণ কে বড় করে দেখেন ঠিক তেমনি উদ্দীপকের তর্করত্ন সাম্প্রদায়িক মনোভাব সম্পন্ন। তাই বলা যায় যে উদ্দীপকের তর্করত্ন অভাগীর স্বর্গ গল্পের অধর রায়ের সার্থক প্রতিনিধি।

বই পড়া

আবিদ এম.এ পাশ যুবক। ছাত্রজীবনে সে পাঠ্যপুস্তক মুখস্থ করে ভালো রেজাল্ট করেছে। একদিন তার এক বন্ধু তাকে নিয়ে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে যায়। সেখানে সে বিভিন্ন বই দেখে আগ্রহী হয় এবং একটি-দুটি করে বই এনে পড়তে শুরু করে। কিছুদিনের মধ্যেই সে অনুধাবন করে যে, এতদিন কেবল পাঠ্যপুস্তক পড়ে সে সুশিক্ষিত হতে পারেনি। যথার্থ শিক্ষিত হতে মনের যে প্রসারতা দরকার তা সে অর্জন করতে পারেনি। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের বই তার মনের জানালা খুলে দিয়েছে। এখন সে অনুভব করে যে, দেশের প্রতিটি গ্রামে লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। [রাজশাহী বোর্ড-২০১৭]

ক) বাংলা সাহিত্যে চলিত রীতির প্রবর্তক কে?

খ) "ব্যাধিই সংক্রামক, স্বাস্থ্য নয়"- কেন?

গ) উদ্দীপকে আবিদের এ দৃষ্টিভঙ্গি 'বই পড়া' প্রবন্ধের কোন দিকটির ইঙ্গিত বহন করে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ) "আবিদের সুশিক্ষিত না হওয়ার কারণ প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি"- 'বই পড়া' প্রবন্ধের আলোকে এ উক্তির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।

উত্তর

ক) বাংলা সাহিত্যে চলিত রীতির প্রবর্তক কে?

বাংলা সাহিত্যের চলিত রীতির প্রবর্তক 'প্রমথ চৌধুরী'।

খ) "ব্যাধিই সংক্রামক, স্বাস্থ্য নয়"- কেন?

ব্যাধিই অর্থাৎ রোগই মানুষকে সংক্রমিত করে, তাই বলা যায় ব্যাধিই সংক্রামক, স্বাস্থ্য এখানে সংক্রামক নয় বাহক হিসেবে ভূমিকা পালন করে।

কেবল স্বাস্থ্যবান ব্যক্তির সংস্পর্শে থাকলেই স্বাস্থ্যবান হওয়া যায় না। আবার সঠিক চেষ্টা ছাড়া শুধু উন্নত সভ্যতার সংস্পর্শে থাকলেই যে সমাজের ইতিবাচক দিকগুলো আয়ত্ত করা সম্ভব তাও কিন্তু নয়। একই রূপে রোগজীবাণু ব্যাধিগ্রস্ত মানুষের চারপাশে রোগ বিস্তার করে বলে রোগীর সংস্পর্শে সুস্থ ব্যক্তিও অসুস্থ হয়ে পড়ে। অনুরূপভাবে সাধনাশূন্য হলে বিনা প্রয়াসেই যেকোনো সমুন্নত সভ্যতার দোষগুলো সভ্য জাতির জীবনেও সংক্রমিত হতে পারে। তাই ব্যাধিই সংক্রামক, স্বাস্থ্য নয়।

গ) উদ্দীপকে আবিদের এ দৃষ্টিভঙ্গি 'বই পড়া' প্রবন্ধের কোন দিকটির ইঙ্গিত বহন করে? ব্যাখ্যা করো।

উদ্দীপকে আবিদের দৃষ্টিভঙ্গি 'বই পড়া' প্রবন্ধের পাঠাগার প্রতিষ্ঠার চেতনার দিকটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

যেকোনো মানুষের অর্থনৈতিক কিংবা মানবিক যেকোনো উন্নতির জন্য প্রয়োজন জ্ঞানার্জন। আর জ্ঞান লাভের জন্য প্রতিনিয়ত বই পড়া আবশ্যক। তারাই প্রকৃত অর্থে উন্নতি লাভ করে যারা স্কুলের বাইরে নিজস্ব উদ্যোগে শিক্ষা অর্জন করে। 'বই পড়া' প্রবন্ধে যে বিষয়টির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে তা হল বই সংগ্রহ ও সংরক্ষণে এবং জ্ঞান বিতরণের একমাত্র উপায় লাইব্রেরি গড়ে তোলার প্রতি। লাইব্রেরি অনেকটা হাসপাতালের মতো, অনেকক্ষেত্রে হাসপাতালে থেকেও সর্ব উৎকৃষ্ট স্থান। বই মনকে পরিচর্যা করে। সে কারণে স্কুল-কলেজের চেয়ে লেখক লাইব্রেরিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। সুশিক্ষিত হওয়ার জন্য স্বশিক্ষিত হতে হবে। আর এজন্য লাইব্রেরি আমাদের একমাত্র ভরসা। কোনো স্কুল-কলেজ সে শিক্ষা দিতে পারে না সেই শিক্ষা আমরা শুধুমাত্র লাইব্রেরি বা পাঠাগার থেকে পেয়ে থাকি।

লাইব্রেরির যে গুরুত্ব প্রবন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে তার যথার্থতা আবিদের চেতনাকে সমৃদ্ধ করে। লাইব্রেরিতে জ্ঞান-অর্জন না করে যে অন্ধতা তার অন্তরে ছিল তা দূর হয় বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে বিভিন্ন বই পড়ে। পাঠ্যপুস্তকের আবদ্ধতা ভেঙে আবিদ স্বশিক্ষিত হওয়ার ক্ষেত্রে লাইব্রেরির গুরুত্ব নিজের মানবিক ও চারিত্রিক বিকাশের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা অনুধাবন করতে পারে। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের বই আবিদের মনের জানালা খোলার নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। তাই লাইব্রেরির গুরুত্ব সম্পর্কে আবিদের দৃষ্টিভঙ্গি ও 'বই পড়া' প্রবন্ধের দৃষ্টিভঙ্গি একে অপরের পরিপূরক।

(ঘ) "আবিদের সুশিক্ষিত না হওয়ার কারণ প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি"- 'বই পড়া' প্রবন্ধের আলোকে এ উক্তির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।

অনেক আগে থেকেই আমরা তথাকথিত বা প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে আবদ্ধ রয়েছে তার সীমাবদ্ধতার কারণে আমরা জ্ঞান এবং শিক্ষার প্রকৃত আলোয় নিজেকে আলোকিত করতে পারি না। যার ফলাফলস্বরূপ আবিদ নিজেও নিজেকে সুশিক্ষিত হিসেবে গড়ে তুলতে পারেনি। তাই আবিদের ক্ষেত্রে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সেটি পরিপূর্ণরূপে সাধিত হয়নি।

সুশিক্ষিত মানুষ সমাজের সার্বিক উন্নতি সাধনের পাশাপাশি নিজের জীবনকে সার্থকভাবে গড়ে তুলতে সমর্থ হয়। সুশিক্ষিত মানুষ জাতিকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বই পড়া প্রবন্ধে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটির দিকটি আমাদের কাছে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতিকে কেবল অর্থ উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে শিক্ষাকে ধরা হয়। তাই শিক্ষার্থীদের মনের কথা চিন্তা না করে জোর করে তাদের নিজস্ব ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত শিক্ষা চাপিয়ে দেয়া হয়। শুধু মুখস্থ বিদ্যার জোরে এরা সার্টিফিকেট এবং বড় বড় ডিগ্রী অর্জন করে। এতে ছাত্রের মানসিক পূর্ণতা সাধন হয় না। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটির অন্যতম শিকার উদ্দীপকের আবিদ। ছাত্রজীবনে পাঠ্যপুস্তক মুখস্ত করে ভালো ফলাফল করেছে ঠিকই কিন্তু মানসিক উৎকর্ষ সাধিত হয়নি। যেটা আবিদের সার্বিক উন্নয়নের পথে একটি বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বই পড়া প্রবন্ধে প্রকৃত অর্থে শিক্ষার স্বরূপ উন্মোচন করতে গিয়ে প্রাবন্ধিক প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটিকে যৌক্তিকভাবে উপস্থাপন করেছেন। প্রাবন্ধিকের দর্শন পুরোপুরি প্রতিফলিত হয় আবিদের জীবনে। আবিদ ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা গ্রহণ করে কেবল ভালো রেজাল্ট করে সার্টিফিকেটকে ভারী করলেও মনের জাগরণ তথা সুশিক্ষিত হতে পারেনি। কেননা প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় কেউ সুশিক্ষিত হতে পারে না। সুশিক্ষিত হতে হলে নিজ উদ্যোগে পাঠ্যপুস্তকের বাইরে বই পড়ার কোনো বিকল্প নেই। আর এই বই আমাদের জ্ঞানের পিপাসাকে বাড়িয়ে আমাদের সুশিক্ষায় নিজেদের তৈরি করতে উৎসাহিত করে। এই জ্ঞানের মাধ্যমে আমরা আমাদের নৈতিক গুণাবলী অর্জন ও বিকাশ করতে পারি এবং এর পাশাপাশি আমাদের মানবিক উন্নয়ন সাধিত হয়। তাই বলা যায় উদ্দীপকে উল্লেখিত যে উক্তিটি তা 'বই পড়া' প্রবন্ধের মতামতের সাথে সম্পূর্ণভাবে একমত পোষণ করে।

স্বাধীনতা এই শব্দটি কিভাবে আমাদের হলো

জন্ম যাদের একাত্তরের পরে,
আমার এ গান শুধুই তাদের তরে।
.....
বঙ্গবন্ধু দিলেন শেষে স্বাধীনতার ডাক
তার ডাকেতে উঠলো জেগে মানুষ লাখ লাখ
ছাত্র-যুবক-কৃষক-মজুর সবাই অস্ত্র ধরে
আমার এ গান শুধুই তাদের তরে।

রাজশাহী বোর্ড-২০১৭

ক. কোন বিদেশি পত্রিকা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাজনীতির কবি আখ্যা দেয়?
খ. 'শ্রেষ্ঠ বিকেলের গল্প' বলতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?
গ. উদ্দীপকটির সাথে 'স্বাধীনতা, এ শব্দটি কিভাবে আমাদের হলো' কবিতা কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ,তা ব্যাখ্যা করো
ঘ. "উদ্দীপকের গান এবং 'স্বাধীনতা, এ শব্দটি কিভাবে আমাদের হলো' কবিতাটির বক্তব্য একই প্রজন্মের জন্য"—উক্তিটির সত্যতা যাচাই করো।

উত্তর

ক. কোন বিদেশি পত্রিকা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাজনীতির কবি আখ্যা দেয়?

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'নিউজউইক' পত্রিকা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাজনীতির কবি আখ্যা দেয়।

খ. 'শ্রেষ্ঠ বিকেলের গল্প' বলতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?

'শ্রেষ্ঠ বিকেলের গল্প' বলতে কবি ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের বিকেল বেলায় বঙ্গবন্ধুর দেওয়া ভাষণকে বুঝিয়েছেন।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বিকেল বেলায় রেসকোর্স ময়দানে(বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ছিল লক্ষ লক্ষ মানুষে পরিপূর্ণ। তারা সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শোনার জন্য। কবির কাছে এই বিকেল বাংলার মানুষের জন্য শ্রেষ্ঠ বিকেল। কারণ এইদিন বিকেলেই বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন।

গ. উদ্দীপকটির সাথে 'স্বাধীনতা, এ শব্দটি কিভাবে আমাদের হলো' কবিতা কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ,তা ব্যাখ্যা করো

বর্তমান প্রজন্মের মাঝে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ ও দেশপ্রেমের প্রেরণা জাগ্রত করার মাধ্যমে উদ্দীপকটির সাথে 'স্বাধীনতা, এ শব্দটি কিভাবে আমাদের হলো' কবিতাটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

'স্বাধীনতা, এ শব্দটি কিভাবে আমাদের হলো' কবিতায় কবি আগামী দিনের কবির জ্ঞাতার্থে ৭ই মার্চের ভাষণের তাৎপর্য তুলে ধরেছেন। কবির প্রত্যাশা যেন অনাগত শিশুরা একদিন প্রকৃত ইতিহাস জানতে পারে।তারা যেন বঙ্গবন্ধুর দেওয়া ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে।কবি মনে করেন, অনাগত কালের শিশুদের কাছে এই কথাটি জানিয়ে দেওয়া অপরিহার্য যে রেসকোর্স ময়দানের যে জায়গায় আজ শিশু পার্ক অবস্থিত সেখানকার মঞ্চ থেকেই বাঙালির আজন্ম লালিত শব্দ 'স্বাধীনতা' কথাটি উচ্চারিত হয়েছিল।

উদ্দীপকের কবি একাত্তর-পরবর্তী প্রজন্মের জন্য গান রচনা করেছেন। তাঁর এ গানের মাধ্যমে তিনি নতুন প্রজন্মের মাঝে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর অনবদ্য অবদানের দিকটি উপস্থাপন করেছেন। বঙ্গবন্ধুর দেওয়া স্বাধীনতার ডাকে ছাত্র-যুবক-কৃষক-মজুর সবাই কিভাবে প্রভাবিত হয়েছিল সে দিকটি তিনি যত্নসহকারে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরেছেন। এভাবে নতুন প্রজন্মের মাঝে ৭ই মার্চের ভাষণ ও দেশপ্রেমের প্রেরণা জাগ্রত করায় উদ্দীপকটির সাথে 'স্বাধীনতা, এ শব্দটি কিভাবে আমাদের হলো' কবিতাটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ. "উদ্দীপকের গান এবং 'স্বাধীনতা, এ শব্দটি কিভাবে আমাদের হলো' কবিতাটির বক্তব্য একই প্রজন্মের জন্য"—উক্তিটির সত্যতা যাচাই করো।

উদ্দীপকের কবি একাত্তর-পরবর্তী প্রজন্ম এবং 'স্বাধীনতা, এ শব্দটি কিভাবে আমাদের হলো' কবিতার অনাগত শিশু উভয় প্রজন্মই মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী হওয়ায় প্রশ্নোক্ত উক্তিটি সত্য বলে ধরে নেওয়া যায়।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে বজ্রকণ্ঠে পাকিস্তানি স্বৈরশাসনের নিগড় থেকে বাঙালি জাতির মুক্তি ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দেন। বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণের মধ্য দিয়েই সূচিত হয়েছে আমাদের স্বাধীনতার স্বপ্ন ও মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান। কিন্তু বর্তমানে রমনার রেসকোর্সে যেখানে সেদিনের মঞ্চ তৈরি হয়েছিল,সেখানে তাঁর কোনো চিহ্ন নেই। আজ সে জায়গায় গড়ে উঠেছে শিশু পার্ক। নতুন প্রজন্মের কাছে এই ইতিহাস জানিয়ে দেওয়াই কবির উদ্দেশ্য।

উদ্দীপকেও আমরা এমন প্রয়াস লক্ষ করি একাত্তর-পরবর্তী প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধে ৭ই মার্চের ভাষণের অবিনাশী প্রভাবের দিকটি তুলে ধরেছেন।যেখানে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ডাকে লক্ষ লক্ষ মানুষ জেগে উঠেছে। ছাত্র-যুবক-কৃষক-মজুর সবাই অস্ত্র হাতে নিয়েছে।

'স্বাধীনতা, এ শব্দটি কিভাবে আমাদের হলো' কবিতায় কবি যেমন অনাগত কালের শিশুর কাছে সত্য জানাতে চেয়েছেন তেমনি উদ্দীপকের কবিও চেয়েছেন একাত্তর-পরবর্তী প্রজন্ম এর নিকট বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের তাৎপর্য উপস্থাপন করতে। তিনি দেখাতে চেয়েছেন কীভাবে সাধারণ মানুষ তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।সুতরাং উদ্দীপকের গান এবং 'স্বাধীনতা, এ শব্দটি কিভাবে আমাদের হলো' কবিতাটির বক্তব্য একই প্রজন্মের জন্য—উক্তিটি সত্য।

মানুষ

ঈদ এলো, ঈদ এলো চান্দু মিয়ার ঘরে,
রঙিন পোশাক দামী খাবার আপনজনের তরে,
পাশের ঘরে পড়ে আছে রহিমুদ্দির মা।
পেটের ক্ষুধায় কেঁদে মরে তাকে দিলাম না।
এইতো মোদের ঈদ,
গাই সাম্যের গীত।
রিত্রের

রাজশাহী বোর্ড-২০১৭

ক, মসজিদে কে তালা দিল?

খ. মোল্লা সাহেব হেসে কুটি কুটি হয় কেন?

গ, উদ্দীপকের সাথে মানুষ কবিতার মোল্লা-পুরোহিতের চরিত্রের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের রহিমুদ্দির মা' 'মানুষ' কবিতার বঞ্চীতদের যথার্থ প্রতিনিধি হয়ে উঠতে পেরেছে কি? তোমার মতামতের সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন কর।

উত্তর

ক) মসজিদে কে তালা দিল?

মসজিদে মোল্লা তালা দিল।

খ) মোল্লা সাহেব হেসে কুটি কুটি হয় কেন?

মসজিদের বেঁচে যাওয়া গোস্ত-রুটি বাড়ি নিয়ে যাওয়ার সুযোগ তৈরি হওয়ায় মোল্লা সাহেব হেঁসে কুটি কুটি হয়।
মোল্লা সাহেব সমাজের একজন তথাকথিত ধর্মীয় প্রধান। তার কাছে ধর্মীয় লেবাসের আড়ালে মানবতার চেয়ে ভোগই প্রাধান্য পায়। জুম্মাবার মসজিদে শিরনি হিসেবে গোস্ত রুটি প্রদান করা হয়। গোস্ত রুটি বিতরণের পর অনেক অবশিষ্ট থাকে। আর এই অবশিষ্ট গোস্ত রুটি নিজে ভোগের সুযোগ পেয়ে মোল্লা সাহেব অনেক খুশি হয়।

গ) উদ্দীপকের সাথে মানুষ কবিতার মোল্লা-পুরোহিতের চরিত্রের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় তা ব্যাখ্যা কর।

উদ্দীপকের সাথে মানুষ কবিতার মোল্লা-পুরোহিতদের চরিত্রের মানুষের প্রতি হৃদয়হীন কাজের দিক দিয়ে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

পৃথিবীর সব মানুষই সমান। প্রত্যেক মানুষের কিছু মৌলিক অধিকার রয়েছে। মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত থেকে শুরু করে শ্রেণিবৈষম্য মানুষের মাঝে ভেদাভেদ তৈরি করেছে।

মানুষ কবিতায় মোল্লা-পুরোহিত চরিত্রের মধ্য দিয়ে মানবিকতার উল্টো চিত্রকে তুলে ধরা হয়েছে। ইবাদতের স্থান পবিত্র ও পুণ্যময়। এই পবিত্র স্থানে ভালো মানুষের সমাবেশ ঘটে এটাই মানুষের চিরায়ত কামনা। কিন্তু মানুষ' কবিতায় কাজী নজরুল ইসলাম মোল্লা- পুরোহিতদের ধর্মের স্থানে অমানবিক কাজের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন। মোল্লা-পুরোহিতরা নিরন্ন অসহায়কে সামর্থ্য থাকার পরও অন্ন দান করে না। উদ্দীপকের মোল্লা-পুরোহিতদের মনোভাবের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ঈদের আনন্দে নিজে আত্মহারা হলেও পেটের ক্ষুধায় কেঁদে মরা রহিমুদ্দির মার দিকে তার কোনো খেয়াল নেই। এই হৃদয়হীন মানবিকতার জন্য উদ্দীপক ও কবিতা মোল্লা-পুরোহিতরা একই চরিত্রের ধারক।

ঘ) উদ্দীপকের রহিমুদ্দির মা' 'মানুষ' কবিতার বঞ্চীতদের যথার্থ প্রতিনিধি হয়ে উঠতে পেরেছে কি? তোমার মতামতের সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন কর।

সকলে বৈষম্যপূর্ণ সমাজ বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে উদ্দীপকের 'রহিমুদ্দির মা মানুষ কবিতার বঞ্চীতদের যথার্থ প্রতিনিধি হয়ে উঠতে পেরেছে।

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। আবার এই মানুষই অনেক সময় এমন নিষ্ঠুর ও অমানবিক আচরণ করে, যা তাদের মনুষ্যতবকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

মানুষ' কবিতায় কবি দেখিয়েছেন কীভাবে মন্দিরের পুরোহিত কিংবা মসজিদের মোল্লা সাধারণ মানুষের বিশ্বাসের সুযোগে নিজেদের আখের গুছিয়ে নেয়। মানুষ কবিতায় এক ক্ষুধার্তকে দেখা যায়, যে সাতদিন যাবৎ অনাহারী। ক্ষুধার তীব্র জ্বালায় সে মোল্লা, পূজারীদের দ্বারে দ্বারে ঘোরে। তাদের নিকট পর্যাপ্ত খাবার থাকার পরও তারা সেই ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে খাবার দেয় না। এই ক্ষুধার্ত ব্যক্তি যেমন বঞ্চনার শিকার হয়েছে উদ্দীপকের রহিমুদ্দির 'মা'। পেটের জ্বালা রহিমুদ্দির মাকে তাড়িত করে নিজের দায় এড়িয়ে আত্ম-আনন্দে মেতে ওঠে।

দীপকের 'রহিমুদ্দির মা' প্রকৃতপক্ষে বণঞ্চনার শিকার হয়েছে। আর কবিতার ভুখারি ইবাদতের স্থানে গিয়ে বঞ্চনার শিকার হয়েছে। কেননা ধর্মের স্থান আজ আর মানুষের জন্য উন্মুক্ত নেই, তা আজ ভণ্ড ধার্মিকদের অধিকারে। সমাজের ভন্ড, স্বার্থপর শ্রেণির কাছে বারবার বঞ্চনার শিকার হচ্ছে ভুখারি আর 'রহিমুদ্দির মা'। এভাবে বঞ্চনার দিক দিয়ে তারা একই সূত্রে গাঁথা।

বহিপীর

বৃদ্ধ কাশেম আলির নিঃসন্তান স্ত্রী বিশ বছর আগে মারা গেছেন। সন্তান না থাকায় এ দীর্ঘ সময় কাশেম আলি নিঃসঙ্গভাবে কাটিয়েছেন। দ্বিতীয় বিয়ে করেননি। এ বৃদ্ধ বয়সে এখন তার একজন সঙ্গীর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। তিনি চল্লিশ বছর বয়সি এক দরিদ্র বিধবাকে বিয়ে করেন। এতে বৃদ্ধ কাশেম আলির নিঃসঙ্গতা দূর হয়। সেই সাথে দরিদ্র বিধবারও ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা হয়।

রাজশাহী বোর্ড-২০১৭

ক. হাতেম আলির বাল্যবন্ধুর নাম কী?

খ. তাহেরা বাড়ি থেকে পালিয়েছিল কেন?

গ. উদ্দীপকের কাশেম আলি এবং 'বহিপীর' নাটকের বহিপীর উভয়ের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করো।

ঘ. উদ্দীপকের কাশেম আলির দৃষ্টিভঙ্গির সাথে 'বহিপীর' নাটকের বহিপীরের দৃষ্টিভঙ্গির কোনো পার্থক্য আছে বলে কি তুমি মনে করো? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

উত্তর

ক. হাতেম আলির বাল্যবন্ধুর নাম কী?

হাতেম আলির বাল্যবন্ধুর নাম আনোয়ার উদ্দিন।

খ. তাহেরা বাড়ি থেকে পালিয়েছিল কেন?

নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে বৃদ্ধ পীরের সাথে বিয়ে দেওয়ার কারণে তাহেরা বাড়ি থেকে পালিয়েছিল ।

তাহেরা 'বহিপীর' নাটকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। তার কুসংস্কারাচ্ছন্ন বাবা ও সৎমা তাকে বৃদ্ধ পীরের সাথে বিয়ে দিলে সে তা মেনে নিতে পারে না। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাবার আশায় সে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। মূলত অসম বিয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতেই তাহেরা বাড়ি থেকে পালিয়েছিল।

গ. উদ্দীপকের কাশেম আলি এবং 'বহিপীর' নাটকের বহিপীর উভয়ের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করো।

উদ্দীপকের বৃদ্ধ কাশেম আলি চল্লিশ বছর বয়সি এক দরিদ্র বিধবাকে বিয়ে করলেও 'বহিপীর' নাটকের বৃদ্ধ পীর বিয়ে করেছিল একটি অল্পবয়সি মেয়েকে।

'বহিপীর' নাটকের বহিপীরের প্রথম স্ত্রী মারা যায় চৌদ্দ বছর আগে। তার সাথে বিয়ে হয় মুরিদের কন্যা তাহেরার। সে এই অসম বিয়ে মেনে নেয় না। এ কারণে সে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। বহিপীর তার সন্ধানে বের হয়। সন্ধান পাওয়ার পর তাহেরা জমিদারপুত্র হাশেমের হাত ধরে নতুন জীবনের সন্ধানে রওনা দিলে বহিপীর বাস্তবতা মেনে নেয়।

উদ্দীপকের বৃদ্ধ কাশেম আলির স্ত্রী মারা যায় বিশ বছর আগে। বৃদ্ধবয়সে সঙ্গীর অভাববোধ হলে চল্লিশ বছর বয়সি এক দরিদ্র বিধবাকে বিয়ে করেন তিনি। এতে যেমন কাশেম আলির নিঃসঙ্গতা দূর হয়, তেমনি দরিদ্র বিধবারও ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা হয়। এভাবে উদ্দীপকের বৃদ্ধ কাশেম আলি এবং বহিপীরের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করে বলা যায়, উভয়ের মাঝে মিলের চেয়ে অমিলের দিকই বেশি। দৃষ্টিভঙ্গি এবং পরিণতি উভয়ক্ষেত্রেই অমিল পরিলক্ষিত হয় ।

ঘ. উদ্দীপকের কাশেম আলির দৃষ্টিভঙ্গির সাথে 'বহিপীর' নাটকের বহিপীরের দৃষ্টিভঙ্গির কোনো পার্থক্য আছে বলে কি তুমি মনে করো? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

উদ্দীপকের কাশেম আলির দৃষ্টিভঙ্গির সাথে 'বহিপীর' নাটকের বহিপীরের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য আছে বলে আমি মনে করি ।

'বহিপীর' নাটকের বহিপীর বিয়ে করেছিল তারই এক মুরিদের অল্পবয়সি মেয়েকে। মেয়েটির বয়স অনেক কম বলে বিয়েটি ছিল অসম। তাছাড়া বিয়েতে মেয়েটির মতও ছিল না। এর পরিণতিও বহিপীরকে ভোগ করতে হয়েছে। নতুন দিনের প্রতীক এ বালিকাটি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। সে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। তখন পীর সাহেব তাকে পাওয়ার জন্য নানা কূটকৌশলের আশ্রয় নেয় ।

উদ্দীপকের কাশেম আলি বিয়ে করেছিলেন এক চল্লিশ বছর বয়সি বিধবা মহিলাকে। মূলত নিঃসঙ্গতার কারণেই তিনি এই বিয়ে করেছিলেন। এতে কাশেম আলির ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ এর ফলে যেমন কাশেম আলির নিঃসঙ্গতা দূর হয়, তেমনি বিধবা মহিলাটিরও ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে বলা যায়, উদ্দীপকের কাশেম আলির মাঝে কোনো নেতিবাচক দিকের প্রকাশ ঘটেনি, যা ঘটেছে 'বহিপীর' নাটকের পীর সাহেবের মাঝে। বহিপীর নাটকে পীরসাহেব অল্পবয়সি একটি মেয়েকে তার অমতে বিয়ে করেছে। আবার সে পালিয়ে গেলে তাকে পাওয়ার জন্য নানা কূটকৌশলের আশ্রয় নিয়েছে। এসব দিক বিবেচনায় বহিপীরকে ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বলা যায় না। সুতরাং কাশেম আলির দৃষ্টিভঙ্গির সাথে 'বহিপীর' নাটকের বহিপীরের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য রয়েছে।

COMILLA BOARD

বই পড়া

দাদু বললেন, "টেমস নদীর সুড়ঙ্গ অতি মনোহর
উপরে জাহাজ ভাসে নিচে চলে নর।"

নবম শ্রেণির ছাত্রী হীরা দাদুর মুখে লন্ডন শহর, টেমস্ নদীর পানির মধ্য দিয়ে সুড়ঙ্গ পথ, ব্রিটিশ মিউজিয়ামসহ বিভিন্ন বর্ণনা শুনে অভিভূত। অথচ দাদু দেশের বাইরে না গিয়েও শুধু বই পড়েই সারা বিশ্বকে চিনেছেন। দাদুর উৎসাহে হীরা এখন পাবলিক লাইব্রেরির নিয়মিত পাঠক। [কুমিল্লা বোর্ড '১৭]

ক) প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যিক ছদ্মনাম কী?

খ) স্কুল কলেজের শিক্ষাকে বিদ্যা গেলানোর সাথে তুলনা করা হয়েছে কেন?

গ) উদ্দীপকের হীরা কোন দিক থেকে 'বই পড়া' প্রবন্ধ রচয়িতার প্রত্যাশিত মানুষ? ব্যাখ্যা করো।

ঘ) 'দাদু একজন স্বশিক্ষিত মানুষ'— বই পড়া প্রবন্ধের আলোকে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো।

উত্তর

ক) প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যিক ছদ্মনাম কী?

প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যিক ছদ্মনাম বীরবল।

খ) স্কুল কলেজের শিক্ষাকে বিদ্যা গেলানোর সাথে তুলনা করা হয়েছে কেন?

শিক্ষার মাধ্যমে আমাদের মানবিক বিকাশের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হয় না বলে স্কুল-কলেজের শিক্ষাকে বিদ্যা গেলানোর সাথে তুলনা করা হয়েছে। কারণ এতে শুধুমাত্র আমরা মুখস্ত বিদ্যায় পারদর্শী হচ্ছি প্রকৃত রূপে শিক্ষিত হতে পারছিনা।

শিক্ষা মানুষের আত্মাকে উদ্বোধিত করে, মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত করে। কিন্তু বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় সে সুযোগ এখন আর নেই। বর্তমান স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের দেওয়া নোট মুখস্থ করে পরীক্ষার খাতায় তা উগরে দেয়। তাই স্কুল-কলেজের শিক্ষাকে প্রাবন্ধিক বিদ্যা গেলানোর সাথে তুলনা করা হয়েছে। কেননা এতে করে কোন প্রকৃত শিক্ষা শিক্ষার্থীরা অর্জন করতে পারে না। শুধু নাম মাত্র কিছু সার্টিফিকেট অর্জন করে।

গ) উদ্দীপকে আবিদের এ দৃষ্টিভঙ্গি 'বই পড়া প্রবন্ধের কোন দিকটির ইঙ্গিত বহন করে? ব্যাখ্যা করো।

উদ্দীপকে আবিদের দৃষ্টিভক্তি 'বই পড়া' প্রবন্ধের পাঠাগার প্রতিষ্ঠার চেতনার দিকটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

যেকোনো মানুষের অর্থনৈতিক কিংবা মানবিক যেকোনো উন্নতির জন্য প্রয়োজন জ্ঞানার্জন। আর জ্ঞান লাভের জন্য প্রতিনিয়ত বই পড়া আবশ্যক। তারাই প্রকৃত অর্থে উন্নতি লাভ করে যারা স্কুলের বাইরে নিজস্ব উদ্যোগে শিক্ষা অর্জন করে। 'বই পড়া' প্রবন্ধে যে বিষয়টির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে তা হল বই সংগ্রহ ও সংরক্ষণে এবং জ্ঞান বিতরণের একমাত্র উপায় লাইব্রেরি গড়ে তোলার প্রতি। লাইব্রেরি অনেকটা হাসপাতালের মতো, অনেকক্ষেত্রে হাসপাতালে থেকেও সর্ব উৎকৃষ্ট স্থান। বই মনকে পরিচর্যা করে। সে কারণে স্কুল-কলেজের চেয়ে লেখক লাইব্রেরিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। সুশিক্ষিত হওয়ার জন্য স্বশিক্ষিত হতে হবে। আর এজন্য লাইব্রেরি আমাদের একমাত্র ভরসা। কোনো স্কুল-কলেজ সে শিক্ষা দিতে পারে না সেই শিক্ষা আমরা শুধুমাত্র লাইব্রেরি বা পাঠাগার থেকে পেয়ে থাকি।

লাইব্রেরির যে গুরুত্ব প্রবন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে তার যথার্থতা আবিদের চেতনাকে সমৃদ্ধ করে। লাইব্রেরিতে জ্ঞান-অর্জন না করে যে অন্ধতা তার অন্তরে ছিল তা দূর হয় বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে বিভিন্ন বই পড়ে। পাঠ্যপুস্তকের আবদ্ধতা ভেঙে আবিদ স্বশিক্ষিত হওয়ার ক্ষেত্রে লাইব্রেরির গুরুত্ব নিজের মানবিক ও চারিত্রিক বিকাশের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা অনুধাবন করতে পারে। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের বই আবিদের মনের জানালা খোলার নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। তাই লাইব্রেরির গুরুত্ব সম্পর্কে আবিদের দৃষ্টিভঙ্গি ও 'বই পড়া' প্রবন্ধের দৃষ্টিভঙ্গি একে অপরের পরিপূরক।

ঘ) 'দাদু একজন স্বশিক্ষিত মানুষ'— 'বই পড়া' প্রবন্ধের আলোকে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো।

বই পড়া প্রবন্ধে প্রাবন্ধিকের মতে একজন স্বশিক্ষিত মানুষের মধ্যে যে সকল বৈশিষ্ট্য গুলো নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে সেই বৈশিষ্ট্যগুলোর আলোকে উদ্দীপকের দাদু একজন শিক্ষিত ব্যক্তি।
বই পড়া প্রবন্ধের মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি যে একজন সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত। এই গুণাবলী শুধুমাত্র বই পড়ার মাধ্যমে নিজের মধ্যে আত্মস্থ করা সম্ভব। বই পড়ার মাধ্যমে মননশীলতার উৎকর্ষ সাধিত হয়, যা উত্তম গুণাবলি অর্জনে প্রেরণা যোগায় আমাদের জীবনের সঠিক পন্থা চয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।
'বই পড়া' প্রবন্ধে যথার্থ শিক্ষিত হওয়ার জন্য মনের প্রসার মানবিক গুণাবলির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তার জন্য বই পড়ার অভ্যাস বাড়াতে হবে। অপরদিকে স্বশিক্ষিত বলতে যিনি স্ব-উদ্যোগে যথার্থ শিক্ষা লাভ। করেছেন, এমন ব্যক্তিকে বোঝায়। এক্ষেত্রে উদ্দীপকের দাদু স্ব-উদ্যোগে যে জ্ঞান আহরণ করেছেন সেদিক থেকে প্রাবন্ধিক এর ব্যাখ্যা অনুসারে দাদু স্বশিক্ষিত মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

উদ্দীপকের দাদু দেশের বাইরে না গিয়েও লন্ডন শহর, টেমস নদী, ব্রিটিশ মিউজিয়াম সহ সারা বিশ্বকে চিনেছেন শুধু বই পড়ে। অর্থাৎ দাদুর জ্ঞান আহরণের মূল নিয়ামক হিসেবে বই-এর সহায়তা নিয়েছেন। বই পড়া প্রবন্ধেও বলা হয়েছে যে ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে শিক্ষিত বা সুশিক্ষিত তিনি, যে নিজেই স্বশিক্ষিত। উদ্দীপকের দাদু প্রাবন্ধিকের বক্তব্যের নয় নিজ চেষ্টা ও প্রয়াস এর জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে নিজেই স্বশিক্ষিত হয়ে নিজেকে তৈরি করেছেন আর তাই প্রশ্নে উল্লেখিত বক্তব্যটি সঠিক এবং যথার্থ। ।

কপোতাক্ষ-নদ

"আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে- এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়- হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে;
হয়তো ভোরে কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঠাল-ছায়ায়।

[কুমিল্লা বোর্ড '১৭]

ক. মাইকেল মধুসূদন দত্ত কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?

খ, 'কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে'- চরণে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?

গ. উদ্দীপকে 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার যে দিক প্রকাশ পেয়েছে, তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে 'কপোতাক্ষ নদ কবিতার সমগ্রভাব প্রকাশ পেয়েছে কি? তোমার যুক্তিনির্ভর মতামত দাও।

উত্তর

ক) মাইকেল মধুসূদন দত্ত কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দ জন্মগ্রহণ করেন।

খ) 'কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে'- চরণে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?

শৈশবে বেড়ে ওঠা যে নদের স্নেহের ডোরে, মাতৃভূমির ক্রোড়বিচ্যুত কবির স্নেহের তৃষ্ণা সে নদের জল ভিন্ন অন্য কোথাও মেটে না- এ সত্যই কবি বুঝিয়েছেন উক্ত চরণে।

কপোতাক্ষ নদ ছিল কবির খেলার সাথি। কিন্তু আজ তা কবির সুদূর অতীতের স্মৃতিমাত্র। তাই কবি তাঁর প্রিয় নদকে ভুলতে পারছেন না। কবি বহু নদ-নদী দেখেছেন, বহু নদীর পানি পান করেছেন, কিন্তু কোনো নদীই তাঁর সেই অতৃপ্ত স্নেহের তৃষ্ণা মেটাতে পারেনি। তাই কবির এ উক্তি বলেছেন।

গ) উদ্দীপকে 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার যে দিক প্রকাশ পেয়েছে, তা ব্যাখ্যা কর।

উদ্দীপকে 'কপোতাক্ষ নদ কবিতার দেশপ্রেমের দিকটিই প্রকাশ পেয়েছে।

দেশের প্রতি ভালোবাসা ও অনুভূতি সবার হৃদয়ের মধ্যে আলোড়িত হয়। স্বদেশের প্রতি প্রখর ভালোবাসার কারণে নিজের অস্তিত্ব ও দেশ একাকার হয়ে মানব জীবনে ধরা দেয়।

কপোতাক্ষ নদ কবিতায় কবির স্মৃতিকাতরতার আবরণে তাঁর অত্যুজ্জ্বল দেশপ্রেম প্রকাশিত হয়েছে। কবি ফ্রান্সে অবস্থানকালে তাঁর শৈশবের স্মৃতিবিজড়িত কপোতাক্ষ নদের স্মৃতিচারণ করেছেন। কবিতায় স্মৃতির অন্তরালে মূলত দেশপ্রেমের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটেছে। কপোতাক্ষ নদ কবিতায় দেশপ্রেমের এই দিকটি উদ্দীপকেও উন্মোচিত হয়েছে। উদ্দীপকের কবি প্রবল দেশপ্রেমের কারণে মৃত্যুর পরে আবার ফিরে আসতে চান এই দেশে। দেশের রূপ-রস, স্বাদ-গন্ধ, প্রকৃতির মাঝে দেশকে ভালোবেসে বেঁচে থাকতে চান সারাজীবন।
তাই দেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশের দিক দিয়ে উদ্দীপকের কবি ও 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার কবির অভিব্যক্তি এক ও অভিন্ন।

ঘ) উদ্দীপকে 'কপোতাক্ষ' নদ কবিতার সমগ্রভাব প্রকাশ পেয়েছে কি? তোমার যুক্তিনির্ভর মতামত দাও।

উদ্দীপকে শুধু দেশপ্রেমের দিকটি বিদ্যমান থাকায় উদ্দীপকে 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার সমগ্র ভাব প্রকাশ পায়নি।
শৈশবের স্মৃতি চির অম্লান। দুনিয়ার যেকোনো প্রান্তে মানুষ অবস্থান করুক না কেন তার শৈশবের স্মৃতি তার কাছে অমৃত সমান।
'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় কবিতায় গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া কপোতাক্ষ নদের জন্য হৃদয়ের কাতরতা প্রকাশ করেছেন। এ নদের তীরেই কবি শৈশব কাটিয়েছেন। স্মৃতিকাতর কবি প্রবাসজীবনে তাই নদীর কাছে সবিনয় মিনতি জানিয়েছেন বন্ধু ভাবে তাকে তিনি যেরূপ স্মরণ করেন, কপোতাক্ষ যেন এইভাবে স্মরণ করে। এই স্মৃতিকাতরতার মধ্যে কবির যে দেশপ্রেম প্রকাশ ঘটেছে তা উদ্দীপকে প্রকাশিত দেশপ্রেমের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হলেও প্রেক্ষাপট ভিন্ন।

উদ্দীপকের কবি বাংলাকে ভালোবেসেছেন হৃদয় দিয়ে। তাই তিনি মৃত্যুর পরে আবার ফিরে আসতে চান এই বাংলায়। যে কোন রূপে, যেকোনো ভাবে কবি ফিরে আসবে এই বাংলায়, সেই অভিলাষ ব্যক্ত করেছেন উদ্দীপকে। অন্যদিকে 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় কবি মায়ের স্নেহ ডোরে বাঁধা নদকে থেকে কিছুতেই ভুলতে পারেন না। তাই কবি প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন কপোতাক্ষ নদ যেন তার স্বদেশের জন্য হৃদয় কাতরতা বঙ্গবাসীর নিকট ব্যক্ত করেন। এখানে উদ্দীপক ও 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার মূলভাব ভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়।

মমতাদি

বারে বছরের মাতৃহীন মিনা বাবাকে সহযোগিতা করার জন্য একটি বাসায় গৃহকর্মীর কাজ নেয়। গৃহকর্ত্রী তার ছোট মেয়েটিকে শেখালেন মিনাকে মিনা ফুফু বলে ডাকতে। গুহকর্ত্রীর স্নেহে মিনা যেন তার মাকেই ফিরে পেল। মিনার বাবা একদিন তাকে নিতে এলে মিনা কান্নাজুড়ে দিল এবং বলল, এই বাড়ি ছাইড়া আমি কোনোখানে যামু না।

[কুমিল্লা বোর্ড '১৭]

ক) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আসল নাম কী?

খ) 'বেশি আস্কারা দিওনা, জ্বালিয়ে মারবে।'- মা কাকে, কেন একথা বললেন?

গ) উদ্দীপকের মিনা 'মমতাদি গল্পের কোন চরিত্রের প্রতিচ্ছবি?- ব্যাখ্যা কর।

ঘ) উদ্দীপকের গৃহকর্ত্রী কি মমতাদি গল্পের লেখকের মায়ের প্রতিনিধিত্ব করে? তোমার যৌক্তিক মতামত দাও।

উত্তর

ক) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আসল নাম কী?

মানিক বন্দোপাধ্যায়ের আসল নাম প্রবোধ কুমার বন্দোপাধ্যায়।

খ) বেশি আস্কারা দিওনা, জ্বালিয়ে মারবে।- মা কাকে, কেন একথা বললেন?

'বেশি আস্কারা দিও না, জ্বালিয়ে মারবে- মা মমতাদিকে গল্প কথকের দুরন্তপনা ও চঞ্চলতার কারণে একথা বললেন।

মমতাদি গল্পের কথক সয়ং লেখক। গল্পের কথক ছেলেবেলায় খুব দুরন্ত আর চঞ্চল ছিলেন। তিনি সারাদিন কথা বলতে পারতেন। মমতাদির সাথে তার ভালো ভাব হয়। তাই গল্প কথকের মা কথকের দুরন্তপনা ও চঞ্চলতার কারণে মমতাদিকে বেশি আস্কারা দিতে নিষেধ করেন।

গ) উদ্দীপকের মিনা 'মমতাদি গল্পের কোন চরিত্রের প্রতিচ্ছবি?- ব্যাখ্যা কর।

উদ্দীপকের মিনা মমতাদি গল্পের মমতাদি চরিত্রের প্রতিচ্ছবি।

আন্তরিকতা নামক আত্মিক গুণের কারণে মানুষের সাথে মানুষের সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে, মানুষ মায়া-মমতা ও ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

মমতাদি গল্পের মমতাদি সংসারের অভাবের কারণে অপরের বাড়িতে গৃহকর্মীর কাজ নেয়। অন্যের বাসায় কাজ করলেও মমতাদি নিজের আত্মমর্যাদাবোধের পাশাপাশি সসম্মানে কাজ করার সুযোগ পায় মমতাদি গল্পের স্কুলগড়ুয়া ছেলেটি ও তার মা মমতাদিকে গৃহকর্মী মনে না করে নিজের পরিবারের সদস্যেরদের মতই ভালোবাসার বাঁধনে আবদ্ধ করে। কর্মস্থলে মমতাদির প্রতি যে মায়া-মমতা, বিশ্বাস প্রদর্শন করা হয়, তাতে মমতাদি অভিভূত হয়ে সানন্দে নিজ পরিবারের মতোই কাজ করতে থাকে।

এদিক দিয়ে উদ্দীপকের মিনা মূল মমতাদির চরিত্রকেই ধারণ করে আছে। মাতৃহীন মিনা গৃহকর্মীর কাজ নিলেও গৃহকর্ত্রী মিনার সাথে সৌহার্দপূর্ণ আচরণ করে। গৃহকর্রীর স্নেহে মিনা যেন তার হারানো মাকেই ফিরে পায়। তাই মমতাদি গল্পের মমতাদি ও উদ্দীপকের মিনা গৃহকর্মীর যে সম্মান, স্নেহ, মায়া-মমতা, ভালোবাসা পেয়েছে তা একে অপরের পরিপূরক।

ঘ) উদ্দীপকের গৃহকর্ত্রী কি মমতাদি গল্পের লেখকের মায়ের প্রতিনিধিত্ব করে? তোমার যৌক্তিক মতামত দাও।

গৃহকর্মীর সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের দিক দিয়ে উদ্দীপকের গৃহকর্ত্রী 'মমতাদি' গল্পের লেখকের মায়ের প্রতিনিধিত্ব করে।

গৃহকর্মী বা শ্রমজীবী মানুষও আর দশজনের মতো মমত্ববোধ ও সম্মান প্রত্যাশা করে। তাদের প্রাপ্য মর্যাদা দেওয়া নৈতিকার অংশ। মমতাদি গল্পের লেখকের মা শক্তিশালী মানবিকতাবোধ সম্পন্ন চরিত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। মমতাদি গল্পের কথক স্বয়ং লেখক। লেখকের বাড়িতে মমতাদি গৃহকর্মীর কাজ নেয়। লেখকের মা মমতাদির প্রতি সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের দুয়ার উন্মোচন করে। প্রত্যাশার চেয়ে বেশি বেতনসহ মমতাদির প্রতি মায়া-মমতা, স্নেহ-ভালোবাসার কোনো কমতি করেনি লেখকের মা। মায়ের কারণে লেখক মমতাদির কাছে ছোট ভাইয়ের মর্যাদা লাভ করে। এদিক দিয়ে উদ্দীপকের গৃহকর্ত্রী ও লেখকের মায়ের চরিত্র সাদৃশ্যপূর্ণ।

উদ্দীপকে গৃহকর্তী মা হারানো মিনাকে প্রাপ্য মর্যাদা দিয়ে সন্তানকে আসনে অধিষ্ঠিত করে। গৃহকর্ত্রী তার ছোট মেয়ের সাথে মিনার সম্পর্কের মেলবন্ধন তৈরি করে। মিনা ফিরে পায় তারা হারিয়ে যাও আমাকে। অপরদিকে 'মমতাদি' গল্পের সম্মান ও সহমর্মিতা নিয়ে মমতাদির পাশে দাঁড়ায় লেখক ও তার পরিবার। এদিক দিয়ে উদ্দীপকের গৃহকর্তী 'মমতাদি' গল্পের লেখক এর মায়ের যথার্থ প্রতিনিধিত্ব করে।

মানুষ মুহম্মদ (স.)

বৃদ্ধ রজব আলির বাড়ির চাকর শহিদুল। একদিন মনিবের টাকা চুরি করে সে ছেলেকে বিদেশে পাঠায়। রজব আলির মৃত্যুশয্যায় শহিদুল অনুতপ্ত হয়ে তাঁর নিকট সব কথা খুলে বললে রজব আলি শহিদুলকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেন, তুমি তোমার ভুল বুঝতে পেরেছ, এতেই আমি খুশি। [কুমিল্লা বোর্ড '১৭]

ক. 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' রচনাটি কোন গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?

খ. 'মানুষের একজন হইয়াও মুহম্মদ (স.) দুর্লভ'—কথাটি বুঝিয়ে লেখো।

গ. উদ্দীপকের রজব আলি চরিত্রে 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধে উল্লিখিত মহানবি (স.)-এর কোন গুণটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকে ফুটে ওঠা গুণটির বাইরে মহানবি (স.)-এর আরও গুণের সমাবেশ পঠিত প্রবন্ধে রয়েছে— বক্তব্যটি মূল্যায়ন করো।

উত্তর

ক. 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' রচনাটি কোন গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?

'মানুষ মুহম্মদ (স.)' রচনাটি মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর 'মরু ভাস্কর' গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

খ. 'মানুষের একজন হইয়াও মুহম্মদ (স.) দুর্লভ'—কথাটি বুঝিয়ে লেখো।

অনন্য মানবিক গুণাবলির কারণে হযরত মুহম্মদ (স.) ছিলেন দুর্লভ।

হযরত মুহম্মদ (স.) ছিলেন অত্যন্ত সহনশীল এবং নিরহংকারী একজন মানুষ। অত্যাচারীকে তিনি কখনো অভিশাপ দেননি। বংশগৌরব এক মুহূর্তের জন্যেও তার মাঝে স্থান পায়নি। উদারতার ক্ষেত্রে তাঁর জুড়ি নেই। সত্য সাধনায় তিনি ছিলেন বজ্রের মতো কঠিন, পর্বতের মতো অটল; অথচ করুণায় ছিলেন কুসুমকোমল। এককথায় বলা যায় ত্যাগ, প্রেম, সাধুতা, সৌজন্য, ক্ষমা, সাহস, অনুগ্রহ, আত্মবিশ্বাস, চারিত্রিক সৌন্দর্য এসব মানবিক দিকের সমাহার মানুষের মাঝে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তাই তিনি মানুষের একজন হয়েও দুর্লভ।

গ. উদ্দীপকের রজব আলি চরিত্রে 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধে উল্লিখিত মহানবি (স.)-এর কোন গুণটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো।

'উদ্দীপকের রজব আলির চরিত্রে মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধে উল্লিখিত মহানবি (স.)-এর ক্ষমাশীলতার গুণটি ফুটে উঠেছে।

'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধে হযরত মুহম্মদ (স.)-এর চরিত্রের মানবিক গুণাবলি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। মানুষের পক্ষে যা আচরণীয়, তিনি তারই আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। তাঁর চরিত্রে একাধারে ক্ষমাশীলতা, সহনশীলতা, সততা, নিষ্ঠা, ত্যাগ প্রভৃতি মহৎ গুণের সমাবেশ ঘটেছিল। আলোচ্য উদ্দীপকের ঘটনায় তাঁর চরিত্রের বিশেষ একটি দিক লক্ষিত হয়।

উদ্দীপকে বৃদ্ধ রজব আলির বাড়ির চাকর শহিদুল। ছেলেকে বিদেশ পাঠানোর জন্য সে তার মনিবের টাকা চুরি করে। অবশেষে রজব আলি মৃত্যুশয্যায় পতিত হলে শহিদুল চুরির বিষয়টি মনে করে অনুতপ্ত হয় এবং তাকে সব কথা খুলে বলে। উদারচিত্তের রজব আলি সব শুনে শহিদুলকে ক্ষমা করে দেন। আলোচ্য 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' রচনায়ও হযরত মুহম্মদ (স.)-এর ক্ষমাশীলতার অনন্য উদাহরণ দেওয়া হয়েছে।

ইসলামের বাণী প্রচার করতে গিয়ে তিনি শত্রুর প্রস্তরাঘাতে আহত হয়েছেন, তাঁর শরীরের রক্ত পাদুকায় গিয়ে জমাট বেঁধেছে। প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি তা না করে তাদের ক্ষমা করেছেন, তাদের মুক্তির জন্য প্রার্থনা করেছেন। সে বিবেচনায় উদ্দীপকের রজব আলির চরিত্রে মহানবির ক্ষমাশীলতার গুণটিই ফুটে উঠেছে।

ঘ. উদ্দীপকে ফুটে ওঠা গুণটির বাইরে মহানবি (স.)-এর আরও গুণের সমাবেশ পঠিত প্রবন্ধে রয়েছে— বক্তব্যটি মূল্যায়ন করো।

উদ্দীপকে ফুটে ওঠা ক্ষমাশীলতার গুণটি ছাড়াও হযরত মুহম্মদ (স.)-এর চরিত্রে নানা মানবীয় গুণাবলির সমাবেশ ঘটেছে, যা আলোচ্য প্রবন্ধেরও উপজীব্য।

'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধে হযরত মুহম্মদের চারিত্রিক গুণাবলি সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। ক্ষমা, মহত্ত্ব, প্রেম, দয়া প্রভৃতি উচ্চ মানবিক গুণাবলির সমন্বয়ে তাঁর চরিত্র মধুর হয়ে উঠেছিল। অসাধারণ হয়েও তিনি ছিলেন অতি সাধারণ। তার এই নিরহংকারবোধ, নিষ্কলুষ জীবনযাত্রার দিকটি উদ্দীপকের রজব আলির চরিত্রে দেখা যায় না।

উদ্দীপকে রজব আলির কাজের লোক শহিদুল ছেলেকে বিদেশে পাঠানোর জন্য মনিবের অর্থ আত্মসাৎ করে। বৃদ্ধ রজব আলি শহিদুলকে বিশ্বাস করে এ বিষয়ে খোঁজ রাখে না। কিন্তু পরবর্তীতে রজব আলিকে মৃত্যুশয্যায় দেখে পূর্বের কথা মনে করে শহিদুল অনুতপ্ত হয়।

এ অপরাধবোধ থেকে মুক্তি পেতে রজব আলিকে সেকথা খুলে বলে। রজব আলি উদার মানসিকতার পরিচয় দিয়ে তাকে ক্ষমা করে দেন। তার ক্ষমাশীলতার এ দিকটি হযরত মুহম্মদ (স.)-এর চরিত্রেও লক্ষিত হয়।

হযরত মুহম্মদ (স.) মক্কার শ্রেষ্ঠ কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেও অহংকারবোধ করেননি। নানা প্রলোভন সত্ত্বেও তিনি সত্যের পথ থেকে এতটুকু টলেননি। ক্ষমতার মোহ এবং প্রতিপত্তিতে বিভ্রান্ত না হয়ে নিতান্ত সাধারণের মতোই জীবনযাপন করেছেন তিনি। শত্রুর নানা ষড়যন্ত্র ও আঘাতে জর্জরিত হলেও তিনি তাদের ক্ষমা করেছেন, প্রার্থনা করেছেন তাদের জন্য। বস্তুত মানুষের কল্যাণ চিন্তা দ্বারা তিনি সকলের মন জয় করেছিলেন। অর্থাৎ উদ্দীপকের রজব আলির মধ্যে হযরত মুহম্মদ (স.)-এর চরিত্রের ক্ষমাশীলতার দিকটি প্রকাশিত হলেও আলোচ্য প্রবন্ধে তাঁর চরিত্রের অন্যান্য মহৎ মানবীয় গুণাবলি উল্লিখিত হয়েছে। সে বিবেচনায় প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথাযথ।

JESSORE BOARD

আম-আঁটির ভেঁপু

বাঁধন বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান। সে ভীষণ ডানপিটে। সারাক্ষণ টো টো করে ঘুরে বেড়ানোই তার প্রধান কাজ। তাকে দেখা যায় কখনো নদীর তীরে, কখনো বনে-বাদাড়ে। কার বাগানের আনারস পেকেছে, কলা হলুদ রং ধারণ করেছে, কোন গাছের আম খেতে ভারি মিষ্টি- এ খবর বাঁধনের চেয়ে কেউ ভালো জানে না। তার উৎপাতে সবাই অতিষ্ঠ। তার বিরুদ্ধে প্রতিবেশীদের অভিযোগ, কোনো নতুন বিষয় নয়। সবকিছু মিলিয়ে তার মা সারাক্ষণ ভীষণ উদ্বিগ্ন থাকেন। [যশোর বোর্ড-'২০১৭]

ক) দুর্গার বয়স কত?

খ) 'হাবা একটা কোথাকার, যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকে।'- দুর্গা একথা বলেছিল কেন?

গ) উদ্দীপকের বাঁধনের সাথে আম-আঁটির ভেঁপু গল্পের সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্রটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ) 'উদ্দীপকটি আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের আংশিক ভাব প্রকাশ করছে, সমগ্রভাবটি আরো ব্যাপক'- যুক্তিসহ বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর

ক) দুর্গার বয়স কত?

দুর্গার বয়স 'দশ-এগারো' বছর।

খ) 'হাবা একটা কোথাকার, যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকে।'- দুর্গা একথা বলেছিল কেন?

অপু আম খাওয়ার কথা মাকে বলে দেওয়ার কারণে দুর্গা অপুকে প্রশ্নোক্ত কথাটি বলেছিল।

দুর্গা চঞ্চল প্রকৃতির মেয়ে। সে সারাদিন বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়ায়। সে কিছু কচি আম কুড়িয়ে এনে অপুকে সঙ্গে করে খেয়েছিল। এজন্য রান্নাঘর থেকে তেল ও নুন নিয়েছিল। একথা তাদের মা জানতে পারলে তাদের বকুনি দেবে। কিন্তু অপু স্বভাবসুলভ সরলতায় মাকে একথা বলে দিতে গিয়েছিল। তাই দুর্গা অপুকে প্রশ্নোক্ত কথাটি বলেছিল।

গ) উদ্দীপকের বাঁধনের সাথে আম-আঁটির ভেঁপু গল্পের সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্রটি ব্যাখ্যা কর।

উদ্দীপকের বাঁধনের সাথে 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্রটি হলো দুর্গা।

আম-আঁটির ভেপু গল্পের দুর্গা চঞ্চল স্বভাবের। সে সারাদিন বনে- বাদাড়ে ঘুরে বেড়ায়। এর-ওর বাগানের আম কুড়ানো, শুকনো রড়া ফলের বিচি কুড়িয়ে খেলনার সামগ্রী করা- এসবই তার সারাদিনের কাজ। মূলত দুর্গার সারাদিনের কর্মকাণ্ড মানুষের চিরায়ত শৈশবের ধারক। উদ্দীপকের বাঁধন গল্পের দুর্গার মতোই চঞ্চল। সে সারাদিন টো টো করে ঘুরে বেড়ায়। বনে-বাদাড়ে তার সরব পদচারণা। আর বাঁধনের এই চঞ্চলতা 'আম-আঁটির ভেপু গল্পের দুর্গার বাস্তব প্রতিফলন।

ঘ) উদ্দীপকটি আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের আংশিক ভাব প্রকাশ করছে, সমগ্রভাবটি আরো ব্যাপক- যুক্তিসহ বুঝিয়ে লেখ।

আম-আঁটির ভেপু গল্পে একটি হত-দরিদ্র পরিবারের কাহিনীর চিত্রায়ণ হলেও উদ্দীপকে তার শুধু একটি দিক দুর্গার চরিত্রের প্রতিফলন ঘটায় উদ্দীপকটি গল্পের সমগ্র ভাবের ধারক নয়।

আম-আঁটির ভেঁপু গল্পটি গ্রামীণ প্রকৃতিঘনিষ্ঠ দুই ভাইবোনের আখ্যান নিয়ে রচিত। তাদের কর্মকাণ্ড মানুষের চিরায়ত শৈশবকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। এছাড়া গল্পে সর্বজয়া চরিত্রে পল্লিমায়ের শাশৃত রূপ ফুটে উঠেছে। গল্পে দরিদ্র পরিবারের কষ্ট থাকলেও দুর্গা ও অপুর শৈশবে তা প্রধান হয়ে ওঠেনি। উদ্দীপকে বাঁধন চরিত্রের চণঞ্চলতা পরিস্ফুটিত হয়েছে। বাঁধন খুব ডানপিটে। সারাদিন সে বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়ায়। তার চঞ্চলতার কারণে প্রতিবেশীরা নানা রকম অভিযোগ পর্যন্ত করে। আর বাঁধন চরিত্রের এই চঞ্চল রূপই উদ্দীপকে প্রধান হয়ে উঠেছে। উদ্দীপকে বাঁধন চরিত্রের মাঝে গল্পের দুর্গার প্রতিরূপ লক্ষণীয় হলেও অন্যান্য দিক অনুপস্থিত। গল্পের দরিদ্র পরিবারের আখ্যান, শাশ্বত মাতৃচরিত্র সর্বজয়া, দুরন্ত অপু প্রভৃতি দিকগুলো উদ্দীপকে নেই। তাই একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, উদ্দীপকটি 'আম-আঁটির ভেঁপু গল্পের আংশিক ভাব প্রকাশ করেছে, সমগ্রভাবটি আরও ব্যাপক।

DOWNLOAD THE APP

10 MINUTE SCHOOL

উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন

দৈনিক প্রথম আলোর খবর: বিশ্ব মানচিত্রে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। আর এ উন্নয়নে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখছে পোশাকশিল্প ও বিদেশে কর্মরত অগণিত নারী-পুরুষ শ্রমিক। সূত্রমতে আট ঘণ্টার পরিবর্তে দশ-পনেরো ঘণ্টা হাড়ভাঙা খাটুনি দিয়ে পোশাক শ্রমিকরা যে বস্ত্র উৎপাদন করছে তা বিদেশে রপ্তানি করছে। আমরা প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছি। অন্যদিকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশি দরিদ্র নারী-পুরুষরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে অর্থ উপার্জন করছে, তা রেমিটেন্স হিসেবে দেশে পাঠিয়ে দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করছে। অথচ এসব শ্রমিকের জীবনমানের কোনো পরিবর্তন হয়নি। সামাজিকভাবে আজও তারা অবজ্ঞা-অবহেলার শিকার। দেশের অর্থনীতির চাকা ঘুরিয়ে দিলেও তাদের ভাগ্যের চাকা ঘুরেনি। [যশোর বোর্ড-'২০১৭]

ক) কাজী নজরুল ইসলামকে কোথায় সমাহিত করা হয়?

খ) "এমনি করিয়া এই উপেক্ষিত শক্তির বোধন কর"- বলতে লেখক কী বুঝিয়েছেন?

গ) উদ্দীপকের শ্রমিক শ্রেণি 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধের কাদের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ তা ব্যাখ্যা করো।

ঘ) উদ্দীপকের শ্রমিক শ্রেণির ভাগ্যের চাকা ঘুরাতে কাজী নজরুল ইসলামের পরামর্শ কতটা কার্যকর তা 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

উত্তর

ক) কাজী নজরুল ইসলামকে কোথায় সমাহিত করা হয়?

কাজী নজরুল ইসলামকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদ সংলগ্ন প্রাঙ্গণে সমাহিত করা হয়।

খ) "এমনি করিয়া এই উপেক্ষিত শক্তির বোধন কর"- বলতে লেখক কী বুঝিয়েছেন?

"এমনি করিয়া এই উপেক্ষিত শক্তির বোধন কর" বলতে লেখক মহাত্মা গান্ধীর মতো উপেক্ষিতদের বুকে জড়িয়ে ধরার কথা বুঝিয়েছেন।

মহাত্মা গান্ধী প্রাণ খুলে তথাকথিত ছোটলোক সম্প্রদায়ের সাথে মিশতেন। তাদের সুখ-দুখের অংশীদার হতেন। তার মাঝে কোনো জাতভেদ, ধর্মভেদ ছিল না। ফলে তার আহবানে তথাকথিত ছোটলাক সম্প্রদায় যেকোনো কাজে ছুটে আসত। আর মহাত্মা গান্ধীর মতো উপেক্ষিতদের বোধন করতে প্রশ্নোক্ত কথাটি বলা হয়েছে।

গ) উদ্দীপকের শ্রমিক শ্রেণি 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধের কাদের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ তা ব্যাখ্যা করো।

উদ্দীপকের শ্রমিকশ্রেণি 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধের তথাকথিত ছোটলোক সম্প্রদায়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধের তথাকথিত ছোটলোক সম্প্রদায় অভিজাত সম্প্রদায়ের কাছে লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার শিকার হয়। অথচ মানুষ তাদের শ্রমেই সভ্যতা গড়ে ওঠে। উপেক্ষিত সম্প্রদায় মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সভ্যতার বিনির্মাণ করলেও নামধারী ভদ্র সম্প্রদায় তা স্বীকার করতে চায় না।

উদ্দীপকের শ্রমিকশ্রেণি প্রবন্ধে বর্ণিত ছোটলোক সম্প্রদায়ের মতোই উপেক্ষিত। তারা দেশের মাটিতে হাড়ভাঙা খাটুনি করে বস্ত্র উৎপাদন করলেও কোনো মূল্যায়ন পায়নি। আবার প্রবাসীরা বিদেশে গিয়ে দেশে পরিশ্রম করে দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখলেও তাদের ভাগ্যের চাকা ঘোরে না। ফলে সমাজের কাছ থেকে উপেক্ষা ও অবমূল্যায়নের দিক থেকে উদ্দীপকের এই শ্রমিকশ্রেণি প্রবন্ধে বর্ণিত ছোটলোক সম্প্রদায়েরই প্রতিরূপ।

ঘ) উদ্দীপকের শ্রমিক শ্রেণির ভাগ্যের চাকা ঘুরাতে কাজী নজরুল ইসলামের পরামর্শ কতটা কার্যকর তা 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধে কাজী নজরুল ইসলাম যে সাম্যবাদী দেশ গড়ার পরামর্শ দিয়েছেন তা উদ্দীপকের শ্রমিকশ্রেণির ভাগ্যের চাকা ঘোরাতে যথেষ্ট কার্যকর হবে।

একটি দেশের সুখ ও সমৃদ্ধি আনয়নের ক্ষেত্রে ছোট-বড়, উঁচু-নিচু, ধর্মীয় ও জাতিগত বিভেদ দূর করা আবশ্যক। কেননা অভিজাতদের কোনো পরামর্শ বাস্তবায়ন করতে উপেক্ষিত শক্তির প্রয়োজন। আর এজন্য এই দুই শ্রেণি যদি সমাজ গঠনে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে তাহলে একটি দেশ দ্রুত উন্নয়নের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছবে। তাই কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর প্রবন্ধে ছোট-বড় বিভেদ দূর করার পরামর্শ দিয়েছেন।

উদ্দীপকে শ্রমিক শ্রেণি দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখলেও তাদের ভাগ্যের চাকা ঘোরে না। তারা প্রতিনিয়ত সামাজিকভাবে অবজ্ঞা ও অবহেলার শিকার হয়ে আসছে অথচ এগুলো তাদের প্রাপ্য নয়। কারণ তারা হাড়ভাঙা খাটুনির মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখছে। এক্ষেত্রে আমাদের প্রতিষ্ঠিত সমাজই তাদের অবহেলা করে আসছে। উদ্দীপকের এসব শ্রমিকদের ভাগ্যের চাকা ঘোরাতে সাম্যবাদী সমাজ আবশ্যক। সমাজে তাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য ধনী-গরিব, উঁচু-নিচু বিভেদ দূর করা প্রয়োজন। আর 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধে লেখক সেই পরামর্শই দিয়েছেন। লেখকের এই পরামর্শ যদি আমরা কাজে লাগাতে পারি তাহলে আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধি বিরাজ করবে।

শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব

দারিদ্র পরিবারের সন্তান ইউসুফ তাঁর দূর সম্পর্কের আত্মীয় ওয়াজের চৌধুরীর বাসায় থেকে পড়াশুনা করে। চৌধুরী সাহেবের বিশাল ব্যবসা, বিশাল আভিজাত্য। প্রত্যেক সন্তানের নামে ব্যাংকে কোটি কোটি টাকা ডিপোজিট। দামি গাড়ি ছাড়া সাধারণ কোন গাড়িতে তারা চড়েই না। বন্ধু-আড্ডা-গান-ক্লাব-পার্টি এসব নিয়ে তাদের দিনরাত্রি। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের হাত করে চৌধুরী সাহেব তার এসব ঠিক রাখেন। প্রথম প্রথম ইউসুফ এসব দেখে বিস্মিত হতো। এখন সয়ে গেছে। সে তার মত বিশ্ববিদ্যালয় আর পড়ালেখা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। চৌধুরীদের কোনকিছুই ওকে আকৃষ্ট করে না, বরং ভাবে মানুষ এমন হয় কেন? [যশোর বোর্ড-'২০১৭]

ক) "ক্ষুৎ পিপাসা"- শব্দের অর্থ কি?

খ) 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের 'ওপর থেকে টান' বলতে লেখক কি বুঝিয়েছেন?

গ) উদ্দীপকের ইউসুফের মানসিকতা আমাদের 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের কোন দিকটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ব্যাখ্যা করো।

ঘ) চৌধুরী সাহেবের মত লোকদের জন্য 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের মোতাহের হোসেন চৌধুরী কি বার্তা দিয়েছেন? বিশ্লেষণ করো।

উত্তর

ক) "ক্ষুৎ পিপাসা"- শব্দের অর্থ কি?

ক্ষুৎপিপাসা শব্দের অর্থ হলো ক্ষুধা ও তৃষ্ণা।

খ) 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের 'ওপর থেকে টান' বলতে লেখক কি বুঝিয়েছেন?

'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে 'ওপর থেকে টান' বলতে লেখক শিক্ষাকে বুঝিয়েছেন।

প্রবন্ধে লেখক মানুষের জীবনকে দোতলা ঘরের সাথে তুলনা করেছেন। এর উপরের তলায় মনুষ্যত্ব আর নিচের তলায় থাকে জীবসত্তা। মনুষ্যত্বের ঘরে যেত সাহায্য করে শিক্ষা। এই শিক্ষা ওপর থেকে মানুষকে টেনে মনুষাকে মনুষ্যত্বের ঘরে নিয়ে যায়। আর এ বিষয়টি বোঝাতেই লেখক প্রশ্নোক্ত কথাটি বলেছেন।

গ) উদ্দীপকের ইউসুফের মানসিকতা আমাদের 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের কোন দিকটি কে স্মরণ করিয়ে? দেয় ব্যাখ্যা করো।

উদ্দীপকের ইউসুফের মানসিকতা আমাদের "শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে বর্ণিত শিক্ষার আসল কাজ তথা মনুষ্যত্ববোধের দিককে স্মরণ করিয়ে দেয়।

শিক্ষার আসল কাজ হলো মনুষ্যত্ববোধ সৃষ্টি। যার মাঝে মনুষ্যত্ববোধ থাকে সে কখনো লোভের ফাঁদে ধরা দেয় না। কেননা সে জানে লাভের ফলে মানুষের আত্মিক মৃত্যু ঘটে। এতে মানুষ অনুভূতির জগতে ফতুর হয়ে পড়ে।

উদ্দীপকের ইউসুফের মাঝে আমরা মনুষ্যত্ববোধের জাগরণ দেখতে পাই। তার কাছে বিলাস-ব্যসন আর উন্মত্ততার হাতছানি থাকলেও সে তাতে সাড়া দেয় না। কেননা সে শিক্ষার মাধ্যমে বুঝতে পেরেছে যে জীবসত্তার চাহিদা পূরণই জীবনের মূল উদ্দেশ্য নয়। এক্ষেত্রে শিক্ষা ইউসুফের অন্তরের ব্যাপার হয়ে উঠেছে। মনুষ্যত্বের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার কারণেই ইউসুফ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও লোভের ফাঁদে পা বাড়ায় না।

ঘ) চৌধুরী সাহেবের মত লোকদের জন্য শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব প্রবন্ধের মোতাহের হোসেন চৌধুরী কি বার্তা দিয়েছেন? বিশ্লেষণ করো।

উদ্দীপকের চৌধুরী সাহেবের মতো লোকদের জন্য "শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে লেখক বলেছেন, তারা অর্থচন্তার নিগড়ে বন্দি। অর্থসাধনাই জীবনসাধনা নয়। শুধু অর্থের মোহে ছুটলে জীবনের উদ্দেশ্য সফল হয় না। অর্থচিন্তার নিগড় থেকে মুক্ত হতে পারলেই মানুষের মাঝে কেবল মনুষ্যত্ববোধ জাগরণ ঘটে।

উদ্দীপকের চৌধুরী সাহেবকে দেখা যায় অর্থসাধনায় মত্ত থাকতে। তার ক্ষেত্রে শিক্ষার অপ্রয়োজনের দিকটি অনুপস্থিত। অথচ শিক্ষার অপ্রয়োজনের দিকটিই শ্রেষ্ঠ দিক। এই অপ্রয়োজনের দিকটি হলো মনুষ্যত্ব। চৌধুরী সাহেবের ক্ষেত্রে এই মনুষ্যত্ববোধের কোনো লক্ষণ প্রকাশ পায় না। তার মতো মানসিকতার লোকেরা একসময় অনুভূতির জগতে ফতুর হয়ে পড়ে।

উদ্দীপকের চৌধুরী সাহেবের মতো লোকেরা মনুষ্যত্বের আহবানে সাড়া দিতে পারেনি। 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে চৌধুরী সাহেবের মতো লোকদের সম্পর্কে লেখক বলেছেন শিক্ষা তাদের বাইরের ব্যাপার। আর শিক্ষা যাদের অন্তরের ব্যাপার হয়ে উঠতে পারেনি তাদের আত্মিক মৃত্যু ঘটে। অনুভূতির জগৎ তাদের শূন্য। শিক্ষার আসল কাজ যে মনুষ্যত্ববোধ সৃষ্টি তা চৌধুরী সাহেবের মতো লোকদের ক্ষেত্রে অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়ে।

CHITTAGONG BOARD

শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব

১ জুলাই, ২০১৬ ঢাকার গুলশানে হলি আর্টিজান বেকারি এন্ড রেস্টুরেন্টে একদল শিক্ষিত বিপথগামী যুবক নৃশংস হামলা চালিয়ে দেশি-বিদেশি সহ ২২ জন মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। এটি এ দেশের ইতিহাসে একটি জঘন্যতম ঘটনা।

[চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৭]

ক) শিক্ষার শ্রেষ্ঠ দিক কোনটি?

খ) অর্থ সাধনাই জীবন সাধনা নয়- ব্যাখ্যা করো।

গ) উদ্দীপকে উল্লেখিত যুবকদের মধ্যে শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব প্রবন্ধের বর্ণিত শিক্ষার কোন দিকটি অনুপস্থিত? বর্ণনা করো।

ঘ) উদ্দীপকে উল্লেখিত ঘটনা 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের লেখকের প্রত্যাশার বিপরীত- মূল্যায়ন করো।

উত্তর

ক) শিক্ষার শ্রেষ্ঠ দিক কোনটি?

শিক্ষার অপ্রয়োজনীয় দিকই শ্রেষ্ঠ।

খ) অর্থ সাধনাই জীবন সাধনা নয়- ব্যাখ্যা করো।

জীবন কি করে উপভোগ করতে হয়, মানবিক করে তুলতে হয় তা না জানলে অর্থ সাধনা ব্যর্থ।

অর্থ সাধনের মাধ্যমে মানুষ জীবন ধারন করে বেঁচে থাকলেও তা মানুষের মনুষত্ব কে পূর্ণ করে তুলতে সম্ভবপর হয় না। তাই প্রয়োজন শিক্ষার। কেননা শিক্ষা মানুষকে শেখায় কি করে জীবনকে উপভোগ করতে হয়। জীবনের রূপ রস কে চেনা যায় একমাত্র প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে। তাই অর্থ সাধনা জীবন সাধনা নয়।

গ) উদ্দীপকে উল্লেখিত যুবকদের মধ্যে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের বর্ণিত শিক্ষার কোন দিকটি অনুপস্থিত? বর্ণনা করো।

উদ্দীপকে উল্লেখিত যুবকদের মধ্যে শিক্ষার অপ্রয়োজনীয় দিক মনুষ্যত্ব ও মূল্যবোধ সৃষ্টি অনুপস্থিত।

মানবজীবনের দুইটি সত্তা জীবনসত্তা আর মানবসত্ত্বা। শিক্ষার মাধ্যমে মানবসত্তা মানুষের মূল্যবোধ জাগ্রত করে। শিক্ষার আসল কাজ হচ্ছে মানুষকে মনুষ্যত্বের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। মানবিক মূল্যবোধের অভাবে মানুষ অমানবিক ও কাণ্ডজ্ঞানহীন কাজ করে বসে। মানব জীবনে মূল্যবোধের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে এই প্রবন্ধে।

উদ্দীপকে শিক্ষার মনুষ্যত্ববোধ ও মূল্যবোধের বিপরীত কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। গুলশানের হলি আর্টিজান বেকারি এন্ড রেস্টুরেন্টে একদল শিক্ষিত বিপথগামী যুবক নৃশংস হামলা চালিয়ে ২২ জন মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করে। ইতিহাসে এমন জঘন্যতম হত্যা ঘটনা সংঘটিত হয় শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব প্রবন্ধের আলোচিত শিক্ষার মূল্যবোধ সৃষ্টির দিকটি অনুপস্থিত থাকার কারণে। জীবন সত্তার বশীভূত হয়ে শিক্ষিত যুবকরা বিপথগামী হয়েছে।

ঘ) উদ্দীপকে উল্লেখিত ঘটনা 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের লেখকের প্রত্যাশার বিপরীত- মূল্যায়ন করো।

লেখকের প্রত্যাশা শিক্ষার মাধ্যমে মানবসত্তা মনুষ্যত্বের জাগরন ঘটানো। উদ্দীপকে লেখকের প্রত্যাশার বিপরীত শিক্ষার প্রয়োজনীয় দিক অর্থচিন্তা বা স্বার্থপরতার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

শিক্ষার দুটি দিক আছে। প্রয়োজনীয় দিক ও অপ্রয়োজনীয় দিক। প্রয়োজনীয় দিক জীবনসত্তা স্বার্থপরতা ও ভোগবাদী চিন্তা চেতনা। আরো প্রয়োজনীয় দিক মনুষ্যত্ববোধের উজ্জীবিত হয়ে জীবনকে উপভোগ করা ও অনুভূতি ও কল্পনার রস আস্বাদন করা।

উদ্দীপকের লেখকের প্রত্যাশার বিপরীত জীবনসত্তা স্বার্থপরতার দিকটি সংঘটিত হয়েছে। শিক্ষিত যুবকরা অর্থ চিন্তা বা স্বার্থপরতা নিমজ্জিত হয়ে বিপথগামী হয়ে পরেছে। তারা নির্বিচারে মানুষ হত্যা করে ইতিহাসের জঘন্যতম অপরাধ করেছে। শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব প্রবন্ধের লেখক মানবিকতা, মনুষ্যত্ববোধ ও মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছে , যা শিক্ষার শ্রেষ্ঠদিক ও অপ্রয়োজনীয় দিক।

শিক্ষার অপ্রয়োজনীয়' দিকের শ্রেষ্ঠ উপাদান মানবতা ও মূল্যবোধের বিপরীত কাজটি সংঘটিত করেছে উদ্দীপকের শিক্ষিত বিপথগামী যুবকেরা। তারা জীবন সত্তার ভোগবাদী চেতনায় নিমজ্জিত হয়ে প্রবন্ধ লেখকের প্রত্যাশার বিপরীত অপকর্ম করেছে। তাই উদ্দীপকে উল্লেখিত ঘটনা শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব প্রবন্ধের লেখকের বিপরীত- মন্তব্যটি যথার্থ।

DOWNLOAD THE APP

10 MINUTE SCHOOL

একাত্তরের দিনগুলি

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে ভয়াবহ দিনগুলোতে এদেশের অনেকেই মা মাটির সাথে চরম বেইমানি করে হানাদার পাকিস্তানিদের পক্ষ নেয়। কিন্তু এদেশের মুক্তিপাগল বীর যোদ্ধারা অন্যায়ের কাছে কোনো আপোষ করে নি। এমনকি নিজের আপন জনকে বাঁচাতেও হানাদারদের সামনে মাথা নত করেনি।

[চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৭]

ক. জেনারেল নিয়াজি কত জন সৈন্য নিয়ে আত্মসমর্পণ করে?

খ. স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী ছদ্মনাম ব্যবহার করত কেন?

গ. উদ্দীপকের মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে 'একাত্তরের দিনগুলো' রচনা শরিফ সাহেব এর সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত মুক্তিযোদ্ধাদের কার্যক্রম 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার সমগ্র ভাবকে ধারণ করে কি? যুক্তি দাও।

উত্তর

ক) জেনারেল নিয়াজি কত জন সৈন্য নিয়ে আত্মসমর্পণ করে?

জেনারেল নিয়াজী ৯০ হাজার সৈন্য নিয়ে আত্মসমর্পণ করেন।

খ) স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী ছদ্মনাম ব্যবহার করত কেন?

নিজের এবং পরিবারের নিরাপত্তার স্বার্থেই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলিতে মুক্তিযোদ্ধা ও দেশবাসীকে অনুপ্রেরণা দেওয়ার জন্য স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের নামে একটি রেডিও স্টেশন চালু করা হয়। এদেশের শিল্পী- কবি- সাহিত্যিক- আবৃত্তিকারসহ সাংস্কৃতিক অঙ্গনের অনেকেই সেখানে অংশগ্রহণ করেন। তবে তারা আসল পরিচয় না দিয়ে ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন। পাকিস্তানি সামরিক জান্তার চোখে ধুলো দিতে এবং নিরাপত্তার খাতিরে তারা ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন।

গ) উদ্দীপকের মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে 'একাত্তরের দিনগুলো' রচনা শরিফ সাহেব এর সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর।

শত্রুবাহিনী সঙ্গে আপোষ না করার দিক থেকে গল্পের শরিফ সাহেব উদ্দীপকের মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

১৯৭১ সালে এ দেশের মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল। এ যুদ্ধে মুক্তিকামী জনতা সীমাহীন নির্যাতনের শিকার হয়েও হানাদার বাহিনীর সঙ্গে আপোষ করেননি। অসংখ্য প্রিয়জন হারিয়ে ও প্রাণপণ লড়াই করে স্বদেশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছেন। এমন সত্য কাহিনী অবতারণা করা হয়েছে 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনায়।

উদ্দীপকে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে এদেশের মুক্তিপাগল বীর যোদ্ধারা হানাদারদের অন্যায়ের কাছে কোন আপোষ করেননি, এমনকি নিজেদের আপনজনদের বাঁচাতেও হানাদারদের সামনে মাথা নত করেনি। 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনায় শরীফ সাহেবেও নিজ পুত্র বীর মুক্তিযোদ্ধা রুমি কে বাঁচানোর জন্য তাদের সঙ্গে আপোষ করেননি। তাদের সামনে মাথা নত করেননি। দেশপ্রেমের জন্য নিজের আপন জনকে উৎসর্গ করার দিক থেকে উদ্দীপকের মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে 'একাত্তরের দিনগুলি' গল্পের শরীফ সাহেবের বাস্তব সাদৃশ্য ফুটে উঠেছে।

ঘ) উদ্দীপকে বর্ণিত মুক্তিযোদ্ধাদের কার্যক্রম 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার সমগ্র ভাবকে ধারণ করে কি? যুক্তি দাও।

একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধে দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপনের দিক থেকে উদ্দীপকে বর্ণিত মুক্তিযোদ্ধাদের কার্যক্রম 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার সমগ্র ভাবতে ধারণ করে।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ এদেশের মুক্তিকামী জনতার অপরিসীম দেশপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। স্বাধীনতাকে অর্জন করার জন্য বীর বাঙ্গালী সীমাহীন ত্যাগ স্বীকার করেছে। হানাদার দের অন্যায় কাজে কোনরুপ আপস করেননি। এমন চিত্র 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনায় চিত্রিত হয়েছে।

উদ্দীপকে একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধাদের কার্যক্রমের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,এদেশের মুক্তিপাগল বীর মুক্তিযোদ্ধারা হানাদার বাহিনীর চরম অন্যায় নির্যাতনের কাছে কোন রূপ করেনি। এমনকি নিজেদের আপনজনকে বাঁচাতেও হানাদারদের সামনে মাথা নত করেনি। একাত্তরের দিনগুলি রচনায় ও এমন দেশ প্রেম আত্মত্যাগের ভাবাচরণ প্রকাশিত হয়েছে। গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা নিজের জীবন বাজি রেখে শত্রুদের সঙ্গে লড়াই করেছেন।লেখিকা ও লেখিকা স্বামী নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন। এমনকি নিজের প্রাণের টুকরো ছেলে রুমিকে দেশ মুক্তির জন্য উৎসর্গ করেছেন।

একাত্তরের দিনগুলি রচনায় মুক্তিযোদ্ধাদের ও লেখিকার আত্মত্যাগের মাধ্যমে দেশপ্রেমের যে ভাবধারা পরিলক্ষিত হয়েছে, উদ্দীপকে মুক্তিযোদ্ধাদের নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমী কার্যক্রমে সেই ভাবধারারই পরিস্ফুটন হয়েছে। তাই বলা যায়,উদ্দীপকে বর্ণিত মুক্তিযোদ্ধাদের কার্যক্রম 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার সমগ্রভাবকে বাস্তবে অর্থে পুরোপুরি ধারণ করে।

মানুষ

পৃথিবীর সমুদয় নিজ পরিজন।
সন্তোষের সিংহাসনে বাস করে মন।।
আত্মার সহিত সব সমতুল্য গণে।
মাতাপিতা জ্ঞাতি ভাই ভেদ নাহি মনে। ।

[চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৭]

ক, আজারি শব্দের অর্থ কী?

খ, "ঐ মন্দির পূজারীর, হায় দেবতা, তোমার নয়।" ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে মানুষ কবিতার যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা বর্ণনা কর।

ঘ, উদ্দীপকটি মানুষ কবিতার সমগ্রভাবকে প্রকাশ করে না- মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

10 MINUTE SCHOOL

উত্তর

ক) আজারি শব্দের অর্থ কী?

আজারি শব্দের অর্থ রূগ্ন, ব্যথিত।

খ) "ঐ মন্দির পূজারীর, হায় দেবতা, তোমার নয়।" ব্যাখ্যা কর

নিজের এবং পরিবারের নিরাপত্তার স্বার্থেই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন।

মন্দির আরাধনার স্থল, যেখানে সব মানুষ আরাধনা করার অধিকার রাখে। কিন্তু মানুষ কবিতায় কাজী নজরুল ইসলাম দেখিয়েছেন আজকের দিনের ধর্মপেশাজীবীদের দৌরাত্ম্যে মন্দির কেবল পুরোহিতদের হয়ে উঠেছে। সেখানে অভুক্ত পথিকের কোনো আশ্রয় নেই। তাই অভুক্ত পথিক মন্দির থেকে বিতাড়িত হয়ে খেদ করে বলেছে- "ঐ মন্দির পূজারীর, হায় দেবতা, তোমার নয় ।"

গ) উদ্দীপকে মানুষ কবিতার যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা বর্ণনা কর।

উদ্দীপকটিতে মানুষ' কবিতার মানুষে মানুষে ভেদ-বৈষম্যহীনতার দিকটি ফুটে উঠেছে।

মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই। যে ভেদাভেদ আমরা সমাজে,রাষ্ট্রে অনুধাবন করি তা কৃত্রিম। একশ্রেণির মানুষ নিজেদের সুবিধার্থে এই কৃত্রিম জাত, গোত্র, বর্ণভেদ তৈরি করেছে।

মানুষ কবিতায় উঠে আসা প্রসঙ্গ হলো, মানুষের চেয়ে বড় কিছু নেই। এই মানুষের মাঝে নেই কোনো ভেদাভেদ দেশ- কাল- পাত্রভেদে এ মানব জাতির প্রত্যেকটি সত্তাই এক ও অভিন্ন। তারা সকলেই সকলের জ্ঞাতি। উদ্দীপকেও 'মানুষ' কবিতার এ বক্তব্যই এসেছে। পৃথিবীর সব মানুষ একে-অপরের পরিজন। সব মানুষ একই আত্মার সমতুল্য। মাতা-পিতা-ভাই এর মতা সব মানুষ এক ও অভিন্ন। মানুষে মানুষে ভেদাভেদহীনতার দিকটিই উদ্দীপক ও 'মানুষ' কবিতায় সমান্তরালভাবে ফুঠে উঠেছে।

ঘ) উদ্দীপকটি মানুষ কবিতার সমগ্রভাবকে প্রকাশ করে না- মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

'মানুষ' কবিতায় উপস্থাপিত মানবসৃষ্ট ভেদ-বৈষম্যের অমানবিক চিত্র এবং অমানবিকতার প্রতিবাদে ঐক্য ও সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার সমগ্র ভাবটি উদ্দীপকে প্রকাশিত হয়নি।

পৃথিবীতে সবকিছুর উর্ধ্বে মানুষের অবস্থান। অথচ অনেক হৃদয়হীন মানুষ নিরন্ন- অসহায়কে সামর্থ্য থাকার পরেও অন্ন দান করে না। উঁচু-নিচুর বৈষম্যনীতিতে মানুষকে ঘৃণা করে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, পৃথিবীর সব মানুষ আত্মীয়-পরিজনের মতো। কবি সব মানুষকে মাতা-পিতা-আপন ভাইয়ের মতো মনে করেন। মানুষে মানুষে কোনো ভেদ মানেন না। মানবসমাজের ভেদনীতি ও এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কোনো উচ্চারণ উদ্দীপকে নেই। 'মানুষ' কবিতায় ভেদ-বৈষম্যের মতো নিষ্ঠুর আচরণের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছে। মসজিদ-মন্দিরে সবার অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলে কবি সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার মূলভাব প্রকাশ করেছেন 'মানুষ' কবিতায়।

উদ্দীপকে ইতিবাচকভাবে মানুষে মানুষে ভেদাভেদহীনতার মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। সমাজে বিরাজিত ভেদ-বৈষম্যের মতো নেতিবাচক দিকের কোনো প্রতিবাদ এখানে উচ্চারিত হয়নি। অসাম্যের অবসানে সাম্য প্রতিষ্ঠার ভাবধারা উদ্দীপকে প্রকাশিত হয়নি বলে উদ্দীপকটি মানুষ কবিতার সমগ্রভাবকে প্রকাশ করে না। প্রশ্নোক্ত এমন মন্তব্য যথার্থ।

মানুষ

মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান
মুসলিম তার নয়নমণি হিন্দু তার প্রাণ!
এক যে আকাশ মায়ের কোলে
যেন রবি-শশী দোলে,
এক রক্ত বুকের তলে, এক সে নাড়ির টান।

[চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৭]

ক) মানুষ কবিতার উৎস কী?

খ. "ঐ মন্দির পূজারীর, হায় দেবতা, তোমার নয়।" ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে মানুষ কবিতার যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা বর্ণনা কর।

ঘ. উদ্দীপকটি মানুষ কবিতার সমগ্রভাবকে প্রকাশ করে না- মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

10 MINUTE SCHOOL

উত্তর

ক) মানুষ কবিতার উৎস কী?

মানুষ কবিতাটির উৎস 'সাম্যবাদী' কাব্যগ্রন্থ।

খ) "ঐ মন্দির পূজারীর, হায় দেবতা, তোমার নয়।" ব্যাখ্যা কর

নিজের এবং পরিবারের নিরাপত্তার স্বার্থেই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন।

মন্দির আরাধনার স্থল, যেখানে সব মানুষ আরাধনা করার অধিকার রাখে। কিন্তু মানুষ কবিতায় কাজী নজরুল ইসলাম দেখিয়েছেন আজকের দিনের ধর্মপেশাজীবীদের দৌরাত্ম্যে মন্দির কেবল পুরোহিতদের হয়ে উঠেছে। সেখানে অভুক্ত পথিকের কোনো আশ্রয় নেই। তাই অভুক্ত পথিক মন্দির থেকে বিতাড়িত হয়ে খেদ করে বলেছে- "ঐ মন্দির পূজারীর, হায় দেবতা, তোমার নয় ।"

গ) উদ্দীপকে মানুষ কবিতার যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা বর্ণনা কর।

উদ্দীপকের ভাবনার সাথে 'মানুষ' কবিতার সাম্যবাদের দিকটিতে বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

পৃথিবীতে নানা বর্ণ, ধর্ম, গোত্র থাকলেও সবকিছুর উর্ধ্বে।

উদ্দীপকে কবি সাম্যের কথা বলেছেন। তিনি মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ করেননি। তিনি হিন্দু-মুসলমানকে পাশাপাশি এক বৃন্তে দুটি ফুল হিসেবে কল্পনা করেছেন মুসলমানকে নয়নের মণি আর হিন্দুকে তিনি তার প্রাণ বলেছেন। কবি তাঁর কবিতায় হিন্দু-মুসলমান দুই জাতিকে এক আকাশের চন্দ্র, সূর্যের সাথে তুলনা করেছেন। তিনি একে অপরের প্রতি যে টান বিদ্যমান সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। মানুষ কবিতায় কবি ছোট-বড় মানুষের বিভেদ দেখিয়েছেন। কবি মানুষের প্রতি মানুষের অন্যায় দিকটি তুলে ধরেছেন যা উদ্দীপকের সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ) উদ্দীপকে মানুষ কবিতার যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা বর্ণনা কর।

মানুষের চেয়ে যে বড় কিছু হতে পারে না- এ বিষয়টিই উদ্দীপক এবং 'মানুষ' কবিতার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই। যে ভেদাভেদ আমরা অনুধাবন করি তা কৃত্রিম। 'মানুষ' কবিতায় কবি সাম্যের জয়গান গেয়েছেন। তিনি তাঁর কবিতাটিতে মানবতা ও সাম্যবাদের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন।

উদ্দীপকে কবি তাঁর অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিকাশ ঘটিয়েছেন। হিন্দু- মুসলমানের মধ্যে যে কোনো পার্থক্য হতে পারে না, তিনি সে বিষয়টি তুলে ধরেছেন। মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ হতে পারে না, মানুষের কোনো জাত নেই। মানুষের জাত একটাই। 'মানুষ' কবিতায় কবি মানুষের জয়গান করেছেন। কবি সাম্যবাদের কথাই কবিতাটিতে তুলে ধরেছেন। স্রষ্টা দেশ-কাল-পাত্র ভদে মানুষে মানুষে কোনো ভেদ করেন না। সব মানুষের সাথে তাঁর সম্পর্ক সমান।

মানুষ' কবিতায় কবি বলেছেন, মানুষের চেয়ে বড় কিছু হতে পারে না। মানবধর্মই বড় ধর্ম, অন্য ধর্ম নয়। উদ্দীপকেও সাম্য ও মানবতার কথা, বলা হয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের চেতনাই 'মানুষ' কবিতার মূল প্রতিপাদ্য।

DOWNLOAD THE APP

10 MINUTE SCHOOL

তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা

পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টিতে বাঙালির অবদান অপরিসীম । ব্রিটিশ ভারত থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ২৪ বছর ধরে অকৃতজ্ঞ পাকিস্তানি শাসকবর্গ আমাদেরকে নিষ্ঠুরভাবে শাসন করেছে---- শোষন করেছে। পরিশেষে শক্তি দিয়ে, সংগ্রাম করে অগণিত শহিদের তপ্ত খুনে অঙ্কিত হয়েছে লাল সবুজের পতাকা।

[চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৭]

ক. অধীর আগ্রহে সবাই বসে আছে কীসের প্রতীক্ষায়?

খ. জলপাই রঙের ট্যাঙ্ককে দানবের সাথে তুলনা করা হয়েছে কেন?

গ. 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতার যে ভাবটি উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে তা ব্যাখা কর।

ঘ. উদ্দীপকটি 'তোমাকে পাওয়ার জন্য, হে স্বাধীনতা' কবিতার আংশিক প্রতিফলন মাত্র---- মন্তব্যটির যথার্থতা যাচাই করো।

উত্তর

ক. অধীর আগ্রহে সবাই বসে আছে কীসের প্রতীক্ষায়?

অধীর আগ্রহে সবাই বসে আছে স্বাধীনতার প্রতীক্ষায়।

খ. জলপাই রঙের ট্যাঙ্ককে দানবের সাথে তুলনা করা হয়েছে কেন?

নির্মমতা ও ভয়াবহ ঘটনার জন্ম দিয়েছে জলপাই রঙের ট্যাঙ্ক; তাই তাকে দানবের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানি বাহিনীর অন্যতম য্যদ্ধাস্ত্র ছিল জলপাই রঙের ট্যাঙ্ক। শহরের বুকে শব্দ করে ট্যাঙ্ক এর আগমনকে কবি দানবের চিৎকারের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই ট্যাঙ্ক এর সাহায্যে পাকিস্তানি বাহিনী লণ্ডভণ্ড করেছে বাংলার জীবন ও জনপদ –রূপকথায় দৈত্য-দানবকে আমরা এ ভূমিকায় দেখি। তাই কবি জলপাই রঙের ট্যাঙ্ককে দানবের সাথে তুলনা করেছেন।

গ. 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতার যে ভাবটি উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে তা ব্যাখা কর।

'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতার স্বাধীনতা অর্জনে সংগ্রামের ভাবটি উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে।

স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার হলেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালির স্বাধীনতাকে সম্পূর্ণভাবে হরণ করেছিল। এই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ১৯৭১ সালে আপামর বাঙালি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। যুদ্ধকালে বহু নিরীহ বাঙালিকে হত্যা করএ পাকিস্তানি সৈন্যরা; কিন্তু তাতে বাঙালির মনে স্বাধীনতার আকাঙ্খা বিন্দুমাত্র নস্যাৎ হয়নি।বরং ধ্বংসের মধ্যে দাঁড়িয়েও তারা স্বাধীনতার স্বপ্নকে সমুন্নত রেখেছে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, পাকিস্তানি রাষ্ট্র সৃষ্টিতে বাঙালির অবদান অপরিসীম; কিন্তু বাঙালিরা কোনোদিনই তাদের কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতি পায়নি।বরং বাঙালির স্বাধীনতাকে হরণ করে দীর্ঘ ২৪ বছর পাকিস্তান এ জাতির ওপর শোষণকার্য চালিয়েছে।অবশেষে সংগ্রাম করে অগণিত শহিদের ত্যাগের বিনিময়ে এ রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে।উদ্দীপকের এ বিষয় পর্যালোচনায় তাই বলব, সেখানে আলোচ্য কবিতার স্বাধীনতা অর্জনে সংগ্রামের ভাবটিই ফুটে উঠেছে।

ঘ. উদ্দীপকটি 'তোমাকে পাওয়ার জন্য, হে স্বাধীনতা' কবিতার আংশিক প্রতিফলন মাত্র---- মন্তব্যটির যথার্থতা যাচাই করো।

উদ্দীপকটি 'তোমাকে পাওয়ার জন্য, হে স্বাধীনতা' কবিতার আংশিক প্রতিফলন মাত্র– মন্তব্যটি যথার্থ ।

শামসুর রাহমানের এ কবিতায় স্বাধীনতার জন্য বাঙালির ত্যাগ ও আত্মনিবেদনের কথা উঠে এসেছে। সেই সঙ্গে স্বাধীনতার প্রত্যাশায় বাঙালির স্বাপ্নিক চিন্তার প্রতিফলনও ঘতেছে এ কবিতায়।ত্যাগের সৌধে আত্মপ্রতিষ্ঠা করে বাঙালি স্বাধীনতা অর্জনে প্রত্যাগমন করেছে। তাই দগ্ধ হয়ে যাওয়া ভিটের ওপর দাঁড়িয়েও আলোকিত চোখে বৃদ্ধ দেখছে স্বাধীনতার স্বপ্ন।

উদ্দীপকের বক্তব্যে কবিতার আংশিক সত্য উদ্ভাসিত হয়েছে। সেখানে বলা হচ্ছে পাকিস্তানি রাষ্ট্র সৃষ্টিতে বাঙালির অবদান অপরিসীম; কিন্তু বাঙালিরা কোনোদিনই তাদের কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতি পায়নি।বরং বাঙালির স্বাধীনতাকে হরণ করে দীর্ঘ ২৪ বছর পাকিস্তান এ জাতির ওপর শোষণকার্য চালিয়েছে।অবশেষে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে সকল শোষণের অবসান ঘটিয়ে বাঙালি স্বাধীনতা অর্জন করেছে।

আলোচ্য কবিতায় স্বাধীনতার প্রত্যাশায় বাঙালির সার্বিক ত্যাগ ও আকাঙ্ক্ষার কথা ব্যক্ত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধকালে বাঙালির অনন্য সাহসিকতা ও দৃঢ়চিত্তের কথাও কবিতায় স্পষ্ট একই সাথে এখানে রয়েছে পাকবাহিনীর নারকীয় ধ্বংসলীলায় বাংলার ধ্বংসপ্রাপ্ত জনজীবনের কথা। এক্ষেত্রে উদ্দীপকের বক্তব্য একমাত্রিক; তাই বলব, উদ্দীপকটি কবিতার আংশিক প্রতিফলন মাত্র।

বহিপীর

মাতৃহারা ঝিনু চাচার বাড়িতে বড়ো হয়। চাচী ঝিনুকে বোঝা মনে করে। ভাবে কোনরকমে পাত্রস্থ করতে পারলেই হয়। অবশেষে চাচী সতিনের সংসারে এক বৃদ্ধের সাথে বিয়ে দেয় ঝিনুকে। জীবনসচেতন ঝিনু এ বিয়ে মেনে না নিয়ে একদিন বাড়ি ছেড়ে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমায়।

[চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৭]

ক. ‘ বহিপীর ’ নাটকটির রচনাকাল কত ?

খ. হকিকুল্লাহ পুলিশ ডাকতে গিয়ে ফিরে এসেছিল কেন ?

গ. উদ্দীপকে ‘ বহিপীর ’ নাটকের যে দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে, তা ব্যাখ্যা করো।

ঘ. “ উদ্দীপকটি ‘ বহিপীর ’ নাটকের সমগ্রভাব তুলে ধরেনি ”। - উক্তিটির সত্যতা নিরূপণ করো।

উত্তর

ক. ‘ বহিপীর ’ নাটকটির রচনাকাল কত ?

‘ বহিপীর ’ নাটকটির রচনাকাল ১৯৬০ সাল।

খ. হকিকুল্লাহ পুলিশ ডাকতে গিয়ে ফিরে এসেছিল কেন ?

পরিস্থিতি বিবেচনা করে বহিপীরের বিপদের আশঙ্কায় হকিকুল্লাহ পুলিশ ডাকতে গিয়ে ফিরে এসেছিলেন।

বহিপীর তাহেরার মা-বাবার সাহায্যে তার অমত থাকা সত্ত্বেও তাকে বিয়ে করেন। পরবর্তীতে হাতেম আলির বজরায় পলাতক তাহেরার উপস্থিতি টের পেয়ে তাকে কব্জা করার জন্য তিনি হকিকুল্লাহকে পুলিশ ডাকতে বলেন। কিন্তু তাহেরার অমতে বিয়ে করায় বিপদ হতে পারে ভেবে হকিকুল্লাহ পুলিশ ডাকতে গিয়ে ফিরে এসেছিলেন।

গ. উদ্দীপকে ' বহিপীর ' নাটকের যে দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে, তা ব্যাখ্যা করো।

উদ্দীপকে ' বহিপীর ' নাটকে বর্ণিত পাত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে অসম বিয়ের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

' বহিপীর ' নাটকের একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র কিশোরী তাহেরা। বাবা ও সৎ মা বহিপীরের সাথে তাহেরার অমতে বিয়ে দেন। জীবনসচেতন তাই পালিয়ে দিয়ে আত্মরক্ষার পথ বেছে নেয়।

উদ্দীপকে মাতৃহারা ঝিনু চাচার বাড়িতে বড়ো হয়। তার চাচী ঝিনুকে বোঝা ভেবে সতিনের সংসারের এক বৃদ্ধের সাথে বিয়ে দেয়। ঝিনু এ বিয়ে মানতে না পেরে একদিন বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। অতএব দেখা যায়- নাটকের তাহেরা ও উদ্দীপকের ঝিনু দুজনেই জীবনসচেতন। তারা জীবন ও জগত সম্পর্কে অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি লালন করে এবং সে আলোকে তারা পথের পথিক হয়েছে। নাটকে বর্ণিত তাহেরার এ জীবনচেতনা ও কর্মপন্থার প্রতিফলনই ঘটেছে উদ্দীপকে।

ঘ. " উদ্দীপকটি ' বহিপীর ' নাটকের সমগ্রভাব তুলে ধরেনি "। - উক্তিটির সত্যতা নিরূপণ করো।

" উদ্দীপকটি ' বহিপীর ' নাটকের সমগ্রভাব তুলে ধরেনি " - উক্তিটি সঠিক।

' বহিপীর ' নাটকে কিশোরী তাহেরাকে তার সৎমা ও বাবা মিলে বহিপীরের সাথে বিয়ে দেয়। কেননা তাদের ধারনা পীরের সাথে মেয়ে বিয়ে দিলে তাদের পুণ্য হবে। কিন্তু প্রতিবাদী তাহেরা বিয়েতে অসম্মতি প্রকাশ করে এবং প্রতিবাদস্বরূপ বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়।

উদ্দীপকের ঝিনু মাতৃহারা, চাচার সংসারে সে বড়ো হয়। চাচী তাকে বোঝা মনে করে এক বৃদ্ধের সাথে বিয়ে দেয়। জীবনসচেতন ঝিনু বিয়েতে প্রতিবাদ করতে না পারলেও পরবর্তীতে বাড়ি ছেড়ে অজানার পথে পাড়ি জমায়। নাটকের ঘটনার সাথে উদ্দীপকের মিল এটুকুই।

' বহিপীর ' নাটকে লেখক সমাজে নারীদের নাজুক অবস্থান এবং তাহেরা চরিত্রটির মাধ্যমে উক্ত ব্যাবস্থার বিপরীতে নারী জাগরনের ইঙ্গিত প্রদান করেছেন। পাশাপাশি সমাজে জেঁকে বসা ধর্মান্ধতা এবং পীরপ্রথার প্রভাব তুলে ধরেছেন। বহিপীর জমিদার হাতেম আলির বজরায় তাহেরাকে খুঁজে পায়। যখন সে জানতে পারে হাতেম আলির জমিদারি নিলামে উঠেছে তখন অরথের বিনিময়ে তাহেরাকে ফিরিয়ে দিতে বলে। তাহেরাও জমিদারের অসহায়ত্ব দেখে রাজি হয়। কিন্তু হাতেম আলি তাহেরাকে ফিরিয়ে দিতে চায় না। এখানে হাতেম আকি ও তাহেরা উভয়ের মানবিক দিকটি ফুটে উঠেছে। অপরদিকে জমিদারপুত্র হাশেম আলি যুক্তিবাদী ও আধুনিক চিন্তাসম্পন্ন শিক্ষিত যুবক। তাহেরা আত্মহত্যা করতে গেলে সে তাকে রক্ষা করে এবং বিবাহিত জেনেও বিয়ে করতে চায়। ঘটনার ব্যাপ্তি ও পরিনতি বিবেচনায় বলা যায়, উদ্দীপকটি ' বহিপীর ' নাটকের সমগ্রভাব তুলে ধরেনি ।

DINAJPUR BOARD

অভাগীর স্বর্গ

১) "দেখিনু সেদিন রেলে-
কুলি বলে এক বাবুসাব তারে ঠেলে দিলে নিচে ফেলে"

২) "কাহারে করিছ ঘৃণা তুমি ভাই, কাহারে মারিছ লাথি?
হয়তো উহারই বুকে ভগবান জাগিয়েছেন দিবা-রাতি!
অথবা হয়তো কিছুই নহে সে, মহান উচ্চ নহে,
আছে ক্লেদাক্ত ক্ষত-বিক্ষত পড়িয়া দুঃখ দহে,"

[দিনাজপুর বোর্ড- '১৭]

ক) 'সব ব্যাটারাই এখন বামুন কায়েত হতে চায়'- কথাটি কে বলেছিলো?

খ) নাপিত কাঙালীর মায়ের হাত দেখে মুখ গম্ভীর করল কেন?

গ) উদ্ধৃতি (১)-এ 'অভাগীর স্বর্গ গল্পের যে দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো।

ঘ) "উদ্ধৃতি (২)-এর কবি এবং 'অভাগীর স্বর্গ গল্পের লেখক উভয়ের মধ্যে সমাজের দরিদ্র ও নিচু শ্রেণির মানুষের প্রতি সহমর্মিতা লক্ষণীয়" উক্তিটি বিশ্লেষণ করো।

উত্তর

ক) 'সব ব্যাটারাই এখন বামুন কায়েত হতে চায়'- কথাটি কে বলেছিলো?

মুখোপাধ্যায় মহাশয় এর বড় ছেলে বলেছিল 'সব ব্যাটারাই এখন বামুন কায়েত হতে চায়।'

খ) নাপিত কাঙালীর মায়ের হাত দেখে মুখ গম্ভীর করল কেন?

কাঙালীর মায়ের বাঁচার আশা না থাকায় নাপিত কাঙালীর মায়ের হাত দেখে মুখ গম্ভীর করল।
অভাগীর স্বর্গ গল্পে দেখা যায় অভাগী ও কাঙালি দুলে সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। কাঙালীর মা অসুস্থ হলে কাঙ্গালী তার মায়ের চিকিৎসার জন্য কবিরাজ ডাকলে তারা নিচু জাত বলে কবিরাজ আসেনা। গ্রামের ঈশ্বর নাপিত নারি দেখতে জানত। তাই কাঙ্গালি ঈশ্বর নাপিত কে নিয়ে আসে। তিনি এসে কাঙালীর মায়ের হাত দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুখ গম্ভীর করলেন। কেননা কাঙালীর মার বাঁচার আশা ছিল না তা নাপিত বুঝতে পেরেছিল।

গ) উদ্ধৃতি (১)-এ 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের যে দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো।

উদ্বৃতি (১) এ অভাগীর স্বর্গ গল্পের দুর্বলের প্রতি সকলের অবহেলা ও অত্যাচারের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে। আমাদের সমাজে এমন কিছু মানুষ রয়েছে যারা সাম্প্রদায়িকতাকে মানবতার ঊর্ধ্বে স্থান দেয়। তারা জাত ধর্ম বর্ণ কে মানুষের চেয়ে বেশি মনে করে। তারা তথাকথিত অভিজাত্যের আলোতে অন্ধ হয়ে যায়। তারা নিজেদের চেয়ে ছোট জাতের মানুষদের অবহেলা করে অত্যাচার করে। তারা তাদের মানুষ বলেই মনে করে না।

অভাগীর স্বর্গ গল্পে দেখা যায় যে, কাঙালী তার মায়ের জন্য কবিরাজ ডাকতে গেলে, কবিরাজ আসেনা। কাঠের যোগান দিতে রসিক বেল গাছটি কাটতে চাইলে পেয়াদা তাকে চড় মারে। এর প্রতিবাদে কাঙ্গালি গোমস্তার কাছে গেলে সে তাকে গলা ধাক্কা মেরে বের করে দেয়। এখানে উচ্চবিত্তদের নিম্নবিত্তদের প্রতি অত্যাচার স্পষ্ট।উদ্দীপকে এক বাবুসাব চরিত্রের কথা বলা হয়েছে। সে একজন কুলিকে ঠেলে নিচে ফেলে দেয়। এর মাধ্যমে মূলত দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার প্রতিফলিত হয়। তাই উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে উদ্ধৃতি ১ এর সাথে অভাগীর স্বর্গ গল্পের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ) "উদ্ধৃতি (২)-এর কবি এবং 'অভাগীর স্বর্গ গল্পের লেখক উভয়ের মধ্যে সমাজের দরিদ্র ও নিচু শ্রেণির মানুষের প্রতি সহমর্মিতা লক্ষণীয়" উক্তিটি বিশ্লেষণ করো।

অভাগীর স্বর্গ গল্পে সমাজের দরিদ্র ও নিচু শ্রেণীর মানুষের প্রতি লেখোকের সহমর্মিতা প্রকাশ পেয়েছে।
উদ্ধৃতি ২ এর কবির মাঝেও সেই ভাবটি প্রতিফলিত হয়েছে।আমাদের সমাজের কিছু সংখ্যক মানুষ সাম্প্রদায়িক মনোভাবপন্ন হলেও কিছু শতাংশ মানুষ রয়েছে যাদের কাছে মানবতার মূল্য সবচেয়ে ঊর্ধ্বে। তারা জাত ধর্ম বর্ণের চেয়ে মানুষকে মূল্য দেয় বেশি। অভাগীর স্বর্গ গল্পের লেখক শরৎচন্দ্রের মধ্যে অসাম্প্রদায়িকতার মনোভাব স্পষ্ট। তিনি তাঁর গল্পের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন সাম্প্রদায়িকতার নির্মম পরিহাস। তিনি তাঁর গল্পের মাধ্যমে এ সমাজের সচেতন বার্তা দিতে চেয়েছেন সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে।
উদ্ধৃতি ২ এ কবি অসহায় মানুষের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করেছেন। সমাজের নিচু শ্রেণীর মানুষের দুঃখ দারিদ্রের কারণে তাদের ছোট ছোট আকাঙ্খাগুলো পূরণ হয়না।অভাগীর স্বর্গ গল্পের লেখক একই চরিত্র তুলে ধরেছেন। উচ্চবিত্তদের অত্যাচারে অভাগীর স্বর্গ পূরণ হয়নি। অতএব বলা যায় অভাগীর স্বর্গ গল্পের লেখক ও উদ্ধৃতি ২ এর মধ্যে একই মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে।

কপোতাক্ষ-নদ

'মনে পড়ে সেই সুপারি গাছের সারি
তার পাশে মৃদু জ্যোৎস্না মাখানো গ্রাম
মাটির দেয়ালে গাঁথা আমাদের বাড়ি
ছোট ছোট সুখ স্নিগ্ধ মনস্কাম।
পড়শি নদীটি ধনুকের মতো বাঁকা
উরু ডোবা জলে সারাদিন খুনসুটি।'

[দিনাজপুর বোর্ড- '১৭]

ক. মাইকেল মধুসূদন দত্তের অমর কীর্তি কোনটি?

খ. 'ভ্রান্তির ছলনে' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

গ. উদ্দীপকের ভাবের সাথে 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার যে দিক দিয়ে সাদৃশ্য রয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "উদ্দীপক এবং 'কপোতাক্ষ নদ' রচনার পেছনে একই চেতনা কাজ করেছে- মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার কর।

উত্তর

ক) মাইকেল মধুসূদন দত্তের অমর কীর্তি কোনটি?

মাইকেল মধুসূদন দত্তের অমর কীর্তি মেঘনাদবধ কাব্য।

খ) 'ভ্রান্তির ছলনে' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

'ভ্রান্তির ছলনে' অর্থ ভুলের ছলনায়। 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার কবি 'ভ্রান্তির ছলনে' বলতে আশার ছলনাকে বোঝাতে চেয়েছেন।

'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার কবি খ্যাতি লাভের আশায় নিজ দেশ ও সংস্কৃতি ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু প্রবাসে এক সময় তাঁর মাতৃভূমির প্রতি তীব্র আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। তার প্রবাসে চলে যাওয়া ও নদীর ধ্বনি শোনাকে 'ভ্রান্তির ছলনে বলেছেন।

গ) উদ্দীপকের ভাবের সাথে 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার যে দিক দিয়ে সাদৃশ্য রয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।

'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় কবির স্বদেশপ্রেম ও স্বদেশের স্মৃতিকাতরতা দিকটি উদ্দীপকের ভাবের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ ।

দেশপ্রেম মানুষের মৌলিক মানবীয় গুণ। প্রবাসজীবনে স্বদেশপ্রেম শতধারায় উৎসারিত হয়। ছেলেবেলার স্বদেশ স্মৃতি তাড়িত হয় প্রতিটি সংবেদনশীল প্রাণে। এমন অনুভূতি 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে।

উদ্দীপকের কবি স্বদেশভূমির স্মৃতিকাতরতায় বিভোর। তাঁর মনে পড়ে নিজ গ্রামের বাড়ির কথা। সারিবদ্ধ সুপারি গাছের পাশে কবির জ্যোৎস্নামাখা গ্রাম। সেখানে মাটির দেয়ালে গাঁথা তার সুখের নীড়। ধনুকের মতো বাঁকা পড়শী নদীর উরু ডোবা জলে কবি সারাদিন বাল্য সাথীদের সাথে খুনসুটিতে কাটাতেন। এমন স্মৃতিকাতরতার সাদৃশ্য 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায়ও রয়েছে। প্রবাসী কবির কেবলি মনে পড়ছে শৈশবের কপোতাক্ষ নদের কথা। ভ্রান্তির ছলনায় তিনি কপোতাক্ষ নদের কলকল ধ্বনি শুনতে পেয়েছেন। স্বদেশের নদীর জল তার কাছে দুগ্ধস্রোতোরূপী মনে হয়েছে। তার প্রাণের তৃষ্ণা মিটে কেবল জন্মভূমির কপোতাক্ষ নদের জলে। উদ্দীপক ও আলোচ্য কবিতায় এভাবেই স্বদেশপ্রেমের স্মৃতিকাতরতা সমান্তরালভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ) "উদ্দীপক এবং 'কপোতাক্ষ নদ' রচনার পেছনে একই চেতনা কাজ করেছে"- মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার কর।

উদ্দীপক ও 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতা রচনার পেছনে স্বদেশপ্রেমের চেতনা কাজ করেছে।

প্রতিটি সংবেদনশীল মন স্বদেশপ্রেমে আকুল হয়। স্বদেশের শৈশবস্মৃতি স্বদেশপ্রেমিক মনকে কেবলি তাড়িত করে। প্রবাসজীবনে স্বদেশপ্রেম ও স্বদেশের স্মৃতি শতধারায় প্রবাহিত হয়। এমন চেতনা কপোতাক্ষ নদ কবিতায় কার্যকর হয়েছে।

উদ্দীপকের কবি স্বদেশপ্রেমের স্মৃতিতে আকুল হয়েছেন। জীবনের এক বিশেষ সময়ে মৃদু জ্যোৎস্না মাখানো তাঁর গ্রামের কথা মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে যায় তার পড়শী নদীর কথা, যেখানে উরু ডোবা জলে কবি সাথীদের সাথে সারাদিন খুনসুটিতে মেতে উঠতেন। স্বদেশের এমন আকুল করা স্মৃতিতাড়িত হয়েছেন 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। স্বদেশের নদীর জল তার কাছে দুগ্ধস্রোতের মতো মনে হয়েছে, যা তার প্রাণের তৃষ্ণা মেটাতো। কবি প্রবাসজীবনে স্বদেশ প্রেমে নিমগ্ন হয়ে রচনা করেন কপোতাক্ষ নদ কবিতা।

তাই স্পষ্টভাবে বলা যায়, "উদ্দীপক এবং 'কপোতাক্ষ নদ' রচনার পেছনে একই চেতনা কাজ করেছে"-- মন্তব্যটি যথার্থ।

পহেলা বৈশাখ

ইরানে বেশ কয়েক দিন ব্যাপী বর্ষবরণ উৎসব উদযাপিত হয়। দেশটির সকল স্তরের মানুষ এতে অংশগ্রহণ করে। নানান রং বেরঙের সাজে সেজে মানুষ আনন্দ উল্লাসে মেতে ওঠে। এসময় রাষ্ট্রীয়ভাবে সব অফিস-আদালত বন্ধ থাকে। সর্বোচ্চ থাকে উৎসবের আমেজ। এই উৎসবকে স্থানীয়ভাবে 'নওরোজ' বলে।

[দিনাজপুর বোর্ড- '১৭]

ক) নববর্ষের মধ্যে কোন ধারণাটি প্রচ্ছন্ন থাকে?

খ) বাংলা নববর্ষের ঐতিহ্যকে সুপ্রাচীন বলা হয় কেন?

গ) উদ্দীপকে 'নওরোজ' এর সঙ্গে পহেলা বৈশাখ রচনা বাংলা নববর্ষ সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর।

ঘ) "উদ্দীপক ও পহেলা বৈশাখ প্রবন্ধের মূলভাব একই ধারায় প্রবাহিত।"- মন্তব্যটির সত্যতা নিরূপণ কর।

10 MINUTE SCHOOL

উত্তর

ক) নববর্ষের মধ্যে কোন ধারণাটি প্রচ্ছন্ন থাকে?

নববর্ষের মধ্যে পুনরুজ্জীবনের ধারণাটি প্রচ্ছন্ন থাকে।

খ) বাংলা নববর্ষের ঐতিহ্যকে সুপ্রাচীন বলা হয় কেন?

সুদূর অতীত থেকে পয়লা বৈশাখ উদযাপিত হয়ে আসছে বলে বাংলা নববর্ষের ঐতিহ্য প্রাচীন বলা হয়। পহেলা বৈশাখ বা বাংলা নববর্ষ বাঙালির এক অনন্য উৎসব। একে জাতীয় উৎসব বলা হয় সুদীর্ঘকালের যাত্রাপথে এর উদযাপন রীতিতেও নানান পালাবদল এর মধ্য দিয়ে পেয়ে গেছে নতুন মাত্রা। তাই বাংলা নববর্ষকে আমাদের ঐতিহ্যের সুপ্রাচীন অংশ বলা হয়েছে।

গ) উদ্দীপকে 'নওরোজ' এর সঙ্গে পহেলা বৈশাখ রচনা বাংলা নববর্ষ সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর।

বাংলা নববর্ষে সর্বস্রের বাঙালির অংশগ্রহণে তা হয়ে ওঠে অসাম্প্রদায়িক এক আনন্দমুখর অনুষ্ঠান। উদ্দীপকের নওরোজেও এমন সার্বজনীন আনন্দ-উল্লাসের সাদৃশ্য ফুটে ওঠে।

নববর্ষ উদযাপন বিশ্বব্যাপী এক জাতীয় উৎসব। এতে ঐক্য ও যাওয়ার শপথ গ্রহণ করে। বাংলা নববর্ষ উদযাপন আর ইরানের বর্ষবরণ নওরোজ অনুষ্ঠানে একই ঐক্যের ভাবধারা সৃষ্টি হয়।

উদ্দীপকে বর্ণিত ইরানে কয়েকদিনব্যাপী বর্ষবরণ উৎসব উদযাপিত হয়।এতে দেশের সর্বস্তরের মানুষ নানান সাজে সজ্জিত হয়ে আনন্দ উল্লাসে মেতে ওঠে। এ নববর্ষ উৎসব ইরানের নওরোজ নামে খ্যাত। উদ্দীপকে নওয়াজের সঙ্গে পয়লা বৈশাখ রচনা বাংলা নববর্ষ উদযাপনের সাদৃশ্য রয়েছে। এদিকে সর্বস্তরের বাঙালি স্ব-উৎসাহে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। একে অপরের বাড়িতে যাওয়া আসা, শুভেচ্ছা বিনিময়, খাওয়া-দাওয়া,নানান রকম প্রদর্শনী ও খেলাধুলার মাধ্যমে দিনটি পালন করা হয়। এতে অসাম্প্রদায়িকতার মনোভাবে জাগ্রত হয়। এমন সার্বজনীন আনন্দ-উৎসবের দিক থেকে নওয়াজের সঙ্গে পহেলা বৈশাখ প্রবন্ধের বাংলা নববর্ষ উদযাপনের সুন্দর দৃশ্য ফুটে উঠে।

ঘ) "উদ্দীপক ও পহেলা বৈশাখ প্রবন্ধের মূলভাব একই ধারায় প্রবাহিত"- মন্তব্যটির সত্যতা নিরূপণ কর।

নববর্ষ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ঐক্য ও সংহতি প্রকাশের মূলভাব একই ধারায় প্রবাহিত হয়েছে উদ্দীপক ও পহেলা বৈশাখ প্রবন্ধের।

নববর্ষ উদযাপন একটি সর্বজনীন উৎসব। এদিনের পুরনো বছরের জড়তা কাটিয়ে নবজীবনের নব উদ্দীপনার শপথ নেয় সর্বস্তরের মানুষ। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে নববর্ষের আনন্দ উপভোগের মধ্য দিয়ে এক অসাম্প্রদায়িকতার সম্প্রতি জেগে ওঠে।

উদ্দীপকে ইরানের বর্ষবরণ উৎসবের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এ উৎসবকে তারা নওরোজ নামে আখ্যায়িত করে ঐক্যবদ্ধভাবে আনন্দ-উৎসবে মেতে ওঠে।রাষ্ট্রীয়ভাবে এ উৎসব স্বীকৃতিতে সার্বজনীন সম্প্রীতি গড়ে ওঠে। পহেলা বৈশাখ প্রবন্ধ নববর্ষ উদযাপনে এমন চেতনার প্রতীকায়িত হয়েছে। এদিনে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই ঐক্যবদ্ধ আনন্দ উৎসব পালন করে। পরস্পরের বাড়িতে যাওয়া আসা, শুভেচ্ছা বিনিময় করা, খাওয়া-দাওয়া,নানান প্রদর্শনী ও খেলাধুলার মাধ্যমে দিনটি পালিত হয়।

উদ্দীপক ও পহেলা বৈশাখ প্রবন্ধ নববর্ষ উদযাপনের মূলভাব সমভাবে ব্যক্ত হয়েছে। সকল স্তরের মানুষ বর্ষবরণ উৎসবে যোগদান করে পরস্পর ভাতৃত্ববোধ উজ্জীবিত হয়। কৃষিকাজ ও ব্যবসা-বাণিজ্যকে নতুন উদ্যমে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে মানুষ সমাজ, পরিবার ও দেশের সমৃদ্ধি কামনা করে। নববর্ষের এমন সার্বজনীন মঙ্গল কামনার প্রেক্ষাপটে বলা যায় প্রশ্নোক্ত, উদ্দীপক ও পয়লা বৈশাখ প্রবন্ধের মূলভাব একই ধারায় প্রবাহিত উক্তিটি সত্য ও যথার্থ।

SYLHET BOARD

অভাগীর স্বর্গ

রহিম চৌধুরী কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক হয়েও সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত। কিছুদিন আগে তার বড় মেয়ের বিয়েতে এলাকার সকলকে দাওয়াত দেন। তিনি ধনী-গরিবের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেননি। তার এ আচরণে এলাকার দরিদ্র জনগণ খুবই খুশি। [সিলেট বোর্ড- '১৭]

ক) ঠাকুরদাস মুখুয্যের স্ত্রী কয়দিনের অসুখে মারা গেলেন?

খ) রসিক দুলে তার পায়ের ধুলো দিতে গিয়ে কেঁদে ফেলল কেন?-

গ) উদ্দীপকের সঙ্গে অভাগীর স্বর্গ গল্পের বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো।

ঘ) "অভাগীর আশা পূর্ণতা পাওয়ার জন্য রহিম চৌধুরীদের মতো মানুষ প্রয়োজন" বক্তব্যটির যথার্থতা বিচার করো।

10 MINUTE SCHOOL

উত্তর

ক) ঠাকুরদাস মুখুয্যের স্ত্রী কয়দিনের অসুখে মারা গেলেন?

ঠাকুরদাস মুখুয্যের স্ত্রী সাত দিনের অসুখে মারা গেলেন।

খ) রসিক দুলে তার পায়ের ধুলো দিতে গিয়ে কেঁদে ফেলল কেন?

অভাগীর প্রতি ভক্তির পরিচয় পেয়ে রসিক দুলে তার পায়ের ধুলো দিতে গিয়ে কেঁদে ফেলল।

অভাগী গল্পের অভাগীর স্বামী রসিক বাঘ। রসিক বাঘ অভাগীকে ও তার ছেলেকে ছেড়ে চলে যায় অন্য গ্রামে এবং অন্য বিয়ে করে। স্ত্রীর খোঁজখবর ভালোবাসা ও অশন-বশন কিছুই সে দেয়নি। কিন্তু মৃত্যুশয্যায় শায়িত অভাগী মৃত্যুর সময় স্বামীর পায়ের ধুলো নিতে চায় এবং তা নিয়ে সে স্বর্গে যেতে চায়। স্বামীর প্রতি অসীম ভালোবাসা দেখে রসিক কেঁদে দেয়।

গ) উদ্দীপকের সঙ্গে অভাগীর স্বর্গ গল্পের বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো।

অভাগীর স্বর্গ গল্পে বর্ণিত ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য ও জাতিভেদের পার্থক্যের সাথে উদ্দীপকের চেতনাগত বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

অভাগীর স্বর্গ গল্পের অভাগী দুলে সম্প্রদায় অর্থাৎ নিচু জাতের প্রতিনিধি। ঠাকুরদাস হলো উচ্চবিত্ত বা উঁচু জাতের অধিকারী। জাত ধর্ম বর্ণ বিভেদের কারণে আমাদের সমাজে প্রায় অনেকাংশ নিচু শ্রেণীর মানুষ উচ্চবিত্তের কাছে লাঞ্চিত হয় অত্যাচারিত হয়।অভাগীর স্বর্গ গল্পে অভাগীর ছেলে উচ্চবিত্তের দ্বারে দ্বারে অপমানিত হয়। সে তার মায়ের শেষ ইচ্ছাটা পূরণ করতে পারেনি।

উদ্দীপকের রহিম চৌধুরী অসাম্প্রদায়িক মনোভাব সম্পন্ন সে তার মেয়ের বিয়ের দাওয়াত দিতে গেলে ধনী-গরীব বাচবিচার না করে সকলকেই দেয়। তাই বলা যায় উদ্দীপকের সঙ্গে অভাগীর স্বর্গ গল্পের বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ) "অভাগীর আশা পূর্ণতা পাওয়ার জন্য রহিম চৌধুরীদের মতো মানুষ প্রয়োজন" বক্তব্যটির যথার্থতা বিচার করো।

অভাগীর স্বর্গ গল্পের জমিদারে শ্রেণীর মানসিকতা উদ্দীপকের রহিম চৌধুরীর মতো হলে অভাগীর আশা পূর্ণতা পেতো।

অভাগীর স্বর্গ গল্পে দুই শ্রেণীর মানুষের পরিচয় ফুটে উঠে। দরিদ্র অভাগী নিচু জাতের প্রতিনিধি বলে মৃত্যুর সৎকার কার্য সম্পন্ন করার জন্য তার ছেলে কাঠের যোগান দিতে পারেনি। কেননা তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা তাকে হেয় করে ফলে ছেলে হাতের মুখাগ্নির স্বপ্নটি তার আর পূরণ হয়নি।

উদ্দীপকের রহিম চৌধুরী একজন অসাম্প্রদায়িক মনোভাব সম্পন্ন ব্যক্তি। সে ধনী-গরীব পার্থক্য করে না। সকলকে নিজের আপন মনে করেন। তার মেয়ের বিয়েতে সে সকলকে দাওয়াত করে।

উদ্দীপকের রহিম চৌধুরী ধনিক শ্রেণীর মত অভাগীর স্বর্গ গল্পের জমিদারে মানসিকতা হলে অভাগীর মনের আশা পূরণ হতো। তাই বলা যায় যে অভাগীর মনের আশা পূরনের জন্য রহিম চৌধুরীর মতো মানুষ প্রয়োজন।

নিমগাছ

একান্নবর্তী পরিবারের বড় বউ রিজিয়া বিধবা। একমাত্র মেয়েটি ছোটকালে পুকুরে ডুবে মারা গেছে। সবাইকে আপন করে সে শ্বশুর বাড়িতেই রয়ে যায়। যার যা কিছু প্রয়োজন রিজিয়া ছাড়া হয় না । তবে তার শরীরের যত্ন নেয়ার ব্যাপারে কারো কোনো মাথাব্যাথা নেই। শুধু ছোট দেবর রতন ভাবির খোঁজখবর নিত। কিন্তু চাকরির কারণে রতনও শহরে চলে যায়। আর রিজিয়ার দুঃখ বাড়ে। [সিলেট বোর্ড- '১৭]

ক) বাড়ির পাশে নিমগাছ গজালে কারা খুশি হন?

খ) "হঠাৎ একদিন একটা নতুন ধরনের লোক এলো।" লোকটি কে এবং কেন এসেছিল?

গ) উদ্দীপকের রিজিয়ার সাথে 'নিমগাছ' গল্পের যে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় তা তুলে ধরো।

ঘ) "রতন শহরে চলে গেলে রিজিয়ার দুঃখ বাড়ে।"— বক্তব্যটি 'নিমগাছ' গল্প অবলম্বনে বিশ্লেষণ করো।

উত্তর

ক) বাড়ির পাশে নিমগাছ গজালে কারা খুশি হন?

বাড়ির পাশে নিমগাছ গজালে বিজ্ঞরা খুশি হন।

খ) "হঠাৎ একদিন একটা নতুন ধরনের লোক এলো।" লোকটি কে এবং কেন এসেছিল?

নিম গাছের সুন্দর পাতা ও থোকা থোকা ফুলের বাহার দেখে অভিভূত হয়ে একজন কবি নিম গাছের কাছে এসেছিলেন।

নিমগাছ অনেক উপকারী গাছ। নিমগাছের বাকল পাতা সকল কিছুই মানুষের উপকারে আসে। নিম এর চেয়ে মহৌষধ আর কিছুই নেই। সকলেই নিম গাছ থেকে উপকৃত হয়। কিন্তু নিম গাছের যত্ন কেউ নেয় না। সকলেই নিম গাছের উপকারিতা লক্ষ্য করে। কিন্তু একদিন এক কবি এসে নিম গাছের সৌন্দর্য্য দেখে নিম গাছের প্রশংসা করে এবং মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

গ) উদ্দীপকের রিজিয়ার সাথে 'নিমগাছ' গল্পের যে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় তা তুলে ধরো।

সবাইকে সেবার বিপরীতে অযত্ন অবহেলা প্রাপ্তির দিক দিয়ে উদ্দীপকের রিজিয়া ও নিমগাছ গল্পের নিমগাছের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

নিমগাছ গল্পটির লেখক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় রচিত একটি প্রতীকী গল্প। গল্পে দেখা যায় যে বাড়ির উঠানে লাগানো নিম গাছের উপকারিতা বহুল। নিম গাছের পাতা বাকল সবই কাজের। কেউ পাতা ছিঁড়ে শিলে পিষছে কেউবা পাতা জলে ভিজাচ্ছে। কেউ নিমগাছের বাকল নিয়ে সেদ্ধ করছে। এদিকে নিমগাছ তার সর্বস্ব দিয়ে মানুষের উপকার করলেও কেউ তার খোঁজ রাখেনা নিমগাছটি যত্ন কেউই করে না। তার আশেপাশে জমে থাকা ময়লা আবর্জনা ও কেউ পরিষ্কার করে না।

উদ্দীপকের রিজিয়া একজন বিধবা সবাইকে সে আপন মনে করে শ্বশুরবাড়িতে রয়ে যায়। সে সকলের উপকারে আসলেই কেউ তার যত্ন নেয় না। তাই উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে রিজিয়ার সাথে নিমগাছের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ) "রতন শহরে চলে গেলে রিজিয়ার দুঃখ বাড়ে।"— বক্তব্যটি 'নিমগাছ' গল্প অবলম্বনে বিশ্লেষণ করো।

পরিবারের একমাত্র রতন তার ভাবি রিজিয়ার খোঁজ নিত বলে সে শহরে চলে গেলে রিজিয়া সম্পূর্ণ অবহেলিত হয়ে পড়ে।

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় এর রচিত নিমগাছ একটি প্রতীকী গল্প। মানুষ তার প্রাত্যহিক জীবনে নিমগাছ কে নানা কাজে ব্যবহার করে। নিম গাছের হাওয়া ভালো তাই বিজ্ঞরা বাড়ির পাশে নিমগাছ লাগালে খুশি হন। ভেষজ গুন আছে বলেই কবিরাজরা নিম গাছের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কিন্তু গাছটির যত্ন নিতে কেউ আগ্রহী হয় না। তবে একদিন এক কবি এসে নিম গাছের পাতা ও ফুলের বাহার অর্থাৎ সৌন্দর্য্য দেখে বিমোহিত হন এবং প্রশংসায় জড়িয়ে যান।

উদ্দীপকের রিজিয়া স্বামী ও সন্তান হারা। সবাইকে আপন ভেবে সে শ্বশুরবাড়িতেই থেকে যায়। সবার যত্ন সে নিলেও তার যত্ন নেওয়ার মতো কেউ নেই। শুধু ছোট দেবর তার খোজ নিত। কিন্তু সেও শহরে চলে যাওয়াই রিজিয়া উপেক্ষার শিকার হয়।

উদ্দীপকের রতন ও নিমগাছ গল্পের কবি উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। রতন ও কবি উভয় স্বার্থ ছাড়া রিজিয়া ও নিম গাছের মূল্যায়ন করে। রতনের সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরন তার দুঃখ কিছুটা দূর করেছিল। তাই রতন চলে গেলে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ার আশঙ্কায় সে দুঃখ পায়। ।

নিমগাছ

একদিন কুয়াশার এই মাঠে আমারে পাবে না কেউ
খুঁজে আর, জানি;
হৃদয়ের পথ-চলা শেষ হলো সেই দিন গিয়েছে সে।
শান্ত হিম ঘরে,
অথবা সান্ত্বনা পেতে দেরি হবে কিছুকাল পৃথিবীর
এই মাঠখানি
ভুলিতে বিলম্ব হবে কিছুদিন; এ মাঠের কয়েকটা
শালিকের তরে,
আশ্চর্য বিস্ময়ে আমি চেয়ে রবো কিছুকাল
অন্ধকার বিছানার কোলে।

[সিলেট বোর্ড- '১৭]

ক. জীবনানন্দ দাশের কবিতার মৌলিক প্রেরণা কী?

খ. এশিরিয় ধুলো আজ- বেবিলন ছাই হয়ে আছে' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ, উদীপকের সাথে সেইদিন এই মাঠ কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপক ও 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতার মূলসুর এক ও অভিন্ন- তোমার মতামত ব্যক্ত কর।

উত্তর

ক) জীবনানন্দ দাশের কবিতার মৌলিক প্রেরণা কী?

জীবনানন্দ দাশের কবিতার মৌলিক প্রেরণা বাংলার প্রকৃতি।

খ) "হঠাৎ একদিন একটা নতুন ধরনের লোক এলো।" লোকটি কে এবং কেন এসেছিল?

নিম গাছের সুন্দর পাতা ও থোকা থোকা ফুলের বাহার দেখে অভিভূত হয়ে একজন কবি নিম গাছের কাছে এসেছিলেন।

নিমগাছ অনেক উপকারী গাছ। নিমগাছের বাকল পাতা সকল কিছুই মানুষের উপকারে আসে। নিম এর চেয়ে মহৌষধ আর কিছুই নেই। সকলেই নিম গাছ থেকে উপকৃত হয়। কিন্তু নিম গাছের যত্ন কেউ নেয় না। সকলেই নিম গাছের উপকারিতা লক্ষ্য করে। কিন্তু একদিন এক কবি এসে নিম গাছের সৌন্দর্য্য দেখে নিম গাছের প্রশংসা করে এবং মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

গ) উদ্দীপকের সাথে সেইদিন এই মাঠ কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা কর।

'সেইদিন এই মাঠ' কবিতায় ফুটে ওঠা মানুষের জীবন যে ক্ষণস্থায়ী এই দিকটির সাথে উদ্দীপকের সাদৃশ্য রয়েছে।

মানুষের জীবন অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। মাত্র অল্প সময়ের জন্য মানুষ পৃথিবীর বুকে আসে। আবার হারিয়ে যায় কালের গর্ভে। কিন্তু প্রকৃতি তার আপন গতিতে সৌন্দর্য ছড়িয়ে যায়।

উদ্দীপকের কবিতাংশে কবি বলেছেন, তাকে আর কুয়াশার মাঠে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কবি হয়তো এই পৃথিবীর মাঠ, ঘাট, পথ থেকে

চিরতরে হারিয়ে যাবেন। তিনিও এই পৃথিবীকে ভুলে যাবেন। 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতার কবিও নিশ্চিত যে, তিনি এই পৃথিবীকে বিদায়

জানাবেন। চিরসুন্দর এই পৃথিবীতে সমস্ত সুন্দর রয়ে যাবে। শুধু তিনি হারিয়ে যাবেন। অর্থাৎ কবিতার এ ভাবের সাথে উদ্দীপকের সাদৃশ্য বিদ্যমান।

ঘ) উদ্দীপক ও 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতার মূলসুর এক ও অভিন্ন- তোমার মতামত ব্যক্ত কর।

উদ্দীপক ও সেইদিন এই মাঠ' কবিতার মূলসুর এক ও অভিন্ন- মন্তব্যটি যথার্থ বলে বিবেচিত।

নিরন্তর এ পৃথিবীতে মানুষের শুধু আসা- যাওয়ার খেলা চলে মাত্র। টিকে থাকে তার স্বপ্ন-সাধ আর প্রকৃতির অবিরাম পরিবর্তন।

উদ্দীপকের কবি পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন। তিনি জানেন, এই পৃথিবী থেকে তিনি বিদায় নিলেও পৃথিবী তার আপন গাতিতে পরিবর্তিত হবে। তাই মানুষের মৃত্যু আসল সত্য নয়। 'সেইদিন এই মাঠ কবিতার মূলভাব উদ্দীপকের মতোই পৃথিবীর বিনির্মাণকে চিত্রায়িত করে। মানুষের মৃত্যু হয়, এশিরিয় ও বেবিলনীয় সভ্যতা ধ্বংস হয়। কিন্তু প্রকৃতি তার রূপ-রস-গন্ধ নিয়ে চিরকাল টিকে থাকে।

উদ্দীপকের কবিতাংশের মূলভাবে বলা হয়েছে, প্রকৃতির নিয়মে মানুষ একসময় মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু প্রকৃতি তার আপন গতিতে রূপ-রস-গন্ধ বিলিয়ে যায়। তেমনি 'সেইদিন এই মাঠ কবিতার মূলভাবেও দেখা যায়, মানুষের মৃত্যুতেই সব শেষ হয়ে যায় না। পৃথিবীর বহমানতা মানুষের সাধারণ মৃত্যু রহিত করতে পারে না। অর্থাৎ এ জগতে সৌন্দর্যের মৃত্যু নেই, মানুষের স্বপ্নেরও মরণ নেই। অতএব, উদ্দীপক ও 'সেইদিন এই মাঠ কবিতার মূলসুর এক ও অভিন্ন।

একাত্তরের দিনগুলি

স্বাধীনতা তুমি
মজুর যুবার রোদে ঝলসিত দক্ষ বাহুর গ্রন্থিল পেশী
স্বাধীনতা তুমি
অন্ধকারের খাঁ খাঁ সীমান্তে মুক্তিসেনার চোখের ঝিলিক
স্বাধীনতা তুমি
বটের ছায়ায় তরুণ মেধাবী শিক্ষার্থীর
শানিত কথার ঝলসানি-লাগা সতেজ ভাষণ।

[সিলেট বোর্ড- '১৭]

ক. ১৯৭১ সালে মে মাসে কত তারিখে মাধ্যমিক স্কুল খোলার হুকুম হয়েছিল?

খ. এভাবে দ্বিধাদ্বন্দ্বে কেটেছে দু'দিন দু'রাত- কেন এ দ্বিধাদ্বন্দ্ব?

গ. উদ্দীপকের কবিতাংশে একাত্তরের দিনগুলি রচনায় কোন দিকটি ফুটে উঠেছে তা উপস্থাপন কর।

ঘ. উদ্দীপকটি একাত্তরের দিনগুলি রচনার সমগ্র ভাবকে ধারণ করেছে কি? এ সম্বন্ধে তোমার মতামত ব্যক্ত কর।

উত্তর

ক) ১৯৭১ সালে মে মাসে কত তারিখে মাধ্যমিক স্কুল খোলার হুকুম হয়েছিল?

১৯৭১ সালে মে মাসের ৯ তারিখ মাধ্যমিক স্কুল খোলার হুকুম হয়েছিল।

খ) "হঠাৎ একদিন একটা নতুন ধরনের লোক এলো।" লোকটি কে এবং কেন এসেছিল?

রুমিকে হানাদারদের হাত থেকে ছাড়িয়ে আনার ব্যাপারে দু'দিন দু'রাত দ্বিধাদ্বন্দ্বে কেটেছে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার কারণে রুমি হানাদারদের হাতে ধরা পড়েছিল। তাকে ছাড়িয়ে আনার জন্য লেখিকার স্বামী শরিফকে সবাই মার্সি পিটিশন করতে বলল। মার্সি পিটিশন করার মানে রুমির আদর্শকে অপমান করা। তাই লিখি কার সাথে শরীফের দুই দিন দুই রাত দ্বিধাদ্বন্দ্বে কাটল।

গ) উদ্দীপকের কবিতাংশে একাত্তরের দিনগুলি রচনায় কোন দিকটি ফুটে উঠেছে তা উপস্থাপন কর।

উদ্দীপকের কবিতাংশে 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনায় স্বাধীনতা অর্জনের বিষয়টি ফুটে উঠেছে।

স্বাধীনতা সকলের জন্যে আকাঙ্খিত। পরাধীনতার বাহুগ্রাশের কেউ বন্দী থাকতে চায় না।শহীদ জননী জাহানারা ইমাম তার 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনায় স্বাধীনতা অর্জনের বিষয়টি ফুটিয়ে তুলেছেন।

উদ্দীপকে স্বাধীনতার সাথে মজুর যুবক, মুক্তিসেনা, মেধাবী তরুণ শিক্ষার্থীর তুলনা করা হয়েছে। কেননা এরা প্রত্যেকেই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আত্মহুতি দিয়েছে। উদ্দীপকে যেমন অনেকের ত্যাগের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে তেমনই 'একাত্তরের দিনগুলি'তে জাহানারা ইমামও সবকিছু হারিয়ে স্বাধীনতাকে পেয়েছেন। রচনা এই দিকটি ফুটে উঠেছে উদ্দীপকে।

ঘ) উদ্দীপকটি একাত্তরের দিনগুলি রচনার সমগ্র ভাবকে ধারণ করেছে কি? এ সম্বন্ধে তোমার মতামত ব্যক্ত কর।

উদ্দীপকটি 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার সমগ্র ভাবতে ধারণ করে না।

'একাত্তরের দিনগুলি' রচনাটিতে জাহানারা ইমাম মুক্তিযুদ্ধকালীন ভয়াল অভিজ্ঞতার বর্ণনা করেছেন। আতঙ্কিত মানুষের উৎকণ্ঠিত জীবন যাপন, হানাদারদের অত্যাচার, স্বাধীনতা অর্জনের সহ অনেক বিষয় এখানে এসেছে। উদ্দীপকে শুধু স্বাধীনতা অর্জন এবং তার সাথে মজুর, মুক্তিসেনা, মেধাবী যুবকদের তুলনা করা হয়েছে। কিন্তু 'একাত্তরের দিনগুলি' তে পুরো মুক্তিযুদ্ধকালে ভয়াবহতা ফুটে উঠেছে। সেখানে হানাদারদের নির্যাতন, মুক্তিবাহিনীর প্রতিরোধ, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ভূমিকা, যুদ্ধকালীন সময় মানুষের আতঙ্কিত জীবন-যাপন, বুদ্ধিজীবীদের ওপর নির্যাতন, নিয়াজীর আত্মসমর্পণ প্রভৃতি দিক উঠে এসেছে।

উদ্দীপকে এসেছে স্বাধীন বাংলা অর্জনের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ এবং তার সাথে বাংলার বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের তুলনা। এটি 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনায় নানান দিকের মধ্যে একটি খণ্ড দিক। তাই আমি মনে করি, উদ্দীপকটি 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার সমগ্রভাবকে ধারণ করে নি।

সাহিত্যের রূপ ও রীতি

বিদ্যুৎকে মানুষ লোহার তার দিয়া বাঁধিয়াছে। কিন্তু কে জানিত মানুষ শব্দকে নিঃশব্দের মধ্যে বাধিতে পারিবে। কে জানিত সংগীতকে, হৃদয়ের আশাকে, জাগ্রত আত্মার আনন্দ ধ্বনিকে, আকাশের দৈববাণীকে সে কাগজে মুড়িয়ে রাখিবে। কে জানিত মানুষ অতীতকে বর্তমানে বন্দি করিবে। অতলস্পর্শ কালসমুদ্রের উপর কেবল এক-একখানি বই দিয়া সাঁকো বাঁধিয়া দিবে। লাইব্রেরির মধ্যে আমরা সহস্র পথের চৌমাথার উপরে দাঁড়াইয়া আছি।

[সিলেট বোর্ড- '১৭]

ক, বিশ্বসাহিত্যের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বূপ কোনটি?

খ, সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার মধ্যে উপন্যাস অন্যতম কেন?

গ, উদ্দীপকটি 'সাহিত্যের বূপ ও রীতি প্রবন্ধের কোন শাখার বৈশিষ্ট্য বহন করে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ, উদ্দীপকটি সাহিত্যের বূপ ও রীতি প্রবন্ধের খণ্ডাংশ মাত্র, পূর্ণ চিত্র নয়- মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

উত্তর

ক) বিশ্বসাহিত্যের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন রূপ কোনটি?

বিশ্বসাহিত্যের সর্বপেক্ষা প্রাচীন রূপ নাটক।

খ) সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার মধ্যে উপন্যাস অন্যতম কেন?

উপন্যাসে কাহিনীর বর্ণনা থাকে বলে পাঠক সহজেই পড়তে পারে। তাই সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার মধ্যে উপন্যাস অন্যতম।

উপন্যাসে একটি কাহিনী থাকে এবং কাহিনীটি গদ্যে রচিত হয়। শুরুতে গল্প তৈরি হয় এবং তার ভিতর দিয়ে উপস্থাপিত হয় বিভিন্ন

চরিত্রের। এই কারণে পাঠকরা সহজেই পড়তে আকৃষ্ট হয়। তাই সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার মধ্যে উপন্যাস অন্যতম।

গ) উদ্দীপকটি 'সাহিত্যের বূপ ও রীতি প্রবন্ধের কোন শাখার বৈশিষ্ট্য বহন করে? ব্যাখ্যা কর।

উদ্দীপকটি সাহিত্যের রূপ ও রীতি প্রবন্ধের 'প্রবন্ধ' নামক শাখাটির বৈশিষ্ট্য বহন করে।

প্রবন্ধে লেখকের সৃজনশীলতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে থাকে। এজন্য প্রয়োজন কল্পনাশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিকে আশ্রয় করে নাতিদীর্ঘ সাহিত্য রূপ সৃষ্টি করা। সৃজনশীলতাই প্রবন্ধের মূল চালিকাশক্তি

উদ্দীপকের বর্ণনাটিতে লেখকের বুদ্ধি ও কল্পনাশক্তির প্রয়োগ ফুটে উঠেছে। এতে করে উদ্দীপকটিতে বুদ্ধি ও সৃজনশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধেও সৃজনশীলতাকে প্রবন্ধ হওয়ার যোগ্যতা হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্যে বলা হয়েছে। "সাধারণত কল্পনাশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিকে আশ্রয় করে লেখক কোনো বিষয়বস্তু সম্পর্কে যে আত্মসচেতন নাতিদীর্ঘ সাহিত্য রূপ সৃষ্টি করেন তাকেই 'প্রবন্ধ নামে অভিহিত করা হয়।"

ঘ) উদ্দীপকটি সাহিত্যের বূপ ও রীতি প্রবন্ধের খণ্ডাংশ মাত্র, পূর্ণ চিত্র নয়- মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

উদ্দীপকটি 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধের 'প্রবন্ধ' বৈশিষ্ট্য বহন করে কিন্তু পূর্ণ চরিত্র বহন করে না।

সাহিত্য নানান ধরনের।অনেক রকম উদ্ভিদ নিয়ে যেমন বাগান তেমনি বিভিন্ন রকম সৃষ্টিকর্ম যেমন- সাহিত্য, কবিতা, নাটক, ছোট গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ইত্যাদি নিয়ে সাহিত্য জগৎ। আবার প্রতিটির কিছু শাখা প্রশাখা রয়েছে।

উদ্দীপকের বক্তব্য সাহিত্যের একটি বিশেষ শাখা কে নির্দেশ করে। এটি হলো প্রবন্ধ। প্রবন্ধের লেখকের সৃজনশীলতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধ সাহিত্যের একটি শাখার বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে, উদ্দীপকের বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কিন্তু প্রবন্ধে সাহিত্যের অন্যান্য শাখারও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধে কবিতা, নাটক, ছোট গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ইত্যাদি শাখা-প্রশাখায় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অথচ উদ্দীপকে সাহিত্যের অনেক শাখার মধ্যে একটি শাখা 'প্রবন্ধ'র বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। তাই উদ্দীপকটি 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধের খন্ডাংশ মাত্র, পূর্ণ চিত্র নয়- মন্তব্যটি যথার্থ।

DOWNLOAD THE APP

10 MINUTE SCHOOL

বহিপীর

মাতৃহারা ঝিনু চাচার বাড়িতে বড়ো হয়। চাচী ঝিনুকে বোঝা মনে করে। ভাবে কোনরকমে পাত্রস্থ করতে পারলেই হয়। অবশেষে চাচী সতিনের সংসারে এক বৃদ্ধের সাথে বিয়ে দেয় ঝিনুকে। জীবনসচেতন ঝিনু এ বিয়ে মেনে না নিয়ে একদিন বাড়ি ছেড়ে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমায়। [সিলেট বোর্ড- '১৭]

ক. ' বহিপীর ' নাটকটির রচনাকাল কত ?

খ. হকিকুল্লাহ পুলিশ ডাকতে গিয়ে ফিরে এসেছিল কেন ?

গ. উদ্দীপকে ' বহিপীর ' নাটকের যে দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে, তা ব্যাখ্যা করো।

ঘ. " উদ্দীপকটি ' বহিপীর ' নাটকের সমগ্রভাব তুলে ধরেনি "। - উক্তিটির সত্যতা নিরূপণ করো।

উত্তর

ক. ' বহিপীর ' নাটকটির রচনাকাল কত ?

' বহিপীর ' নাটকটির রচনাকাল ১৯৬০ সাল।

খ. হকিকুল্লাহ পুলিশ ডাকতে গিয়ে ফিরে এসেছিল কেন ?

পরিস্থিতি বিবেচনা করে বহিপীরের বিপদের আশঙ্কায় হকিকুল্লাহ পুলিশ ডাকতে গিয়ে ফিরে এসেছিলেন। বহিপীর তাহেরার মা-বাবার সাহায্যে তার অমত থাকা সত্ত্বেও তাকে বিয়ে করেন। পরবর্তীতে হাতেম আলির বজরায় পলাতক তাহেরার উপস্থিতি টের পেয়ে তাকে কব্জা করার জন্য তিনি হকিকুল্লাহকে পুলিশ ডাকতে বলেন। কিন্তু তাহেরার অমতে বিয়ে করায় বিপদ হতে পারে ভেবে হকিকুল্লাহ পুলিশ ডাকতে গিয়ে ফিরে এসেছিলেন।

গ. উদ্দীপকে ' বহিপীর ' নাটকের যে দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে, তা ব্যাখ্যা করো।

উদ্দীপকে ' বহিপীর ' নাটকে বর্ণিত পাত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে অসম বিয়ের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

' বহিপীর ' নাটকের একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র কিশোরী তাহেরা। বাবা ও সৎ মা বহিপীরের সাথে তাহেরার অমতে বিয়ে দেন। জীবনসচেতন তাই পালিয়ে দিয়ে আত্মরক্ষার পথ বেছে নেয়।

উদ্দীপকে মাতৃহারা ঝিনু চাচার বাড়িতে বড়ো হয়। তার চাচী ঝিনুকে বোঝা ভেবে সতিনের সংসারের এক বৃদ্ধের সাথে বিয়ে দেয়। ঝিনু এ বিয়ে মানতে না পেরে একদিন বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। অতএব দেখা যায়- নাটকের তাহেরা ও উদ্দীপকের ঝিনু দুজনেই জীবনসচেতন। তারা জীবন ও জগত সম্পর্কে অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি লালন করে এবং সে আলোকে তারা পথের পথিক হয়েছে। নাটকে বর্ণিত তাহেরার এ জীবনচেতনা ও কর্মপন্থার প্রতিফলনই ঘটেছে উদ্দীপকে।

ঘ. " উদ্দীপকটি ' বহিপীর ' নাটকের সমগ্রভাব তুলে ধরেনি "। - উক্তিটির সত্যতা নিরূপণ করো।

" উদ্দীপকটি ' বহিপীর ' নাটকের সমগ্রভাব তুলে ধরেনি " - উক্তিটি সঠিক।

' বহিপীর ' নাটকে কিশোরী তাহেরাকে তার সৎমা ও বাবা মিলে বহিপীরের সাথে বিয়ে দেয়। কেননা তাদের ধারনা পীরের সাথে মেয়ে বিয়ে দিলে তাদের পুণ্য হবে। কিন্তু প্রতিবাদী তাহেরা বিয়েতে অসম্মতি প্রকাশ করে এবং প্রতিবাদস্বরূপ বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়।

উদ্দীপকের ঝিনু মাতৃহারা, চাচার সংসারে সে বড়ো হয়। চাচী তাকে বোঝা মনে করে এক বৃদ্ধের সাথে বিয়ে দেয়। জীবনসচেতন ঝিনু বিয়েতে প্রতিবাদ করতে না পারলেও পরবর্তীতে বাড়ি ছেড়ে অজানার পথে পাড়ি জমায়। নাটকের ঘটনার সাথে উদ্দীপকের মিল এটুকুই।

' বহিপীর ' নাটকে লেখক সমাজে নারীদের নাজুক অবস্থান এবং তাহেরা চরিত্রটির মাধ্যমে উক্ত ব্যাবস্থার বিপরীতে নারী জাগরনের ইঙ্গিত প্রদান করেছেন। পাশাপাশি সমাজে জেঁকে বসা ধর্মান্ধতা এবং পীরপ্রথার প্রভাব তুলে ধরেছেন। বহিপীর জমিদার হাতেম আলির বজরায় তাহেরাকে খুঁজে পায়। যখন সে জানতে পারে হাতেম আলির জমিদারি নিলামে উঠেছে তখন অরথের বিনিময়ে তাহেরাকে ফিরিয়ে দিতে বলে। তাহেরাও জমিদারের অসহায়ত্ব দেখে রাজি হয়। কিন্তু হাতেম আলি তাহেরাকে ফিরিয়ে দিতে চায় না। এখানে হাতেম আকি ও তাহেরা উভয়ের মানবিক দিকটি ফুটে উঠেছে। অপরদিকে জমিদারপুত্র হাশেম আলি যুক্তিবাদী ও আধুনিক চিন্তাসম্পন্ন শিক্ষিত যুবক। তাহেরা আত্মহত্যা করতে গেলে সে তাকে রক্ষা করে এবং বিবাহিত জেনেও বিয়ে করতে চায়। ঘটনার ব্যাপ্তি ও পরিনতি বিবেচনায় বলা যায়, উদ্দীপকটি ' বহিপীর ' নাটকের সমগ্রভাব তুলে ধরেনি ।

BARISAL BOARD

শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব

দারিদ্র পরিবারের সন্তান ইউসুফ তাঁর দূর সম্পর্কের আত্মীয় ওয়াজের চৌধুরীর বাসায় থেকে পড়াশুনা করে। চৌধুরী সাহেবের বিশাল ব্যবসা, বিশাল আভিজাত্য। প্রত্যেক সন্তানের নামে ব্যাংকে কোটি কোটি টাকা ডিপোজিট। দামি গাড়ি ছাড়া সাধারণ কোন গাড়িতে তারা চড়েই না। বন্ধু-আড্ডা-গান-ক্লাব-পার্টি এসব নিয়ে তাদের দিনরাত্রি। উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের হাত করে চৌধুরী সাহেব তার এসব ঠিক রাখেন। প্রথম প্রথম ইউসুফ এসব দেখে বিস্মিত হতো। এখন সয়ে গেছে। সে তার মত বিশ্ববিদ্যালয় আর পড়ালেখা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। চৌধুরীদের কোনকিছুই ওকে আকৃষ্ট করে না, বরং ভাবে মানুষ এমন হয় কেন?

[বরিশাল বোর্ড- ২০১৭]

ক) "ক্ষুৎ পিপাসা"- শব্দের অর্থ কি?

খ) 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের 'ওপর থেকে টান' বলতে লেখক কি বুঝিয়েছেন?

গ) উদ্দীপকের ইউসুফের মানসিকতা আমাদের 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের কোন দিকটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ব্যাখ্যা করো।

ঘ) চৌধুরী সাহেবের মত লোকদের জন্য 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের মোতাহের হোসেন চৌধুরী কি বার্তা দিয়েছেন? বিশ্লেষণ করো।

উত্তর

ক) "ক্ষুৎ পিপাসা"- শব্দের অর্থ কি?

ক্ষুৎপিপাসা শব্দের অর্থ হলো ক্ষুধা ও তৃষ্ণা।

খ) 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের 'ওপর থেকে টান' বলতে লেখক কি বুঝিয়েছেন?

'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে 'ওপর থেকে টান' বলতে লেখক শিক্ষাকে বুঝিয়েছেন।

প্রবন্ধে লেখক মানুষের জীবনকে দোতলা ঘরের সাথে তুলনা করেছেন। এর উপরের তলায় মনুষ্যত্ব আর নিচের তলায় থাকে জীবসত্তা। মনুষ্যত্বের ঘরে যেত সাহায্য করে শিক্ষা। এই শিক্ষা ওপর থেকে মানুষকে টেনে মনুষাকে মনুষ্যত্বের ঘরে নিয়ে যায়। আর এ বিষয়টি বোঝাতেই লেখক প্রশ্নোক্ত কথাটি বলেছেন।

গ) উদ্দীপকের ইউসুফের মানসিকতা আমাদের 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের কোন দিকটি কে স্মরণ করিয়ে? দেয় ব্যাখ্যা করো।

উদ্দীপকের ইউসুফের মানসিকতা আমাদের "শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে বর্ণিত শিক্ষার আসল কাজ তথা মনুষ্যত্ববোধের দিককে স্মরণ করিয়ে দেয়।

শিক্ষার আসল কাজ হলো মনুষ্যত্ববোধ সৃষ্টি। যার মাঝে মনুষ্যত্ববোধ থাকে সে কখনো লোভের ফাঁদে ধরা দেয় না। কেননা সে জানে লাভের ফলে মানুষের আত্মিক মৃত্যু ঘটে। এতে মানুষ অনুভূতির জগতে ফতুর হয়ে পড়ে।

উদ্দীপকের ইউসুফের মাঝে আমরা মনুষ্যত্ববোধের জাগরণ দেখতে পাই। তার কাছে বিলাস-ব্যসন আর উন্মত্ততার হাতছানি থাকলেও সে তাতে সাড়া দেয় না। কেননা সে শিক্ষার মাধ্যমে বুঝতে পেরেছে যে জীবসত্তার চাহিদা পূরণই জীবনের মূল উদ্দেশ্য নয়। এক্ষেত্রে শিক্ষা ইউসুফের অন্তরের ব্যাপার হয়ে উঠেছে। মনুষ্যত্বের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার কারণেই ইউসুফ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও লোভের ফাঁদে পা বাড়ায় না।

ঘ) চৌধুরী সাহেবের মত লোকদের জন্য শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব প্রবন্ধের মোতাহের হোসেন চৌধুরী কি বার্তা দিয়েছেন? বিশ্লেষণ করো।

উদ্দীপকের চৌধুরী সাহেবের মতো লোকদের জন্য "শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে লেখক বলেছেন, তারা অর্থচন্তার নিগড়ে বন্দি। অর্থসাধনাই জীবনসাধনা নয়। শুধু অর্থের মোহে ছুটলে জীবনের উদ্দেশ্য সফল হয় না। অর্থচিন্তার নিগড় থেকে মুক্ত হতে পারলেই মানুষের মাঝে কেবল মনুষ্যত্ববোধ জাগরণ ঘটে।

উদ্দীপকের চৌধুরী সাহেবকে দেখা যায় অর্থসাধনায় মত্ত থাকতে। তার ক্ষেত্রে শিক্ষার অপ্রয়োজনের দিকটি অনুপস্থিত। অথচ শিক্ষার অপ্রয়োজনের দিকটিই শ্রেষ্ঠ দিক। এই অপ্রয়োজনের দিকটি হলো মনুষ্যত্ব। চৌধুরী সাহেবের ক্ষেত্রে এই মনুষ্যত্ববোধের কোনো লক্ষণ প্রকাশ পায় না। তার মতো মানসিকতার লোকেরা একসময় অনুভূতির জগতে ফতুর হয়ে পড়ে।

উদ্দীপকের চৌধুরী সাহেবের মতো লোকেরা মনুষ্যত্বের আহবানে সাড়া দিতে পারেনি। 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে চৌধুরী সাহেবের মতো লোকদের সম্পর্কে লেখক বলেছেন শিক্ষা তাদের বাইরের ব্যাপার। আর শিক্ষা যাদের অন্তরের ব্যাপার হয়ে উঠতে পারেনি তাদের আত্মিক মৃত্যু ঘটে। অনুভূতির জগৎ তাদের শূন্য। শিক্ষার আসল কাজ যে মনুষ্যত্ববোধ সৃষ্টি তা চৌধুরী সাহেবের মতো লোকদের ক্ষেত্রে অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়ে।